Contents

৪র্থ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫[illegible], ফোন ঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন ঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد: ٤ عدد: ٥، ذوالقعدة و ذو الحجة ١٤٢١هـ/فبراير ٢٠٠١م
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত ঘেনা পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সাতক্ষীরা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

- ❖ শেষ প্রচ্ছদ ঃ ৩,০০০/=
- ❖ দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ [illegible]
- ❖ তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ [illegible]
- ❖ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ ১,[illegible]
- ❖ সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ঃ [illegible]
- ❖ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা ঃ [illegible]
- ❖ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা ঃ ২৫০/=
- ❖ স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (নূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপ[illegible] কমিশনের ব্যবস্থা [illegible]।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজি ঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
[illegible] ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
[illegible] ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
[illegible] মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
[illegible] ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি [illegible] ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরে [illegible]
[illegible] আত-তাহরীক
[illegible]

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Editor: Muhammad [illegible]
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscr[illegible] Post : Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Addr[illegible] AT-TAHREEK
NAWDAPARA [illegible] (Air port Road) P. O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (07[illegible]. Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মা

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৫ম সংখ্যা
যিলক্বদ ও যিলহজ্জ	১৪২১ হিঃ
মাঘ ও ফাল্গুন	১৪০৭ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
E-mail: at-tahreek@rajbd.com

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৯
- প্রবন্ধঃ
  - তাকবীরা-তুল ঈদায়েন ২১
    - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ ২৩
    - ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান
  - এক নযরে হজ্জ ২৫
    - মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - ইপ্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ২৬
    - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - মারইয়াম (আঃ)-এর সন্তান লাভঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি *-আব্দুল গফুর* ২৭
- অর্থনীতির পাতা
  - পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম ২৯
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- মহিলা ছাহাবী
  - হযরত আয়েশা (রাঃ) ৩৩
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- চিকিৎসা জগত
  - (ক) গবাদি পশুর নিউমোনিয়া (খ) মোরগ-মুরগীর বসন্ত রোগ - *ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী* ৩৭
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩৯
  - (১) লোভী বণিক *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
    (খ) মৃত্যু থেকে পালাবার পথ নেই *-মুহিবুর রহমান*
- কবিতা ৪১
  - আলোর আলো *-শরীফুল ইসলাম মুহাম্মাদী*
  - আজকের শিশু - *আব্দুল মুনায়েম*
- স্বদেশ-বিদেশ ৪২
- মুসলিম জাহান ৪৭
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৮
- সংগঠন সংবাদ ৪৯
- প্রশ্নোত্তর ৫০

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইল্‌ম ও আলেমের মর্যাদাঃ

ইসলাম টিকে থাকে আলেমদের মাধ্যমে। আলেমগণ হ'লেন আল্লাহ প্রেরিত অহি-র ইল্‌মের ধারক, বাহক ও প্রচারক। হকপন্থী আলেমদের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে দ্বীন বেঁচে আছে ও আগামীতেও থাকবে। 'আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করেন আলেমগণ' *(ফাত্বির ২৮)*। 'যারা আলেম ও যারা আলেম নয়, তারা কখনোই সমান নয়' *(যুমার ৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি কুরআন শিক্ষা করেন ও অন্যকে শিক্ষা দেন' *(বুখারী)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা বের করে দেন। ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারী ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা সমূহ বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই, এমনকি পানির মধ্যকার মাছগুলিও। একজন ইবাদতকারীর উপরে একজন আলেমের মর্যাদা পূর্ণিমা রাতে তারকারাজির উপরে চন্দ্রের মর্যাদার ন্যায়। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যাননি। তাঁরা রেখে গেছেন (আল্লাহ প্রেরিত অহি-র) ইল্‌ম। যে ব্যক্তি সেই ইল্‌ম অর্জন করেছে, সে ব্যক্তি যথেষ্ট অর্জন করেছে' *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ হাসান)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা তোমাদের উপরে আমার মর্যাদার ন্যায়'। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী এবং আসমান ও যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মধ্যকার মাছ পর্যন্ত জনগণকে সুশিক্ষা দানকারী আলেমের জন্য দো'আ করে থাকে' *(তিরমিযী, হাসান ছহীহ)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেন' *(মুসলিম)*। তিনি বলেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়, সে ব্যক্তি কল্যাণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পায়' *(মুসলিম)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের মধ্য হ'তে ইল্‌মকে ছিনিয়ে নেবেন না। কিন্তু তিনি ইল্‌ম উঠিয়ে নেবেন আলেম উঠিয়ে নেবার মাধ্যমে। ফলে এমন অবস্থা হবে যে, প্রকৃত আলেম আর কেউ থাকবে না। তখন লোকেরা জাহিল নেতাদের কাছে যাবে ও তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা বিনা ইল্‌মে ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। ১- ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২- উপকারী ইল্‌ম ও ৩- সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' বলার মত একজন তাওহীদপন্থী মুমিন বেঁচে থাকবে' *(মুসলিম)*। এতে বুঝা যায় যে, অনাচারে ভরা এ পৃথিবী এখনো টিকে আছে কেবল তাওহীদবাদী মুমিনদের জন্যই।

আলেমদের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। কেউ কুরআনের ইলমে পারদর্শী, কেউ হাদীছের ইলমে, কেউ উভয় ইলমে যোগ্য। যার মধ্যে কুরআন ও হাদীছের গভীর ইল্‌মের সাথে সাথে তাক্বওয়া, দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার নে'মত আল্লাহ পাক দান করেছেন, তিনিই সত্যিকার অর্থে ফক্বীহ, মুজতাহিদ ও মুফতী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এই ধরনের হকপন্থী আলেমের সংখ্যা চিরদিনই কম এবং আজও অতীব কম। যাদেরকে খুঁজে নিয়ে তাদের অনুসরণ করা জনগণের দায়িত্ব। বিশ্বের সকল প্রান্তে এ ধরনের স্বল্পসংখ্যক ক্ষণজন্মা ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমেই দ্বীন যিন্দা রয়েছে। তারা কখনোই দ্বীনের অসম্মানকে বরদাশত করেননি। কোন অপশক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় করেননি। যদিও আলেম নামধারী একদল কুচক্রী সর্বদা এঁদের বিরোধিতা করেছে এবং সকল প্রকারের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে। চার ইমামের কেউই এদের হিংসা ও চক্রান্ত থেকে মুক্তি পাননি। বিদ'আতী ও দলপন্থী আলেম ও রাষ্ট্রনায়কদের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়েছেন ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ হাদীছপন্থী ওলামায়ে কেরাম।

পাক-ভারত উপমহাদেশে দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তাদের মুকুটমণি জিহাদী সন্তান শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর অকুতোভয় লেখনী, বাগ্মিতা ও জিহাদী তৎপরতা সারা ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করেছিল। দখলদার ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দালাল চরিত্রের হিন্দু-মুসলমান জমিদার-নবাব-নাইটরা সর্বশক্তি নিয়ে আলেমদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘুষ, চক্রান্ত, মিথ্যা অপবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির মাধ্যমে এইসব সরল-সিধা দ্বীনদার মুজাহিদ ওলামায়ে কেরামকে নির্যাতিত ও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। বড় বড় বিলাসী পীরের সুরম্য প্রাসাদরাজি ও সমাধিসৌধ দেখা গেলেও বালাকোটের শহীদদের কবরের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈলের লাশকে টুকরা টুকরা করে কাগান নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে দুনিয়ার মানুষ তাদের কোন সন্ধান না পায়। তাদের সেদিনকার রক্ত আখরে লেখা শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়েই আসে ছাদিকপুর পাটনার আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে শতবর্ষ ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেঁকে বসা অপশক্তি ছাড়াও ধর্মীয় ক্ষেত্রে জেঁকে বসা শিরক ও বিদ'আতের শিখণ্ডীদের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁদের জিহাদ। ফলে একদল নামধারী আলেম ছিল তাঁদের প্রধান গৃহশত্রু। এদের ফৎওয়ার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন সেদিন এইসব হকপন্থী ওলামায়ে দ্বীন। লা-মাযহাবী, লা-দ্বীনী ইত্যাদি নামে এইসব দ্বীনদার মুজাহিদ ওলামায়ে কেরামকে সেদিন সমাজে কোনঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাদের অবিরত জিহাদী তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে দখলদার ইংরেজ অবশেষে ভারত ছাড়তে বাধ্য হ'ল, সেই জিহাদী আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামকে এখন ইংরেজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত 'আহলেহাদীছ' নামের অধিকারী দল বলে কিছু সংখ্যক দুষ্টমতি আলেম আজও কালি-কলম খরচ করে চলেছেন। ধর্মের নামে মাযহাবী দলাদলি করে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষ করে সুন্নী মুসলমানদেরকে অসংখ্য তরীকা ও মযহাবে বিভক্ত করে যারা ফায়দা লুটছেন। যারা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকা থেকে সামান্য বিচ্যুতিকে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার শামিল মনে করেন, তাদের এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গিয়ে মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত করার জন্য যে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, সেই মহান আন্দোলনের নামই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম চিরকাল হক্ব-এর আওয়ায বুলন্দ করে গেছেন। আজও করে চলেছেন। ক্বিয়ামত-এর প্রাক্কাল পর্যন্ত এই দাওয়াত তারা দিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। যে সকল হকপন্থী আলেম অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং দ্বীনে হক্ব-এর পক্ষে সোচ্চার হবেন, আমরা সর্বদা তাঁদের পাশে থাকব, একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। পূর্বকালের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের ন্যায় আজও যদি কেউ কোন দ্বীনদার আলেমের অমর্যাদা করেন,তাহ'লে আমরা অবশ্যই তার প্রতিবাদ করি এবং আল্লাহপাকের নিকটে এর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! (স.স.)।

তালাক বিধান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَّخَافَآ اَلاَّيُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞

অনুবাদঃ এই তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে, অবশ্য যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। এইসব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা এইসব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই জালিম *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয়, তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে। অতঃপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন' *(২৩০)*।

টীকাঃ ১৫৮। যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাক্বে রাজ'ঈ-র কথা বলা হইয়াছে। ১৫৯। 'মহর' অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরীআতের পরিভাষায় ইহাকে 'খুলা' বলে। ১৬০। দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী-স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে না।[১]

শানে নুযূলঃ

জনৈক আনছারী ব্যক্তি একদা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে আমি কখনোই আশ্রয় দেব না এবং বিচ্ছিন্নও করব না। স্ত্রী বললঃ কিভাবে? লোকটি বললঃ তোমাকে তালাক দেব। তারপর মেয়াদ নিকটবর্তী হলে তোমাকে ফিরিয়ে নেব। এইভাবে চলতে থাকবে। তখন উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াত নাযিল হয়।[২]

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

অত্র আয়াতদ্বয়ে ইসলামী তালাক বিধান সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী আরবে মহিলাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হ'ত। তাদেরকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বারবার তালাক দেওয়া হ'ত ও ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত। ফলে মহিলাদের ইযযতের সুরক্ষা, তাদের উপরে নির্যাতন বন্ধ এবং নারী-পুরুষের চিরন্তন পারিবারিক জীবনে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে চূড়ান্ত তালাক বিধান নেমে আসে। তবে তালাকের আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক নেককার নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ৩২)*। অন্য আয়াতে বিবাহ বন্ধনকে আল্লাহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(রূম ২১)*। অন্যত্র তিনি এই বন্ধনকে 'কঠিন বন্ধন' হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(নিসা ২১)*। হাদীছে বলা হয়েছে 'দুনিয়া একটি সম্পদ। আর তার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হ'ল নেককার স্ত্রী'।[৩] অন্য হাদীছে বিবাহকে দ্বীনের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।[৪]

ইসলাম নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনকে একটি পবিত্র বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করে। এই বন্ধনের পবিত্রতার উপরে তার ভবিষ্যৎ বংশধারার পবিত্রতা নির্ভর করে *(নিসা ১)*। এর ভিত্তিতেই তার সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় *(নিসা ১১)*। অন্যান্য চুক্তির ন্যায় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হ'লেও এখানে উভয়ের

১. *অনুবাদ ও টীকাঃ (বঙ্গানুবাদ আল-কুরআনুল করীম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা-২, ৭ম মুদ্রণ ১৯৮৩) পৃঃ ৫৭।*
২. *ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতেম, তিরমিযী, হাকেম, তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৭৯।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩।*
৪. *ত্বাবারাণী, হাকেম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১০৮; বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৩০৯৬ সনদ জাইয়িদ।*

অভিভাবক সহ দু'জন ঈমানদার ও জ্ঞানবান সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।[৫] শুধুমাত্র নারী-পুরুষ দু'জনের সম্মতিতে বিবাহ হয় না। অলি ও দু'জন সাক্ষী[৬] এবং স্বামী-স্ত্রীর ঈজাব-কবুল ছাড়াও একটি যরূরী বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত আছে, সেটি হ'ল বিবাহের 'খুৎবা' যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।[৭] যার মাধ্যমে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শুনানো হয় এবং যার মাধ্যমে উভয়কে চিরস্থায়ী এক ঐশী বন্ধনে আবদ্ধ করার বিষয়ে উপস্থিত উভয়পক্ষের দায়িত্বশীল অভিভাবক বৃন্দ ছাড়াও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সাক্ষী রাখা হয়। যদিও এটি কোন আইনী সাক্ষী নয়, বরং অদৃশ্য ঐশ্বরিক সাক্ষী। যার গুরুত্ব ঈমানদার স্বামী-স্ত্রীর নিকটে অত্যন্ত বেশী। যার অনুভূতি উভয়ের অবচেতন মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং উভয়কে সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সংসার জীবনের টানাপোড়েনে সর্বদা হাসি-কান্নার সাথী হিসাবে অটুট ঐক্য বজায় রেখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এতদ্ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আগত সন্তানদের নতুন বংশধারা। স্বামী-স্ত্রী তখন পিতা-মাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের অভিভাবকে পরিণত হন। অসহায় কচি বাচ্চাদের লালন-পালন ও তাদের জীবনের উন্নতিই তখন বাপ-মায়ের প্রধান চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার সম্পর্কের পাশাপাশি তখন আরেকটি স্নেহের সেতুবন্ধন রচিত হয়। একদিকে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় প্রেমের বন্ধন, অন্যদিকে সন্তানদের প্রতি উভয়ের অপত্য স্নেহের অভিন্ন আকর্ষণ। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর জীবন হয়ে ওঠে একক লক্ষ্যে ও অভিন্ন স্বার্থে ভাস্বর, মহিয়ান ও গরিয়ান। ইহকালে তাদের সংসার হয় ভালবাসায় আপ্লুত ও সুষমামণ্ডিত এবং পরকালে তাদের জীবন হয় আল্লাহ্র বিশেষ পরিতোষ লাভে ধন্য। ইসলাম বিবাহের এই পবিত্র বন্ধনকে তাই সাধ্যপক্ষে টিকিয়ে রাখতে চায়।

বিভিন্ন ধর্মে তালাক

ইহুদীদের নিকটে তালাকঃ

ইহুদীদের নিকটে কোন ওযর ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া চলে। যেমন স্বামী অন্য একজন মহিলাকে তার নিজ স্ত্রীর চাইতে অধিক সুন্দরী মনে করল। তবে ওযর ব্যতীত তালাক দেওয়াকে তারা ভাল মনে করে না। তাদের নিকটে ওযর বা ত্রুটি দু'ধরনেরঃ (ক) দেহগত ত্রুটি। যেমন চোখে কম দেখা, চোখ টেরা হওয়া, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, পিঠ কুঁজো হওয়া, ল্যাংড়া হওয়া, বন্ধ্যা হওয়া ইত্যাদি। (খ) চরিত্রগত ত্রুটি। যেমন বেশরম হওয়া, বাজে বক বক করা, অপরিচ্ছন্ন থাকা, কৃপণ ও কঠোর প্রকৃতির হওয়া, অবাধ্য হওয়া, অপচয়কারিণী হওয়া, পেটুক হওয়া, পেট মোটা বা ভুঁড়িওয়ালী হওয়া, খাদ্যলোভী হওয়া, তুচ্ছ বিষয়ে গর্বকারিণী হওয়া ইত্যাদি। তবে যেনা হ'ল তাদের নিকটে সবচেয়ে বড় ত্রুটি। এজন্য কেবল যেনার প্রচার হওয়াই যথেষ্ট। প্রমাণের দরকার নেই। পক্ষান্তরে স্বামীর যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক নিতে পারে না। এমনকি যদি স্বামীর যেনা প্রমাণিত হয়, তবুও নয়।

খৃষ্টানদের নিকটে তালাকঃ

খৃষ্টান মাযহাবগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল তিনটিঃ ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্ট। ক্যাথলিক মযহাবে তালাক একেবারেই নিষিদ্ধ। স্ত্রী চরিত্রে অবিশ্বাস বা খেয়ানতজনিত কারণ ঘটলে তাদের বিছানা পৃথক রাখা হয় এবং এভাবে তিলে তিলে কষ্ট দেওয়া হয়। তবুও তালাকের মাধ্যমে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় না। একাধিক বিবাহ খৃষ্টান ধর্মীয় গাম্ভীর্যের বিরোধী। কেননা ইঞ্জীল মারকুস-এর কথিত ৮ ও ৯ আয়াতের বর্ণনা মতে 'স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে একটি দেহ।... অতএব আল্লাহ যাদেরকে একত্রিত করেছেন, মানুষ তাদেরকে পৃথক করতে পারে না' (يكون الإثنان جسدا واحدا....فالذى جمعه الله لايفرقه إنسان)

খৃষ্টানদের বাকী দু'টি মাযহাবে সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে তালাক সিদ্ধ। যার প্রধান হ'ল পারস্পরিক অবিশ্বাস বা খেয়ানত। কিন্তু এই অবস্থায় তাদের মধ্যে তালাক সিদ্ধ হ'লেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ।

জাহেলী যুগের তালাকঃ

প্রাক-ইসলামী যুগে জাহেলী আরবের মেয়েদের নির্যাতন করার জন্য তালাককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিত। আবার ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। এইভাবে শতাধিকবার তালাক ও রাজ'আতের ঘটনা ঘটত। কখনো কোন স্বামী বলে বসতো, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে কখনোই তালাক দিব না, ঘরে আশ্রয়ও দেব না। স্ত্রী বলত, সেটা কিভাবে সম্ভব? স্বামী বলত, তোমাকে তালাক দিব। তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগেই ফিরিয়ে নেব। আবার তালাক দেব। আবার ফিরিয়ে নেব। এভাবেই চলবে। তোমাকে শান্তিতে থাকতেও দেব না, যেতেও দেব না'। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি চুপ থাকেন। অতঃপর দরসের আলোচ্য আয়াত 'তালাক মাত্র দু'বার'... নাযিল হয়। অর্থাৎ মাত্র দু'বারই তালাক দিয়ে ফেরত নেওয়া যাবে। তৃতীয় বারে আর নয়। তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।[৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পূর্বতন স্বামীর নিকটে ফিরে আসার অনুমতি প্রদান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহিলাদের প্রতি একটি বড় ধরনের অনুগ্রহ। কেননা

৫. আবু দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০,৩১;।
৬. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী; ইরওয়া হা/১৮৩৯, ১৮৪৪, ৬/২৩৫-৫১।
৭. আহমাদ, তিরমিযী, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/ ৩১৪৯।
৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৮০-৮২।

তাওরাতের বিধান মতে সে আর বিবাহ করতে পারে না। ইঞ্জীলের বিধান মতে তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে তালাক নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের শরী'আত বান্দার কল্যাণ বিচারে পূর্ণাংগ ও স্থিতিশীল। ফলে ঐ স্বামীকে চতুর্থবারের সুযোগ দিয়েছে'। অর্থাৎ সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বিদায় করার পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলেও সেই স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাক প্রাপ্তা হ'লে পুনরায় পূর্ব স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারে'। নইলে কোন কৌশলের আশ্রয় নিলে দ্বিতীয় স্বামী 'ভাড়াটে ষাঁড়' হবে *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান)*। তাদের ঐ বিয়ে বাতিল হবে এবং প্রথম স্বামীর জন্য তা হালাল হবে না।[৯]

ইসলামের তালাক বিধানঃ

'তালাক্ব' (الطلاق) অর্থঃ বন্ধনমুক্তি। যেমন বলা হয়ঃ أُطْلِقَ الْأَسِيْرُ 'বন্দী মুক্ত হয়েছে'। শারঈ পরিভাষায় তালাক অর্থঃ স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। ইসলামে তালাককে অপসন্দ করা হয়েছে। যদিও বেদ্বীনী, অবাধ্যতা, যেনাকারিতা প্রভৃতি চূড়ান্ত অবস্থায় এটাকে জায়েয রাখা হয়েছে এবং তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। দরসে বর্ণিত আয়াতের আলোকে এক্ষণে আমরা ইসলামের তালাক বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ইসলামে তালাকের অধিকার সীমিত করা হয়েছে তিনবারের মধ্যে। প্রথম দু'বার 'রাজ'ঈ' ও শেষটি 'বায়েন'। অর্থাৎ ইসলামে তালাকের বিধান রাখা হ'লেও স্বামীকে ভাববার ও সমঝোতার সুযোগ দেওয়া হয় স্ত্রীর তিন ঋতু বা তিন মাসকাল যাবত। এর মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। যাকে 'রাজ'আত' বলা হয়। কিন্তু গভীর ভাবনা-চিন্তার পর ঠাণ্ডা মাথায় তৃতীয়বার তালাক দিলে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না।

তালাকের পদ্ধতিঃ

(১) স্ত্রীকে তার ঋতুমুক্তির পর পবিত্র অবস্থার শুরুতে মিলন ছাড়াই স্বামী প্রথমে এক তালাক দিবে। অতঃপর সহবাসহীন অবস্থায় তিন ঋতুর ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে রাজ'আত করতে পারে। অর্থাৎ ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পরে ফেরত নিতে চাইলে তাকে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে হবে। ইদ্দত কালে স্ত্রী স্বামীগৃহে অবস্থান করবে। অবস্থানকালে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোষ দিবে। এটিই হ'ল তালাকের সর্বোত্তম পন্থা।

এইভাবে একটি তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হ'লে স্ত্রী ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে অথবা নতুন বিবাহের মাধ্যমে পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে আসতে পারে। তবে ইদ্দত কাল শেষ হয়ে গেলে স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোষ বা অন্য কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।

(২) সহবাসহীন তোহরে প্রথম তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে পরবর্তী তোহরে ২য় তালাক দিবে এবং ইদ্দতকাল গণনা করবে। অতঃপর পরবর্তী তোহরের শুরুতে তৃতীয় তালাক দিবে ও ঋতু আসা পর্যন্ত সর্বশেষ ইদ্দত পালন করবে। তবে তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করলে স্ত্রীকে আর ফেরৎ নেওয়া যাবে না। অতএব ২য় তোহরে ২য় তালাক দিয়ে ৩য় তোহরের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানেও পূর্বের ন্যায় যাবতীয় বিধান বহাল থাকবে *(বাক্বারাহ ২২৯; তালাক ১)*। ইসলামের সোনালী যুগে এই তালাকই চালু ছিল। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوْا اللهَ رَبَّكُمْ ج لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞

'হে নবী! যদি আপনি স্ত্রীদের তালাক দিতে চান, তাহ'লে তাদের ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দিন এবং ইদ্দত গণনা করতে থাকুন। আপনি আপনার প্রভু সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকুন। সাবধান তালাকের পর স্ত্রীদেরকে গৃহ হ'তে বিতাড়িত করবেন না, আর তারাও যেন স্বামীগৃহ ছেড়ে বহির্গত না হয়। অবশ্য তারা যদি খোলাখুলিভাবে ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়, তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা। এগুলি আল্লাহকৃত সীমারেখা। যে ব্যক্তি উক্ত সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের উপরে যুলম করে। কেননা সে একথা অবগত নয় যে, তালাকের পরেও আল্লাহ কোন (সমঝোতার) পথ বের করে দিতে পারেন' *(তালাক ১)*।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তালাক হ'ল মূলতঃ ইদ্দতের তালাক, আকস্মিক বা যুগপৎ তালাক নয়। স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই নির্ধারিত ইদ্দত গণনা করতে হবে। এজন্য কমপক্ষে তিন ঋতুমুক্তির তিন মাস স্বামী অবকাশ পাবেন যে, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারবেন কি-না। এছাড়াও স্ত্রীকে স্বামীগৃহেই অবস্থান করতে হবে। এর দ্বারা উভয়কে পুনর্মিলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এগুলি হ'ল আল্লাহকৃত 'হুদূদ' বা সীমারেখা, যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ এক মজলিসে একত্রিতভাবে তিন তালাক বায়েন দিলে উক্ত সীমারেখা পালন করা যায় কি? সেখানে প্রথম তালাকের ইদ্দতকাল এক ঋতু শেষে ২য় তালাক। অতঃপর ২য় তালাকের ইদ্দতকাল ২য় ঋতু শেষে ৩য় তালাক- এভাবে হিসাব করে বিরতিসহ ইদ্দত গণনার কোন সুযোগ থাকে কি? যদি না থাকে, তাহ'লে সেটা কোন্

৯. *ছালেহ বিন ফাওযান, মুলাখখাছুল ফিক্বহী (দার ইবনুল জাওযী ৫ম মুদ্রণ ১৪১৭/১৯৯৬), পৃঃ ৩১৭-১৮।*

ধরনের তালাক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও এরূপ তালাকের কোন অস্তিত্ব আছে কি?

যাই হোক বিভিন্ন ফিকহ গ্রন্থে তালাককে আহসান, হাসান ও বিদ'আত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত তালাক বিধানকে 'সুন্নী তালাক' ও আবিষ্কৃত একত্রিত তিন তালাককে 'বেদ'ঈ তালাক' নামে অভিহিত করা হয়েছে *(হেদায়া ২/৩৫৪-৫৫)*। অথচ মুসলমান 'সুন্নাত' মানতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই 'বিদ'আত' মানতে পারে না। কেননা দ্বীনের নামে সকল প্রকার বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত[১০] এবং বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম।[১১] অথচ বিদ'আতী তালাককে আইনসিদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে গোনাহের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। সুন্নাতী তালাকের স্থলে বিদ'আতী তালাক সিদ্ধ করে 'তাহলীল'-এর ন্যায় প্রাচীন নোংরা কুপ্রথাকে অসিদ্ধ ক্বিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী সমাজে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার সরাসরি ও অসহায় শিকার হচ্ছে এদেশের সরল-সিধা মুসলিম নারী সমাজ।

উল্লেখ্য যে, সূরায়ে তালাক-এর ২য় আয়াতের আলোকে ছাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী ও ইমরান বিন হুছাইন, তাবেঈদের মধ্যে আত্বা, ইবনু জুরায়েজ ও ইবনু সীরীন এবং ইমামিয়া শী'আ বিদ্বান মণ্ডলী তালাকের ক্ষেত্রেও দু'জন ন্যায়বান সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেন। যেরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক সকল যুগের অন্যান্য বিদ্বানদের নিকটে তালাক কেবলমাত্র স্বামীর অধিকার। এর জন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। কেননা এব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্রমাণ নেই'।[১২]

উপরোক্ত তালাক বিধানে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম বাধ্যগত অবস্থায় তালাক জায়েয রাখলেও মূলতঃ সেটা তার কাম্য নয়। বরং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাদেরকে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসার সকল বৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাকে এক মাস, দু'মাস, তিন মাস যাবত চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে। ইদ্দতকালে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে অবস্থানের সুযোগ দিয়েছে। সবশেষে দ্বিতীয়বার পর্যন্ত 'তালাক্ব' শব্দটি উচ্চারণ করলেও কুরআন 'তৃতীয় তালাক' বা 'তালাক্বে বায়েন' (বিচ্ছিন্নকারী তালাক) কথাটি উচ্চারণ করেনি। বরং ইঙ্গিতে বলেছে, দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পরে এক্ষণে সে তার স্ত্রীকে সুন্দরভাবে রাখুক অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক'।

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল (ছাঃ)! কুরআনে দু'বার তালাক দেবার কথা পাচ্ছি। কিন্তু তৃতীয় তালাক কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ 'অথবা সুন্দরভাবে বিদায় করুক'।[১৩] অর্থাৎ আল্লাহ চান না যে, বান্দা স্বীয় স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিক। কেননা তৃতীয় তালাক দিলে সে আর তার স্ত্রীকে ফেরত পাবে না। যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়। আর সেটা নিতান্তই কল্পনার বস্তু। আল্লাহ এতই মেহেরবান যে, সর্বশেষ তৃতীয়বার তালাকের কারণে উক্ত স্বামী ও স্ত্রীকে চিরকালের মত পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ করেননি। বরং যদি কখনও দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তখন সে পুনরায় তার পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে, যদি উভয়ে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাযী হয়। এতেই বুঝা যায় যে, বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে আল্লাহ পাক কত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্য কতভাবেই না বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

খোলা তালাকঃ

'খোলা' (الخُلْعُ) অর্থঃ কাপড় খুলে ফেলা। পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীকে 'পরস্পরের জন্য পোষাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)* স্বরূপ বলা হয়েছে। স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শারঈ পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১৯)*।

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বোন জামীলা বিনতে উবাই কিংবা হাবীবাহ বিনতে সাহ্ল নাম্নী জনৈকা আনছারী মহিলা একদিন ফজরের অন্ধকারে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তার স্বামী ছাবিত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাকে মেরেছে ও অঙ্গহানি করেছে। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তার দ্বীন বা চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না বরং তার বেঁটে অবয়ব ও কুৎসিৎ চেহারার অভিযোগ করি। হে রাসূল (ছাঃ) যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকত, তাহ'লে বাসর রাতে আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম'। তখন রাসূল (ছাঃ) ছাবিতকে ডাকালেন ও তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে রাসূল (ছাঃ) আমি তাকে 'মহর' স্বরূপ আমার সবচেয়ে মূল্যবান দু'টি খেজুর বাগান দিয়েছিলাম, যা তার অধিকারে আছে। যদি সেটা আমাকে ফেরত দেয়'। রাসূল (ছাঃ) তখন মহিলাকে বললেনঃ তুমি কি বলতে চাও। মহিলাটি বললঃ হাঁ, ফেরৎ দেব। চাইলে আরো বেশী দেব'। তখন রাসূল (ছাঃ) ছাবিতকে বললেনঃ তুমি তোমার স্ত্রীকে পৃথক করে দাও। অতঃপর তাই করা হ'ল।[১৪]

ইবনু জারীর বলেন যে, উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে অত্র আয়াত (বাক্বারাহ ২২৯ -এর দ্বিতীয়াংশ) নাযিল হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই হ'ল 'খোলা' তালাকের প্রথম ঘটনা এবং এটাই হ'ল খোলা-র মূল দলীল।[১৫]

---

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*
১১. *নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'কিভাবে ঈদায়নের খুৎবা দিতে হবে' অনুচ্ছেদ।*
১২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯০-৯২।*
১৩. আহমাদ, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু মারদুভিয়াহ, ইবনু কাছীর ১/২৭৯-৮০।
১৪. *মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, ইবনু জারীর, নাসাঈ, বুখারী, ইবনু মাজাহ; ইবনু কাছীর ১/২৮১-৮২; মিশকাত হা/৩২৭৪; ইবনু হাজার দু'টিকে পৃথক ঘটনা মনে করেন। শাওকানী, নায়ল ৮/৪৩।*
১৫. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৮১।*

'খোলা' মূলতঃ 'ফিস্‌খে নিকাহ' বা বিবাহ মুক্তি। কুরআনে দু'টি তালাক দেওয়ার পরে মালের বিনিময়ে বিবাহ মুক্তি বা 'খোলা'-এর কথা এসেছে। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়, বরং বিচ্ছেদ মাত্র। যদি খোলা তালাকই হ'ত, তবে শেষের তালাকটি চতুর্থ তালাক বলে গণ্য হ'ত। অথচ সকল বিদ্বান একমত যে, শেষে যে তালাক-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি তৃতীয় তালাক, চতুর্থ তালাক নয়। নবী করীম (ছাঃ) ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রীকে 'খোলা' করে নেওয়ার পর তাকে 'খোলা'র ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।[১৬]

উক্ত হাদীছটিও প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়। কারণ যদি তা তালাক হ'ত, তবে উক্ত মহিলাকে তিনি তিন 'তুহর' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। বুখারী শরীফে 'খোলা'র ক্ষেত্রে যে 'তালাক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা উক্ত হাদীছটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত। পক্ষান্তরে আবূদাঊদ, নাসাঈ ও মুওয়াত্ত্বা বর্ণিত খোলা কারিণী মহিলা ছাবিত-এর স্ত্রী জামীলা বা হাবীবাহ্-র বর্ণনায় এসেছে وَ خَلِّ سَبِيلَهَا অর্থাৎ 'মহিলাকে ছেড়ে দাও'। অতএব এ বিষয়ে উক্ত মহিলার বক্তব্যই অগ্রাধিকারযোগ্য।[১৭]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'খোলা' যে তালাক নয়, তার প্রমাণ হ'লঃ তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তিনটি বিধানের কথা বলেছেন যেগুলোর সব ক'টি 'খোলা'তে পাওয়া যায় না। তিনটি নিম্নরূপ-

(১) 'তালাকে রাজঈ'র পর স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু 'খোলা' এর ব্যতিক্রম।

(২) 'তালাক' তিন পর্যন্ত সীমিত। সুতরাং তালাক সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও মিলন না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু 'খোলা'য় স্ত্রীকে অপর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই প্রথম স্বামীর কাছে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যেতে পারবে।

(৩) 'খোলা'র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু। পক্ষান্তরে সহবাস কৃত স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত তিন তুহর'।[১৮]

ঋতুকালে বা পবিত্রকালে, সহবাস করুক বা না করুক, সকল অবস্থায় স্ত্রী 'খোলা' করতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৩)*। 'মহরানা' ফিরিয়ে দিয়ে বা অন্য কোন মালের বিনিময়ে 'খোলা' করাই দলীল সম্মত। তবে মালের বিনিময় ছাড়াও 'খোলা' সংঘটিত হ'তে পারে। বিশেষ করে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কুমতলব থাকে, তবে সেখানে মালের বিনিময় ছাড়াই আদালত উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কারণ হাদীছে, এসেছে لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'কোন ক্ষতি করা চলবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না'।[১৯]

চার খলীফাসহ ছাহাবী বিদ্বানগণের মতে খোলা তালাকের ইদ্দত হ'ল এক ঋতুকাল। কিন্তু জমহূর বিদ্বানগণের মতে অন্যান্য তালাকের ন্যায় এতেও স্ত্রী তিন ঋতুকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।[২০] স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত ইদ্দত কালের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয নয়।[২১] ইদ্দতকালের মধ্যে উভয়ের সম্মতিতে পুনরায় বিবাহ হ'তে পারে।[২২] তেমনিভাবে ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ না করেও পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ- 'যে মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোন ক্ষতির আশংকা ছাড়াই তালাক প্রার্থনা করবে, সে মহিলা জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না'।[২৩]

তালাকে বায়েনঃ

'যে তালাক দ্বারা স্ত্রী চূড়ান্তভাবে পৃথক হয়ে যায়, তাকে তালাকে বায়েন বা বিচ্ছিন্নকারী তালাক বলে'। এটি চারটি অবস্থায় হ'তে পারে।-

১. সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। এই তালাকের কোন ইদ্দতকাল নেই। বরং তালাকের পরেই স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

২. মালের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক গ্রহণ করা। 'খোলা' তালাকের সময় স্বামী তখনই মালের বিনিময় পাবে, যখন সে পূর্বেই স্ত্রীর মহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে রাখবে। নচেৎ স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময়ের দাবী করা যাবে না।

৩. যখন তৃতীয় তালাক পূর্ণ হবে। যেমন প্রথমবার পবিত্র হওয়ার পরেই সহবাসহীন অবস্থায় এক তালাক দিল। ২য় বার একইভাবে তালাক দিল। তৃতীয় বার একইভাবে তালাক দিল। কিন্তু এবার আর ফেরৎ নিতে পারবে না। কেননা ঐ তালাক এবার 'বায়েন' তালাকে পরিণত হ'ল। এরপর তার পক্ষে আর পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাবার পথ নেই। যতক্ষণ না সে অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ করে ও স্বেচ্ছায় তালাক প্রাপ্তা হয়।

৪. স্বামীর কোন মারাত্মক ত্রুটির কারণে বা দীর্ঘ

১৬. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার '১ম সংস্করণ ১৪১৫ হিঃ, ১৯৯৫ইং' ৬/২৫৯ পৃঃ।*
১৭. *নায়লুল আওত্বার ৮/৪৫-৪৬।*
১৮. *নায়লুল আওত্বার ৮/৪৬-৪৭।*
১৯. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৬।*
২০. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৫,৯৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৩,৩২৭-২৮।
২১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৮৩-৮৪; কুরতুবী ৩/১৪৩-৪৫।*
২২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৪।*
২৩. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৭৯।*

কারাবাসের কারণে বা দীর্ঘদিন স্বামী নিখোঁজ হওয়ার কারণে আদালতের মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বাতিল করা। এটাকে 'ফিস্‌খে নিকাহ' বলে।

অসিদ্ধ তালাকঃ

১. ক্রোধান্ধ অবস্থার তালাকঃ ক্রোধান্ধ অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। সেকারণে দাম্পত্য জীবনের সিদ্ধান্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্রুদ্ধ অবস্থায় দিলে ইসলামী শরী'আত ঐ তালাককে অগ্রাহ্য করেছে।

২. পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার তালাকঃ এই অবস্থায় দেওয়া কোন তালাক গ্রাহ্য হবে না। এইরূপ এক ব্যক্তিকে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয নেশা করার শাস্তি স্বরূপ ৮০ বেত মেরেছিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরৎ দিয়েছিলেন।

৩. যবরদস্তি তালাকঃ স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা প্রতারণা করে তার নিকট থেকে তালাক আদায় করা নিষিদ্ধ।

বরং ঐসব স্ত্রীর জন্য 'খোলা' তালাকের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

৪. ঋতুকালে বা নেফাস অবস্থায় তালাক, সহবাসকৃত পবিত্র অবস্থায় তালাক, সহবাসহীন একই তোহরে একত্রিত বা পৃথক পৃথক ভাবে তিন তালাক প্রদান করা।

ক্রুদ্ধ, পাগল, বেহুঁশ, যবরদস্তি, অজ্ঞান, নাবালক বা নিদ্রাবস্থায় উচ্চারিত বা প্রদত্ত তালাককে তালাক গণ্য না করার দলীল সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) আল্লাহ বলেন, ...কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাকে যবরদস্তি করা হয়েছে। অথচ তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত রয়েছে' *(নাহল ১০৬)*। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিনটি ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগরিত হয় (খ) নাবালক শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় (গ) জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়'।[২৪] তিনি আরও বলেন, তালাক নেই ও দাসমুক্তি নেই 'ইগলাক্ব' অবস্থায়'।[২৫] আবুদাঊদ বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া)*। দুর্ভাগ্য এদেশে অধিকাংশ তালাক ক্রোধান্ধ অবস্থাতেই হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকটে যা গোনাহ ব্যতীত নয়।

উপরে বর্ণিত শেষোক্ত একত্রিত তিন তালাককে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোথাও শারঈ তালাক বলে গণ্য করা হয়নি। তথাপি একে পরবর্তীতে 'তালাক্বে বেদ'ঈ' বা বিদ'আতী তালাক নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এই তালাক দিলে ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে (و كان عاصيًا)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তালাক হয়ে যাবে বলা হয়েছে *(হেদায়া ২/৩৫৫)*।

উপসংহারঃ দরসে বর্ণিত ও সূরায়ে তালাকে বর্ণিত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ পাক সকল প্রকার তালাকের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[২৬] যেমন (১) সহবাসহীন স্ত্রীকে তালাক প্রদান। এই তালাকের কোন ইদ্দতকাল নেই (২) সহবাসকৃত স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক প্রদান। এই স্ত্রী স্বামীর উপরে হারাম হয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ও সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হয় (৩) খোলা তালাক, যা তিন তালাকের বাইরে এবং স্ত্রীর পক্ষ হ'তে স্বামীর নিকট থেকে মালের বিনিময়ে যে তালাক গ্রহণ করা হয় (৪) তালাকে রাজ'ঈ, যেখানে এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দতে পরেও স্বামী ফেরৎ নিতে পারে।

প্রত্যেক তালাকেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। সেইসব পদ্ধতির বাইরে তালাক দিলে তা বিদ'আত হবে, যা প্রত্যাখ্যাত। ঋতুকালে বা নেফাস অবস্থায় তালাক দেওয়া, এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া বা একই তুহরে পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া উপরে বর্ণিত চার প্রকার তালাকের বাইরে সম্পূর্ণ বিদ'আতী প্রথা। তালাক কোন খেলনার বস্তু নয় যে, একে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। তবুও যদি কেউ এরূপ করে বসে, তাহ'লে রাসূলের যামানায় তাকে এক তালাকে রাজ'ঈ গণ্য করা হ'ত। যাতে অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রী পুনরায় একত্রিত হ'তে পারে এবং সংশোধন ও সমঝোতার সুযোগ নিতে পারে।

কিন্তু ঐ বিদ'আতী তালাককে বায়েন তালাকের কঠোর সিদ্ধান্ত প্রদান করার ফলে মুসলিম পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির গাঢ় অমানিশা। আর তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য তাহলীল-এর যে পথ বাৎলানো হয়েছে, তা আরও অন্ধকার আরও নোংরা। ধর্মের নামে প্রকাশ্য ব্যভিচারের এই নোংরা প্রথা বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরামকে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যদি কখনো দেশে ইসলামী সরকার আসে, তখন তাদেরকে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌঁছতে হবে।

সবশেষে বলা চলে যে, বর্তমানে বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে এই বিদ'আতী তালাকই প্রায় সর্বত্র চালু রয়েছে। সুন্নাতী নিয়মে তালাকের খবরই অনেকে জানে না। **অতএব 'তাহলীল'- এর কুপ্রথা বন্ধ করতে চাইলে এই বিদ'আতী তালাকের কুপ্রথা আগে বন্ধ করতে হবে** এবং জনগণকে ইসলামী তালাকের সুষম বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। -আমীন!!

[একত্রিত তিন তালাক ও তাহলীল সম্পর্কে আলোচনা 'দরসে হাদীছে' দেখুন - সম্পাদক।]

---

২৪. ছহীহ আবু দাউদ হা/ ৩৭০৩।

২৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/১৯১৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৫; মিশকাত হা/৩২৮৫।

২৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ৫/২২৪-২৫।*

প্রচলিত হিল্লা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رواه ابو داود وابن ماجه والترمذى. وفى رواية عنه: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رواه الدارمى باسناد صحيح

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَارَسُوْلَ اللّهِ قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رواه ابن ماجه والبيهقى والحاكم باسناد حسن كما قاله الألبانى-

অনুবাদঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ লা'নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে'। তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন'...।[১] (২) উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন অবশ্যই হে রাসূলুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ হালালকারী ব্যক্তি। আল্লাহ লা'নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে'।[২]

'তাহলীল' অর্থঃ হালাল করা। প্রচলিত অর্থে একত্রিত তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় একজনকে স্বল্প সময়ের জন্য স্বামীত্বে বরণ করে সহবাস শেষে তালাক নিয়ে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করা। এদেশে এই ধরনের বিয়েকে 'হিল্লা' বিবাহ বলা হয়।

বুলূগুল মারামের ভাষ্যগ্রন্থ সুবুলুস সালাম-এর লেখক আল্লামা ছান'আনী বলেন, এ হাদীছ হ'ল তাহলীল হারাম হওয়ার দলীল। কেননা হারামকারীর উপরে ভিন্ন লা'নত করা হয় না। আর প্রত্যেক হারাম বস্তু নিষিদ্ধ। এখানে নিষিদ্ধতার দাবী হ'ল বিবাহ ভঙ্গ হওয়া। ...তাহলীল -এর অনেকগুলি পদ্ধতি লোকেরা বর্ণনা করেছেন। লা'নত -এর কারণে সকল পদ্ধতির তাহলীল বিবাহ বাতিল (ফাসিদ)'।[৩]

তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ছাহাবা, তাবেঈন ছাড়াও মুজতাহিদ ফক্বীহদের মধ্যে শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, সুফিয়ান ছওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ সবাই উক্ত হাদীছের উপরে আমল করে তাহলীলকে হারাম বলেছেন ও এর উপরেই তাঁদের ফৎওয়া রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাহলীলকে জায়েয রেখেছেন এবং মাননীয় 'হেদায়া' লেখক উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল এনেছেন। অতঃপর হেদায়া-র ভাষ্যকার আল্লামা যায়লা'ঈ যুক্তি দেখিয়েছেন যে,

لَمَّا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمُحَلِّلَ هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحَلِّ، فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً – 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে হালালকারী বলেছেন তখন এটাই 'তাহলীল'-এর বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার দলীল। কেননা হালালকারী ব্যক্তি পূর্ব স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব যদি তাহলীল-এর বিবাহ বাতিল হ'ত, তাহ'লে ঐ ব্যক্তিকে হালালকারী বলা হ'ত না'।[৪] তিরমিযীর ভাষ্যকার আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী আরফুশ শাযীতে বলেন, আমাদের নিকটে প্রসিদ্ধ কথা এই যে, তাহলীল-এর শর্তটি পাপযুক্ত হ'লেও বিবাহ সিদ্ধ হবে।... আমাদের কোন কোন কিতাবে রয়েছে যে, যদি শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত না করা হয়, তাহ'লেও একজন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার জন্য হালালকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে'। বরং কোন কোন হানাফী গ্রন্থে পরিষ্কার বলা আছে যে, উভয়ের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত থাকলেও তারা উভয়ে ছওয়াবের অধিকারী হবে (انه مأجور) তাদের মধ্যকার (পারিবারিক) 'ইছলাহ' বা সংশোধনের জন্য। বলতেকি এ প্রথাই এদেশে (উপমহাদেশে) চালু আছে এবং তারা এর মাধ্যমে নেকীর কাজ করছেন বলে মনে করে থাকেন'।[৫]

জবাবে বলা চলে যে, হাদীছে 'হালালকারী' কথাটি বলা হয়েছে হালালকারী ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী। যদিও এটি আল্লাহ্র নিকটে হারাম। যেমন মুশরিক ও বিদ'আতীরা নেকীর কাজ মনে করেই শিরক ও বিদ'আত সমূহ করে থাকে। যদিও সেগুলি আল্লাহ্র নিকটে হারাম।

---

১. ছহীহ নাসাঈ হা/৩১৯৮; ছহীহ তিরমিযী হা/৮৯৩-৯৪; দারেমী হা/২২৫৮; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭।
২. ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, হাকেম, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০; যাদুল মা'আদ ৫/১০০-০১।
৩. *সুবুলুস সালাম হা/৯৩৬, ৪/২৬৯।*
৪. *নাছবুর রা'য়াহ* (মাকতাবা ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯৩/১৯৭৩) *পৃঃ ২৪০।*
৫. *তুহফাতুল আহ্ওয়াযী শারহু তিরমিযী হা/১১২৯-এর ভাষ্য, ৪/২৬৪-৬৭; আরবী মিশকাত পৃঃ ২৮৪ টীকা-১৩।*

কেননা যে ব্যক্তি তাহলীল করে, সে স্রেফ এই নিয়তেই করে যে, এর মাধ্যমে ঐ মহিলাটিকে তার পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে যাবার পথ খুলে দেবে এবং তাকে তার জন্য আইনসিদ্ধ করে দেবে। মুখে বলুক বা না বলুক, শর্ত করুক বা না করুন, প্রচলিত তাহলীল বা হিল্লা বিবাহ মানেই হ'ল এটা। তাহলীল কখনোই স্থায়ী বিবাহ নয়। এটি স্রেফ অস্থায়ী ও সাময়িক বিবাহ। অতএব শরী'আতের দৃষ্টিতে একে বিবাহ বলা অন্যায়।

তাহলীল -এর হুকুমঃ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এটিকে سِفَاحٌ বা 'যেনা' বলে গণ্য করতাম'। তিনি বলেন, এরা দু'জনেই ব্যভিচারী। যদিও তারা ২০ বছর যাবত স্বামী-স্ত্রী নামে দিন যাপন করে'।[৬] ওমর ফারূক (রাঃ) বলতেন, 'হালালকারী ব্যক্তি বা যার জন্য হালাল করা হয়েছে, এমন কাউকে আনা হ'লে আমি তাকে স্রেফ 'রজম' করব'।[৭] অর্থাৎ ব্যভিচারীর শাস্তির ন্যায় বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে অতঃপর পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে শেষ করে দেব।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাহলীল-এর সময় মুখে শর্ত করুক বা না করুক, মদীনাবাসী বিদ্বানমণ্ডলী এবং আহলুল হাদীছ ও তাদের ফক্বীহদের নিকটে ঐ বিবাহ বাতিল। কেননা এই সাময়িক বাহ্যিক বিবাহ মিথ্যা ও ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ প্রেরিত শরী'আতে এটা সিদ্ধ নয় এবং এটা কোন কিছুকে সিদ্ধ করতে পারে না। কেননা এর ক্ষতিকারিতা কারো নিকটে গোপন নয়'।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র দ্বীন অতি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তা কখনোই হারাম পন্থায় কোন নারীকে হালাল করার অনুমতি দেয় না। যতক্ষণ না কোন পশু স্বভাবের পুরুষকে 'ভাড়াটে ষাঁড়' হিসাবে উক্ত কাজে ব্যবহার না করা হয়। তিনি বলেন, কিভাবে কোন হারাম বস্তু অন্যকে হালাল করতে পারে? কিভাবে কোন অপবিত্র বস্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে?

সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, 'এটাই সঠিক কথা এবং একথাই বলেন, ইমাম মালেক, আহমাদ, ছাওরী, আহলুয যাহের এবং অন্যান্য ফক্বীহগণ। যেমন হাসান বছরী, ইবরাহীম নাখঈ, ক্বাতাদাহ, লাইছ, ইবনুল মুবারক প্রমুখ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (রহঃ) বলেন, তাহলীল-এর সময় যদি শর্ত করে তাহ'লে বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা অন্যায় শর্তের জন্য বিবাহ বাতিল হ'তে পারে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে উক্ত বিবাহ বাতিল (ফাসিদ) হবে। কেননা এটি সাময়িক বিবাহ (যা শারঈ বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী)। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর মতে বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে পূর্ব স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না'।[৮]

মোট কথা কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।

অতঃপর যদি কখনো সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্ব স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকটে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত আসতে পারে। এব্যতীত অন্য কোন হীলা-বাহানা ও কৌশল করে 'তাহলীল' নামক নোংরা পন্থার আশ্রয় নিয়ে পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে আসার কোন সুযোগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) দেননি। যদিও উপমহাদেশে এই নোংরা প্রথাই চলছে ইসলামের নামে ও কুরআন-সুন্নাহ্র দোহাই দিয়ে। অথচ বাস্তবে এটি চালু হয়েছে উম্মতের একটি দলের মাযহাবী তাক্বলীদের দুঃখজনক পরিণতি হিসাবে।

মিশকাতের বাংলা অনুবাদক নূর মোহাম্মাদ আজমী উক্ত হাদীছের (নং ৪০৬২, ৬/৩২৩ পৃঃ) ব্যাখ্যায় বলেন, অপর হাদীছে হালালকারীকে ধারের ষাঁড় বলা হইয়াছে। কেহ কাহারো তিন তালাক দেওয়া নারী এ শর্তে বিবাহ করিল যে, সে সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে যাহাতে প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারে- এই ব্যক্তিকে 'মুহাল্লেল' বা হালালকারী বলে। ইমাম আবু হানিফার মতে এইরূপ বিবাহ জায়েজ, তবে মাকরূহ তাহরিমী। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ, মালেক (একমত অনুসারে শাফেয়ী) ও ইমাম আহমদের মতে এইরূপ বিবাহ ফাছেদ। প্রথম স্বামীর পক্ষে ঐ নারীর বিবাহ জায়েজ নহে। হাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হইয়া যদি কেহ প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছাড়িয়া দেয় তাহাতে সে পূণ্য লাভ করিবে। হাদীছ তার প্রতি প্রযোজ্য নহে'।

সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী 'তাহলীল' বা পাতানো বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দিবে। ইমাম আবু ইউসুফের (রহঃ) মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে এভাবে তাহলীল হয়ে যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ'। এরপরে তিনি (দরসে বর্ণিত) দু'টি হাদীছ এনে কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই আলোচনা শেষ করেছেন।[৯]

তাহলীল-এর কারণঃ

সাময়িক উত্তেজনার বশে অথবা অজ্ঞতা বশে স্বামী কখনো কখনো স্ত্রীকে তিন তালাক একত্রে দিয়ে বসে। ফলে তালাকের সংখ্যাগত সীমা শেষ হওয়ার কারণে তার অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর প্রেম, সন্তানের মায়া ও সংসারের শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একসময় মরিয়া হয়ে ওঠে। ওদিকে স্ত্রীর অবস্থা হয় আরো করুণ। চোখের পানি ছাড়া

৬. *ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, হাকেম, ইরওয়া হা/১৮৯৮, ৬/৩১১।*
৭. ইবনুল মুনযির, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৪।
৮. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৫-৩৬।*

তার আর কিছুই বলার থাকে না। নিজ হাতে সাজানো সংসারের মায়া তাকে পাগলিনী করে ফেলে। উভয়ের এই নাযুক মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা স্বামী-স্ত্রী পুনর্মিলনের জন্য যেকোন কাজ করতে রাযী হ'য়ে যায়। আর এসময়েই 'তাহলীল'-এর নোংরা পদ্ধতি পেশ করা হয় ধর্মের নামে। যা তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কবুল করে নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হ'লঃ এটা কি ধর্মের বিধান? **জবাবঃ** এটা কখনোই ইসলামের বিধান নয়। ইসলামে নিঃসন্দেহে সর্বকালের সুন্দরতম পদ্ধতি রয়েছে। যেটা তালাকের শারঈ পদ্ধতি হিসাবে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে তাকে কমপক্ষে তিন মাস ভাববার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ইদ্দতের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে একটা সমঝোতার পথ বেরিয়ে যায়। এছাড়াও উভয় পরিবারের বা পরিবারের বাইরের এক এক জন প্রতিনিধি নিয়ে সমঝোতা বৈঠক করার নির্দেশও সূরা নিসা ৩৫ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا– 'আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হবার আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিশ প্রেরণ কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা কামনা করে, তাহ'লে আল্লাহ তাদেরকে সহায়তা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছু অবহিত' *(নিসা ৩৫)*। বস্তুতঃ উভয় পক্ষের দূরদর্শী ও আল্লাহভীরু অভিভাবক গণ অথবা কোন শক্তিশালী নিরপেক্ষ সংস্থা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সংস্থার পক্ষে সরকার এই দায়িত্ব পালন করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها 'যদি তারা আপোষে ঝগড়া করে, তাহ'লে শাসনকর্তা অভিভাবক হবেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কোন অভিভাবক নেই'।[১০]

তালাকের উক্ত শারঈ পন্থা অবলম্বন করলে স্বামী-স্ত্রীকে এভাবে চোরাপথ তালাশ করতে হ'ত না। এক বা দুই তালাক দিয়ে রেখে দিলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে বা ইদ্দত চলে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে তারা পুনরায় মিলিত হ'তে পারত। বস্তুতঃ ইসলামের দেওয়া এই বিধানই কেবল যুক্তি সম্মত ও ভদ্রোচিত পন্থা। এক্ষণে প্রশ্ন হল, যদি কেউ শারঈ পন্থা বাদ দিয়ে বিদ'আতী পন্থায় এক মজলিসে তিন তালাক একত্রিতভাবে বা একই তুহরে তিন তালাক পৃথক পৃথক ভাবে দিয়ে দেয়, তা'হলে তার স্ত্রী চিরতরে তালাক হবে কি-না।

১০. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৮৩৫; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি; ইরওয়া হা/১৮৪০, ৬/২৪৩।

একত্রিত তিন তালাক

কুরআনী নীতি অনুযায়ী তিন তুহরে তিন তালাক না দিয়ে যদি কেউ অন্যায়ভাবে একই সাথে তিন তালাক দেয়, তবে সে তালাক বর্তাবে কি-না, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। **একদল বিদ্বান বলেন**, এর দ্বারা কিছুই বর্তাবে না। **২য় দল বলেন**, তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। **৩য় দল বলেন**, সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। **৪র্থ দল বলেন**, এক তালাক রাজ'ঈ হবে। নিম্নে চার দলের বক্তব্য সমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।-

১ম দলের দলীল সমূহঃ তাঁদের মূল দলীল (ক) সূরায়ে বাক্বারাহ ২২৮-২৯ ও সূরায়ে তালাক ১ম ও ২য় আয়াত। অতঃপর (খ) হাদীছের দলীল হ'ল-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، متفق عليه –

و فى رواية للبخارى: وَ حُسِبَتْ تَطْلِيْقَةً، و فى رواية لمسلم: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ –

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেন। তখন ওমর (রাঃ) উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলেন, আপনি আবদুল্লাহকে বলুন যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় ও ঘরে রাখে পরবর্তী তুহর পর্যন্ত। অতঃপর সে পুনরায় ঋতুবতী হবে ও ঋতুমুক্ত হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হ'ল ইদ্দত তালাক প্রাপ্তা নারীদের জন্য, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন' *(বুখারী ও মুসলিম)*। বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে 'ঋতুকালীন অবস্থার উক্ত তালাককে এক তালাক গণ্য করা হয়'। মুসলিম -এর অন্য

৯. তাফহীমুল কুরআন বঙ্গানুবাদ ১৭/২০৭-৮।

বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিলেন এবং 'তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করলেন না' এবং বললেন, যখন সে ঋতুমুক্ত হবে, তখন তাকে তালাক দাও অথবা রেখে দাও'।[১১]

অর্থাৎ ইবনু ওমর (রাঃ) ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন এবং তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করেননি' (*আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ*)। কেননা এটি নিয়ম বহির্ভূত ছিল। নিয়ম হ'ল স্ত্রীকে তার পবিত্রতার শুরুতে সহবাসহীন অবস্থায় তালাক প্রদান করা।[১২] অনুরূপভাবে সুন্নাতী তরীকার বাইরে একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে তাকে কিছুই গণ্য করা হবে না।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব রায় একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরে তার উক্ত রায় হ'তে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেন' (যেমন উপরে উল্লেখিত বুখারীর অপর বর্ণনায় ঋতু কালীন তালাককে এক তালাক গণ্য করার কথা এসেছে)।[১৩] তাছাড়া 'ছাহাবীর মরফূ রেওয়ায়াত তার নিজস্ব মতামতের বিপরীতে গ্রহণীয় হয়ে থাকে'।[১৪]

(গ) উহা বিদ'আত বলে গণ্য হবে, আর বিদ'আত সর্বদা প্রত্যাখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে বিষয়ে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৫] তাছাড়া وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম হ'ল ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[১৬]

যেহেতু একত্রিত তিন তালাক পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত বহির্ভূত, সেহেতু তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত।

মন্তব্যঃ 'কিছুই গণ্য করেননি' অর্থ বিচ্ছিন্নকারী তালাক গণ্য করেননি। বরং এক তালাকে রাজ'ঈ গণ্য করেছেন, যা বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে এবং যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, هذا قول مبتدع لايعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان، 'এটি সম্পূর্ণ নতুন কথা। ছাহাবা ও তাবেঈনের কারু নিকট থেকে এরূপ কথা শোনা যায়নি'।[১৭]

১১. *বুলূগুল মারাম হা/১০০৬।*
১২. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/২৯৬।*
১৩. *হাশিয়া মুহাল্লা ৯/৩৯৪।*
১৪. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/২৯৬।*
১৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।*
১৬. নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'ঈদায়েনের খুৎবা কিভাবে দিতে হবে' অনুচ্ছেদ।
১৭. *মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/৮২।*

২য় দলের দলীল সমূহঃ

এই দল বলেন, একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাকই পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে।[১৮]

তারা কুরআনী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেন এভাবে যে, কুরআনে উত্তম পন্থাটি বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ এটা নয় যে, এর বিপরীতটা করলে তালাক হবে না। কুরআনী নির্দেশের বিরোধী হ'লেও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থায় তালাক পতিত হবে। যেমন-

(১) সূরায়ে বাক্বারাহ ২৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 'যদি সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তার জন্য তা আর হালাল নয়, যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করে'।

অত্র আয়াতে একত্রিত তিন তালাক বা পৃথক পৃথক তিন তালাক, এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।[১৯] তাছাড়া ২২৯ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে, তারা যালেম'। কিন্তু সীমা অতিক্রম করাকে 'হারাম' বলা হয়নি।[২০] অতএব একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে তাই-ই বর্তাবে।

জবাবঃ (ক) বাক্বারাহ ২২৯-৩০ এবং সূরায়ে তালাক্ব ১-২ আয়াত ইদ্দত অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার স্পষ্ট দলীল (খ) তাছাড়া ছহীহ হাদীছ সমূহে পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার স্পষ্ট বিধান ও ব্যাখ্যা এসেছে (গ) সীমা লংঘন করাটাই নিষিদ্ধ হওয়ার বড় দলীল। যেমন অত্র বলা হয়েছে 'যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমা লংঘনকারী' (মুমিনূন ৬-৭)। এর অর্থ কি তাহ'লে অন্য মহিলার সঙ্গে যেনা করা হালাল হবে? (নাঊযুবিল্লাহ)। (ঘ) তালাক দিলেই যদি স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, তাহ'লে উক্ত আয়াতের অধীনে ঋতু অবস্থার তালাক, সহবাসকৃত পবিত্র অবস্থার তালাক গণ্য হবে কি? অনুরূপ ভাবে এক মজলিসে একত্রিত তিন তালাকও গণ্য হবে না।

(২) 'ওয়াইমির 'আজলানী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশের পূর্বেই স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেন।[২১] এক্ষণে যদি এক সাথে তিন তালাক দেওয়াটা গুনাহের কাজ হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উহা স্বীকার করে নিতেন না।

জবাবঃ এখানে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ ছিল এবং লে'আনের ঘটনা ছিল। নিয়ম হলঃ উভয়পক্ষে লে'আনের ফলে সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। পৃথক ভাবে তালাক দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

১৮. *হেদায়া ২/৩৫৫; শরহে বেকায়া ২/৬৩; মিরক্বাত ৬/২৯৩।*
১৯. *যাদুল মা'আদ ৫/২৩০।*
২০. *মিরক্বাত ৬/২৯৩।*
২১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩০৪ 'লি'আন' অনুচ্ছেদ।*

অতএব সাধারণ অবস্থার তালাকের সঙ্গে লে'আনকে তুলনা করা চলে না। এই সময় তিন তালাক বলাটা বাহুল্য কথা মাত্র। তাছাড়া বুখারীর বর্ণনায় এসেছে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের আগেই সে তিন তালাক দেয়'। অতএব এর কোন কার্যকারিতা নেই।

(৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রিফা'আহ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। অতঃপর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে। কিন্তু সেখানেও তালাক প্রাপ্তা হয়। তখন ঐ মহিলা তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহিত হ'তে পারবে কি-না, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করবে'।[২২]

জবাবঃ উক্ত হাদীছে এক মজলিসে তিন তালাকের কথা নেই। বরং সে তাকে স্বাভাবিক নিয়মে তিন তুহরে তিন তালাক দিয়েছিল বলেই বুঝতে হবে। কেননা রাসূলের যামানায় 'বায়েন তালাক' বলতে তিন তুহরে তিন তালাকই বুঝাতো।

(৪) আবু হাফ্ছ ইবনুল মুগীরাহ আল-মাখযূমী তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে ক্বায়েসকে তিন তালাক দিয়ে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ)-এর সাথে ইয়ামন চলে যান। তখন উক্ত স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন ইদ্দত পালনকালে তার খোরপোষ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই সময়ে তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে যদি তুমি গর্ভবতী হও' (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তুমি খোরপোষ পাবে)।[২৩]

জবাবঃ অত্র হাদীছে এক মজলিসে তিন তালাকের কোন কথা নেই। বরং অন্য বর্ণনায় 'আলবাত্তাতা' শব্দ এসেছে। যা দ্বারা বায়েন তালাক বুঝানো হয়। আর তিন তালাক বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য স্বামীর পক্ষ হ'তে কোন খোরপোষের দায়িত্ব নেই। (খ) মুসলিম-এর বর্ণনায় *(হা/১৪৮০)* পরিষ্কার এসেছে آخرَ ثلاث تطليقاتٍ 'শেষ তৃতীয় তালাক' বলে। অতএব এটি যে তিন মাসে তিন তালাক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই'।[২৪]

(৫) 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, আমার দাদা তার স্ত্রীকে একসঙ্গে ১০০০ তালাক দেন। তখন আমার আব্বা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাদা তালাক দেওয়ার সময় আল্লাহকে ভয় করেনি। তার অধিকারে মাত্র তিনটি। বাকী ৯৯৭ টি বাড়াবাড়ি ও যুলম হয়েছে। আল্লাহ চাইলে তাকে আযাব দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন'।[২৫]

জবাবঃ হাদীছটি যঈফ ও মওযূ।[২৬]

(৬) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দেন। অতঃপর বাকী দুই ঋতুর সময় বাকী দুই তালাক দিতে উদ্যত হন। এখবর রাসূল (ছাঃ) এর কানে গেলে তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ! এভাবে আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দেননি। নিশ্চয়ই তুমি নিয়মে ভুল করেছ (অর্থাৎ স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে)। .....তখন ইবনে ওমর বললেন, হে রাসূল (ছাঃ) যদি আমি তিন তালাক দিতাম, তা'হলে কি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। সে পৃথক হয়ে যেত এবং তোমার গোনাহ হ'ত' *(দারাকুৎনী)*।

জবাবঃ হাদীছটি 'মুনকার'। ছহীহ হাদীছ সমূহে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে।[২৭]

(৭) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতী পন্থায় তালাক দিবে, আমরা তার বিদ'আতকে তার উপর অপরিহার্য করে দেব'।

জবাবঃ হাদীছটি 'মুনকার'।[২৮]

(৮) ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে বলেন, লোকেরা তালাকের ব্যাপারে খুব জলদী করছে। অথচ সে কাজে তাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। এক্ষণে যদি কেউ এরূপ জলদী করে, তবে আমরা তার উপরে সেটা জারি করে দেব'।[২৯]

জবাবঃ এটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর ইজতেহাদ মাত্র। তা দ্বারা রাজ'ঈ তালাক-এর কুরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা যায় না। ওমর (রাঃ) এটি করেছিলেন লোকদের ভয় দেখাবার জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসাবে। কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য মোটেই হাছিল হয়নি বিধায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[৩০]

খুলাফায়ে রাশেদীনের ইজতিহাদ পর্যালোচনাঃ

অনুরূপভাবে আরও ইজতিহাদী ঘটনাসমূহ রয়েছে। যেমন মদ্য পানকারীকে তিনি ৮০ বেত মারেন। তার মাথা মুণ্ডন করেন ও দেশছাড়া করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্রেফ ৪০ বেত মেরেছিলেন।[৩১] আবুবকর (রাঃ) জনৈক পায়ুকামীকে এবং আলী (রাঃ) তাঁকে 'আল্লাহ্র অবতার' দাবীকারী এক দল যিন্দীক্বকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম গর্ভাবস্থা দেখেই যেনার শাস্তি এবং মদের গন্ধ পেয়েই মদ্যপানের শাস্তি দিয়েছিলেন- সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি।[৩২]

মদীনার বাজারে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় ওছমান গণী (রাঃ) জুম'আর খুৎবার সময় মূল আযানের পূর্বে 'যাওরা' বাজারে আরেকটি আযানের প্রচলন করলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪)*। এমনিভাবে খিলাফতে রাশিদাহ্র যুগে সময় ও

---

২২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৯৫।
২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৪।
২৪. যাদুল মা'আদ ৫/২৪০।
২৫. ত্বাবারাণী, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ।
২৬. সিলসিলা যাঈফা হা/১২১১।
২৭. মুহাল্লা ৯/৩৯২ টীকা; দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/২০৫৪, ৭/১১৯।
২৮. মুহাল্লা ৯/৩৯২ টীকা।
২৯. মুসলিম হা/১৪৭২।
৩০. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/২৭৬।
৩১. আওনুল মা'বূদ হা/২১৭১-এর ভাষ্য; ৬/২৪২।
৩২. আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১৯০।

প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনেক কিছু প্রশাসনিক নির্দেশ সাময়িকভাবে জারি করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে এলাহী বিধান চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

(৯) ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, যদি কেউ তালাক দেয় একথা বলে যে, আমার স্ত্রীর উপর আসমানের তারকারাজির সংখ্যায় তালাক দিলাম। তাঁরা বলেন, এর দ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক তিন তালাকই পতিত হবে। বাকী সব বেকার হবে। ক্বাযী শুরাইহ বলেন, যদি কেউ পৃথিবীর সকল নারীর স্বামী হয় ও এভাবে তালাক দেয়,তবে তার উপরে সকল স্ত্রীই হারাম হয়ে যাবে।[৩৩]

(১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য একটি আছারে বলা হয়েছে যে, একত্রিত তিন তালাক দানকারী স্বামীকে তিনি বলতেন, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করতে, তাহ'লে তোমার জন্য তিনি একটা পথ বের করে দিতেন। অর্থাৎ তিন তালাক একত্রে দেওয়ার ফলে এখন তোমার জন্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে।[৩৪]

জবাবঃ এমনিতরো বহু আছার মুওয়াত্ত্বা মালেক, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক দারাকুৎনী প্রভৃতিতে এসেছে। যার অধিকাংশ যঈফ, মুনকার, মওয ও কয়েকটা ছহীহ' কিন্তু এগুলি অগ্রহণযোগ্য। কারণ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেই এর বিরোধী বক্তব্য মওজূদ রয়েছে। যেখানে রাসূলের ও আবুবকরের যামানায় এবং ওমরের যামানায় প্রথম দুই বা তিন বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত বলে বলা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রায় পর্যালোচনাঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে ত্বাঊস প্রমুখাৎ আবুছ ছাহবা বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ আলোচনা শেষে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, একত্রিত তিন তালাক বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। এক- তিন তালাকই পতিত হবে। অধিকাংশ বর্ণনা এর পক্ষেই। দুই- একটি মাত্র তালাক পতিত হবে। যেমন ইকরিমার ছহীহ সূত্রে আবুদাঊদ বর্ণনা করেন, إذا قال انت طالقٌ ثلاثًا بفمٍ واحدٍ فهى واحدةٌ 'যখন স্বামী এক সাথে বলবে, 'তোমাকে তিন তালাক' তখন তা একটি বলে গণ্য হবে'। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। একারণে যে এর পক্ষে ত্বাঊস প্রমুখ হ'তে মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে মরফূ ও ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে'। আবুদাঊদ বলেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর প্রথম মত হ'তে শেষোক্ত মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।[৩৫]

যুক্তির দলীলঃ

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিধান মওজূদ থাকতে সেখানে কারু কোন রায় বা যুক্তি চলে না *(আহযাব ৩৬)*। তালাকের স্পষ্ট বিধান পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা, আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালের প্রথম দুই বা তিন বছর কুরআনী তালাকের বাস্তব প্রচলন থাকার পরেও একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার প্রথা চালু হয় মূলতঃ কিছু যুক্তির দোহাই পেড়ে। যা পূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আমরা কি যুক্তির অনুসরণ করব? না সুন্নাহ্র অনুসরণ করব?

ওমর ফারূক (রাঃ) নিজে হজ্জে তামাত্তুকে অপসন্দ করতেন। অথচ তাঁর বড় ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হজ্জে তামাত্তু করেন। ফলে লোকেদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন أفرسولُ اللّه صلى اللّه عليه و سلم أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ سنتُه ام سنةُ عُمَرَ؟ 'রাসূলের সুন্নাত অধিক অনুসরণ যোগ্য, না ওমরের সুন্নাত?[৩৬]

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, لو كان الدينُ بالرأى لكان أسفلُ الخُف أولىَ بالمسح من أعلاه- 'যদি দ্বীন মানুষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোযার উপরে মাসাহ করার চেয়ে তার নীচে মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত'।[৩৭]

ওমর ফারূক (রাঃ) নিঃসন্দেহে ভাল নিয়তে কাজ করেছিলেন ও তালাকের ব্যাপারে আইনী কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। শাসক হিসাবে এরূপ সাময়িক অধিকার ইসলামী আমীরদের রয়েছে। কিন্তু এটাতো মানতেই হবে যে, এলাহী বিধান চিরন্তন। তাই যত কঠোরতাই দেখানো হৌক না কেন, দুর্বল জীব মানুষ যেকোন সময় সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে এবং সেটাই হয়েছে। ফলে উক্ত কঠোরতার পরিণামে নিষ্কৃতির পথ না পেয়ে তাহলীল-এর ন্যায় নোংরা পথ বেছে নিতে মুসলিম স্বামী-স্ত্রী বাধ্য হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। অতএব আমাদের উচিত ছিল কুরআনী তালাক বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া। কিন্তু তা না গিয়ে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার কঠোর ও বিদ'আতী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। যেমন-

(১) পাকিস্তানের প্রধান মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীরে উক্ত আয়াতের সুন্দর আলোচনা শেষে 'একত্রে তিন তালাক' শিরোনামে বলেন,

---

৩৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৪/১৩ 'তালাক্ব' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ।
৩৪. ত্বাহাভী, মুহাল্লা ৯/৩৯৩।
৩৫. আলবাণী, ইরওয়াউল গালীল ৭/১২১-২২।
৩৬. মুসনাদে আহমাদ ২/৯৫।
৩৭. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৭।

'এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হ'লেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে কর হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসূল (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না। হুযূর (সাঃ)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাকই কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে'।[৩৮]

জবাবঃ অথচ আমরা দেখতে পাই যে, কুরআনে বর্ণিত প্রথম দু'টি তালাককে তালাক বলা হ'লেও তা বন্দুকের গুলীর মত ছিল না। কেননা তা ছিল রাজ'ঈ তালাক। যা দিলে স্ত্রীকে ফেরৎ পাওয়া যায়। অথচ বন্দুকের গুলীতে কারু রাজ'আত হয় না বরং মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হ'লেও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন- এমন কোন বিশুদ্ধ দলীল কোথাও নেই, ইতিপূর্বের আলোচনায় যা প্রমাণিত হয়েছে।

(২) পাকিস্তানের অন্যতম খ্যাতনামা আলেম মাওলানা মওদূদী স্বীয় তাফসীরে উক্ত বিষয়ের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, 'এর উপমা দেওয়া যায় যে, কোন এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেনঃ তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেনঃ যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোন টাকা পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয়, তাহ'লে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোন অর্থই হয়না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বের হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই'।[৩৯]

জবাবঃ দুর্ভাগ্য তিনি তিনটি তালাককে তিনশত টাকার সাথে তুলনা করেছেন। টাকা যদি হারিয়ে যায় বা কেউ চুরি বা ছিনতাই করে নেয়, বা কাউকে হাদিয়া দেওয়া হয়, তাহ'লে কি টাকার উপরে কোন মালিকানা থাকে? এছাড়া টাকা একটি বস্তু মাত্র, যা ফেলে দিলে চুকে গেল। কিন্তু তালাক কি তাই? তালাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি আছে, যা না মানলে তালাক হিসাবে গণ্য হয় না। এর সঙ্গে দু'টি জীবন, সংসার ও সন্তান পালনের দায়বদ্ধতা জড়িত আছে। একে ফেলনা মনে করার কোন কারণ নেই। আর সেকারণেই রাসূল (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কেতাব নিয়ে খেলা হচ্ছে? আমরা কি তাই করছি না? রাসূলের এই ক্রোধকে সোজা অর্থে গ্রহণ না করে আমরা বাঁকা অর্থে গ্রহণ করেছি এবং তাঁর ক্রোধের কারণ একত্রিত তিন তালাককে আমরা তিন তালাক গণ্য করেছি। কাল ক্বিয়ামতের মাঠে রাসূল (ছাঃ) যদি ক্রুদ্ধ হয়ে শাফা'আত না করেন, তখন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম কি জওয়াবদিহী করবেন, ভেবে দেখেছেন কি?

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদী স্বীয় তাফহীমুল কুরআনে সূরায়ে বাক্বারাহ্র উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন[৪০] এবং একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ৩টি হাদীছ ও অন্যূন ১১ টি আছার পেশ করেছেন। পেশকৃত হাদীছ সমূহের মধ্যে প্রথম তিনটিই যঈফ ও মুনকার। এরপর ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি বা 'আছার' গুলির প্রায় সবই মুছান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, মুওয়াত্ত্বা, দারাকুৎনী, আবুদাঊদ, ত্বাহাভী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে (ক) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে চারটি আছার-এর তিনটি ছহীহ ও একটি যঈফ (খ) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে দু'টি আছার-এর একটি যঈফ ও একটি ছহীহ (গ) হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ) থেকে দু'টি আছার-এর একটি যঈফ ও একটি মওযূ বা জাল। বাকী গুলির অবস্থাও অনুরূপ। যে সমস্ত আছার ছহীহ সূত্রে বর্ণিত সেগুলি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত মরফূ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। মাওলানা মওদূদী ওমর (রাঃ)-এর যুগের কথিত ইজমা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর ও

---

৩৮. *বঙ্গানুবাদ তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৪১৩ হিঃ, পৃঃ ১২৮।*

৩৯. *তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদঃ মাওলানা মুজাম্মিল হক (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭), ১৭/২১০ পৃঃ।*

৪০. *ঐ, বঙ্গানুবাদ.পৃঃ ১৯৯-২১০।*

আবুবকর (রাঃ)-এর যুগের প্রচলিত সুন্নাহকে অগ্রহণযোগ্য বলতে চেয়েছেন।[৪১] যা নিতান্তই অযৌক্তিক।

পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ও বুখারী-মুসলিম সংকলিত ছহীহ মরফূ হাদীছগুলি, যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ), আবু বকর ও ওমরের যুগের প্রথম দুই বা তিন বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত'। তার পক্ষে মাওলানা কোন কথা বলেননি। তিনি বিদ'আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি পেশ করলেও কুরআন ও সুন্নাতে নববীর পক্ষে যুক্তি পেশ করেননি।

(৩) মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী বলেন, মাহমূদ বিন লবীদের হাদীছ (১৮ নং) হইতে বুঝা যায় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বিদ'আত ও হারাম। তাবেয়ীনদের মধ্যে হজরত তাউছ ও ইকরেমা বলেন, যেহেতু ইহা ছুন্নাতের বিপরীত অতএব ইহাকে ছুন্নত অনুসারে এক তালাকই (রজয়ী) গণ্য করিতে হইবে। ছাহাবীদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর ও ওমরের খেলাফতের দুই বছর কাল (একসাথে) তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতঃপর হজরত ওমর বলিলেন,.... সুতরাং এখন হইতে আমাদের ইহাকে (তিন তালাক রূপে) কার্যকরী করিয়া দেওয়াই উচিত'। রাবী বলেন, 'অতঃপর তিনি উহাকে কার্যকরী করিয়াছিলেন।

কিন্তু জম্হুরে ছাহাবা, তাবেয়ীণ ও ইমামগণ সকলেই বলেনঃ একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদাআত ও গোনাহ্র কাজ, তবে ইহাতে তিন তালাকই হইয়া যাইবে'।... মোটকথা, এ আলোচনা দ্বারা... দেখা গেল যে, ইহার উপর মুজতাহিদ ছাহাবীগণের ইজমা হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী ইমামগণও ইহার উপর একমত হইয়াছেন।[৪২]

(৪) বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা আজিজুল হক 'বিশেষ দ্রষ্টব্য'ঃ শিরোনামে বলেন,

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্তিত হওয়া ইহাই পূর্বাপর সকল ইমামগণের স্থির সিদ্ধান্ত।... বিশিষ্ট ইমামগণের পর উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মতামতও দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্বল ও সমর্থনহীন এবং অতি ক্ষুদ্র একটি লা-মজহাবী উপদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় আখেরী যামানার ধর্মীয় বিপর্যয়ের স্রোতে ঐ দুর্বল মতামতও ভাসিয়া আসিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সুলভ হওয়ায় তাহাও এক শ্রেণীর লোকের সহায়তা পুষ্ট হইয়া বহু মুখের চর্চার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে'।[৪৩]

তিনি বলেন, এক সঙ্গে তিন তালাক যদি শুধু এক তালাক গণ্য হইত, তবে এখানে হযরতের ঐরূপ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কোন কারণই ছিল না; এক তালাক দেওয়ার কোন ঘটনায় হযরত (ছাঃ) ঐরূপ রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কোথাও দেখা যায় না।... সুতরাং একত্রে তিন তালাক দেওয়া কোরআনের বিধানে প্রাপ্ত অধিকার অনাবশ্যক প্রয়োগ করাই সাব্যস্ত হয়, যাহা কোরআন নিয়া খেলা করারই নামান্তর। কিন্তু খেলা করতঃ কাহারও উপর আঘাত করিলে সেই আঘাতের পরিণাম প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রবর্তিত হয় এবং সেই জন্যই ঐরূপ খেলা রাগ ও অসন্তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে।[৪৪]

জবাবঃ আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের ক্রোধ থেকে বাঁচতে চাই।

(৫) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহাও তালাক। যেমন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে যে, তোকে তিন তালাক বা এইরূপ বলে 'তোকে তালাক' 'তোকে তালাক' 'তোকে তালাক', তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে'।[৪৫]

(৬) মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন, স্বামী স্ত্রীকে এক সঙ্গে কিংবা সুন্নতী নিয়মে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার কোনো উপায় থাকে না। সে তার জন্যে হারাম হয়ে যায়, হারাম হয়ে যায়- বলতে হবে- চিরতরে, তবে শরীয়তে একটি মাত্র উপায়ই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তা হলোঃ 'সে স্ত্রীলোকটি অপর স্বামী বিয়ে করবে'। তারপর সেই দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তার পরে যদি তারা পুনর্মিলিত হ'তে চায় এবং আল্লাহ্র বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে, তাহলে তাদের দু'জনের পুনরায় বিবাহিত হতে কোনো দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ২৩০)*।

কিন্তু যদি রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এক সঙ্গে তিন তালাকই দিয়ে দেয়,... এরপর যে দুঃখ ও অনুতাপ জাগে স্বামীর অন্তরে, তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই থাকে না তার হাতে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, তিন তালাক দেওয়ার পরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা বসবাস করতে থাকে। এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে জিনার অবস্থা, নিঃসন্দেহে তা' হারাম। তাই কোনো লোকেরই এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া উচিত নয়। এর পরিণাম তালাকদাতা স্বামীকেই ভোগ করতে হয়। আর সে পরিণাম অত্যন্ত দুঃখময়, নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক।[৪৬]

মন্তব্যঃ সকলের একই দলীয় সূর। অহি-র বিধানকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার অপচেষ্টা মাত্র। অথচ ঈমানের দাবী হ'লঃ অহি-র বিধানের পক্ষে যুক্তি পেশ করা, বিপক্ষে নয়।

---

৪১. *তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদঃ মাওলানা মুজাম্মিল হক (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭), পৃঃ ২০৩-৪।*
৪২. *বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৭) ৬/৩১৯-২০।*
৪৩. *বঙ্গানুবাদঃ বোখারী শরীফ (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৭) ৬/১৬৭।*
৪৪. *প্রাগুক্ত ৬/১৬৭-৬৮।*
৪৫. *বঙ্গানুবাদ বেহেশ্তী জেওর, অনুবাদঃ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৯ম মুদ্রণ ১৯৯০) দ্বিতীয় ভলিউম, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩২।*
৪৬. *পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩) পৃঃ ৫৯৭, ৫৯৬।*

অহেতুক বিতর্ক নয়, কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি অটুট আনুগত্যের মধ্যেই ইহকালীন মঙ্গল পরকালীন মুক্তি নিহিত।

চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ পর্যালোচনাঃ

এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার বিষয়টি অনুসরণীয় চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টিতে আমরা নিশ্চিন্ত নই। কেননা পরবর্তীকালে এমন বহু কিছু তাদের মাযহাব হিসাবে চালু হয়েছে, যে বিষয়ে তাঁদের থেকে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্র নেই। কেননা চার ইমামের মধ্যে শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফেক্হী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এক্ষণে তাঁদের মাযহাব বলে গৃহীত মাসআলা সমূহের সংকলন হিসাবে যে সকল বিরাট বিরাট ফিক্হগ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, সেগুলিতে সংকলিত অধিকাংশ মাসআলা কিংবা সবগুলোই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানগণের রচিত। আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবুল হাসান ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, 'এই মাসআলাগুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা হারাম'। এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপরে মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র'। আল্লামা তাফ্তাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।[৪৭]

৩য় দলের দলীল সমূহঃ

এই দল বলেন, সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। তাঁদের দলীল নিম্নরূপঃ

(১) আবুদাঊদ বর্ণিত আবুছ ছাহবা প্রমুখাৎ ইবনু আব্বাসের হাদীছ, যেখানে বলা হয়েছে-

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَبِى بَكْرٍ وَ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ: أَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ –

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিত, লোকেরা তাকে এক তালাক গণ্য করত। এই নিয়ম জারি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এবং আবুবকর (রাঃ)-এর যামানায় ও ওমর (রাঃ)-এর যামানার প্রথম দিকে। অতঃপর যখন ওমর উক্ত ব্যাপারে লোকদের ব্যস্ততা দেখতে পান, তখন বলেন, একত্রিত তিন তালাককে ওদের উপরে জারি করে দাও'।[৪৮]

মন্তব্যঃ উক্ত হাদীছে একটি কথা বর্ধিতভাবে এসেছে, قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا অর্থাৎ ঐ স্ত্রী যার সাথে স্বামী এখনও সহবাস করেনি'। আলবানী বলেন যে, এই অংশটি 'মুনকার' এবং ছহীহ মুসলিম-এর রেওয়ায়াতের বিপরীত। অতএব এর অর্থ হ'ল এই যে, সহবাসকৃত হউক বা না হউক সকল বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে সে যুগে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত।[৪৯]

(২) ওমর (রাঃ) কর্তৃক তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্তটি সহবাসকৃত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আবুছ ছাহবা প্রমুখাৎ ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি সহবাসহীন নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবেই উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব এবং এটাই ক্বিয়াসের অনুকূলে।

মন্তব্যঃ ইবনু আব্বাস বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছের উক্ত অংশটি 'মুনকার'। যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তটি ইজতেহাদী। যা কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত শারঈ তালাক বিধানকে বাতিল করতে পারে না। অতএব এই দলের বক্তব্য দলীল সম্মত নয়।

৪র্থ দলের দলীল সমূহঃ

এই দল বলেন যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হবে। ইদ্দতকালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে এবং ইদ্দত শেষ হ'লে নূতন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে।

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِى أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، رواه مسلم

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, লোকেরা এমন এক বিষয়ে দ্রুততা দেখাচ্ছে, যে বিষয়ে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা যদি এটা তাদের উপরে জারি করে

৪৭. *আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১৭২।*

৪৮. *আবুদাঊদ হা/২১৯৯।*

৪৯. *সিলসিলা যাঈফাহ হা/১১৩৩; ইরওয়া ৭/১২২।*

দিতাম ! অতঃপর তিনি এটা তাদের উপরে জারি করে দিলেন।[৫০]

এ হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হ'ত রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকেই। উক্ত সরল বিধান-এর অপব্যবহার দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) কঠোরতা অবলম্বন করার মনস্থ করেন ও সে মতে আইন জারি করেন। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি সাময়িক ভাবে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি এর দ্বারা আল্লাহ্র বিধানকে পরিবর্তন করেননি। বরং তালাক-এর বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

২য়তঃ এটিকে ইজমা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কেননা কুরআনী নির্দেশ ও সুন্নাতের স্পষ্ট প্রমাণাদি ও ছাহাবীদের সম্মিলিত আমল মওজুদ থাকতে তার বিরুদ্ধে ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দাবী করলেও তা গ্রাহ্য হবে না।

(২) আবুছ ছাহবা একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَ ثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ، 'আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে তিন বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত? তিনি বললেন, হাঁ।[৫১]

(৩) মাহমূদ বিন লাবীদ বর্ণিত হাদীছ,

قال: أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تَطْلِيقاتٍ جميعًا، فقامَ غَضْبَانَ ثم قال: أَ يُلْعَبُ بكتابِ اللهِ عز و جل وأنا بين أظْهُرِكم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ ألاَ أَقْتُلُهُ؟ رواه النسائي –

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেওয়া হ'ল, যে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে খেলা করা হবে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে আছি। একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! আমি কি ওকে কতল করে দেব না'?[৫২]

৫০. মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯।
৫১. মুসলিম হা/১৪৭৩।
৫২. নাসাঈ হা/৩৪৩০; মিশকাত হা/৩২৯২।

কনিষ্ঠ ছাহাবী মাহমূদ বিন লাবীদ-এর উক্ত রেওয়ায়াতকে অনেকে 'মুরসাল' বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, মাখরামাহ তার পিতা হ'তে শোনেন নি। তবে তিনি তার পিতার লিখিত কিতাব হ'তে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মুঈনও অনুরূপ কথা বলেছেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম স্বীয় ছহীহ-তে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতএব অত্র হাদীছ 'মুরসাল' নয়; বরং 'মুত্তাছিল'। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী স্বীয় 'বুলূগুল মারামে' অত্র হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত'।[৫৩]

এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তালাকের শব্দ সংখ্যা ও পদ্ধতি নিয়ে খেলা করেছে। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করেছে। কেননা রাজ'ঈ তালাক হিসাবে এক বা দুই তালাক দেওয়াই হল আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান। অথচ সে তা বাদ দিয়ে উক্ত বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করেছে।

(৪) কুরআনী আয়াত اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ। 'তালাক দু'বার' কথাটিই একত্রিত তিন তালাকের সরাসরি বিরোধী। কেননা এর অর্থ একটির পরে একটি। শুধু মৌখিক শব্দে নয়; বরং পদ্ধতি ও প্রকৃতিতে। কেননা 'মার্রাতা-ন' অর্থ দু'বার। দু'বার অর্থ একবারের পরে দ্বিতীয় বার। অর্থাৎ সহবাসহীন পবিত্র অবস্থার শুরুতে প্রথম তালাক দিবে। অতঃপর একই ভাবে দ্বিতীয়বার পবিত্র হওয়ার শুরুতে দ্বিতীয় তালাক দিবে। এ দুই তালাক রাজ'ঈ হবে। অর্থাৎ ইদ্দত কালের মধ্যে তাকে বিনা বিবাহে এবং ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে পারবে। আয়াতের নির্গলিতার্থ এটাই। এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, একত্রে দুই তালাক বললেই দুই তালাক হয়ে গেল। যেমন কুরআনে অন্যত্র এসেছে ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ 'অতঃপর তুমি তোমার দৃষ্টিকে ফিরাও দ্বিতীয়বার'...*(মুল্ক ৪)*। এর অর্থ প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার। অমনিভাবে হাদীছে এসেছে, اَلْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا 'যখন কোন মহিলা তার উপরে ফরযকৃত পাঁচ ছালাত আদায় করবে'...।[৫৪] এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ বার সুন্নাতী তরীকায় ছালাত আদায় করা। ছালাত ছালাত ছালাত পাঁচবার একত্রে বলা হয়।

(৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ: إِنِّيْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا

৫৩. মুহাল্লা ৯/৩৮৮ টীকা, মাসআলা ১৯৪৫; যাদুল মা'আদ ৫/২২০-২১।
৫৪. মিশকাত হা/৩২৫৪।

رَسُوْلَ اللّه، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا، و تَلاَ: يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الآية ، رواه أبوداؤد – ح/٢١٩٦، صحيح ح/١٩٢٢

وَ فى لَفْظ لأَحْمَدَ ح/٢٣٨٧: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِد ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شديدًا، قال فسأله رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قال: طلقتُها ثلاثًا فقال: فى مَجْلِسٍ وَاحِد؟ قال: نعم، قال: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، قال: فراجَعَهَا-

'আব্দু ইয়াযীদ আবু রুকানা তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন। এতে তিনি দারুনভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি। ওটা এক তালাক হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাক্ব-এর ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান।[৫৫] আবু ইয়ালা একে ছহীহ বলেছেন।

শাওকানী বলেন, রুকানার এ হাদীছকে অনেকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের কারণে। কিন্তু অনুরূপ সনদে তারাই আবার বিভিন্ন আহকাম বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন।[৫৬] তবে অত্র হাদীছ সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবুদাঊদ স্বীয় সুনানে[৫৭] এবং আব্দুর রাযযাক স্বীয় মুছান্নাফে ইবনু জুরাইজের সূত্রে জনৈক বনী রাফে' হ'তে, অতঃপর ইকরিমা অতঃপর ইবনু আব্বাস হ'তে। এই হাদীছকে ইবনু হাজার ফাৎহুল বারীর মধ্যে 'ছহীহ' বলেছেন আবু ইয়ালা হ'তে। আহমাদ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের সূত্রে এবং মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিশ্বস্ত'।[৫৮]

উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদ অন্য সূত্রে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। যেখানে (البتة) 'আলবাত্তাতা' শব্দ এসেছে *(হা/২২০৮)*। যার অর্থ 'নিশ্চিত তালাক'। রাসূল (ছাঃ) তাকে কসম করতে বলেন, তখন তিনি বলেন যে, আমি এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে তার স্ত্রী ফেরৎ নিতে বলেন। **এক্ষণে প্রশ্নঃ** যদি ঐ ব্যক্তি একত্রিত তিন তালাক বায়েন দেওয়ার নিয়ত করত, তাহ'লে তাই-ই পতিত হ'ত।

৫৫. আবুদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনূল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯।
৫৬. নায়লুল আওত্বার ৮/২১।
৫৭. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৯২২।
৫৮. হাশিয়া মুহাল্লা ৯/৩৯১।

জবাবঃ হাদীছটি 'মুযত্বারাব'। ইমাম আহমাদ বলেন, এর সকল সূত্রই যঈফ। ইমাম বুখারীও একে 'যঈফ' বলেছেন।[৫৯]

পর্যালোচনাঃ

১ম দলের বক্তব্য পরিষ্কার। তাঁরা কুরআনী আয়াতসমূহ ও হাদীছসমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং বিদ'আতী তালাককে বাতিল গণ্য করেছেন। ২য় দলের বক্তব্যে তাবীলের আশ্রয় স্পষ্ট। এখানে স্ব স্ব রায়-এর পক্ষে দলীলকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ওমর (রাঃ)-এর ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে জারি করা কঠোর প্রশাসনিক নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ৩য় দলের বক্তব্য রেওয়ায়াত ও দিরায়াত-এর বিরোধী। ৪র্থ দলের বক্তব্য কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

মিসর ও সিরিয়াতে শেষোক্ত দলের বক্তব্য সরকারী আইন হিসাবে স্বীকৃত। যেমন সিরীয় আইনের ৯১ ধারায় বলা হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তিনটি তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। ৯২ ধারায় বলা হয়েছে যে, শাব্দিকভাবে হৌক বা ইঙ্গিতে হৌক কয়েকটি তালাক একত্রে মিলিতভাবে দিলে তদ্বারা একটির বেশী পতিত হবে না।[৬০]

১৯৬১ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তিত মুসলিম পারিবারিক আইনেও এর স্বীকৃতি মেলে। বাংলাদেশেও উক্ত আইন সরকারীভাবে চালু আছে। যেমন বলা হয়েছে, '১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশে তালাক আল-আহসান বা তালাক আল-হাসানের সহিত তালাক আল-বিদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কারণ এই অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী তালাক যে প্রকারেই ঘোষণা করা হোক না কেন উহা সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হবে না। তালাক ঘোষণার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে যে দিন নোটিশ প্রদান করা হবে সেদিন হ'তে ৯০ দিন অতিবাহিত হবার পর তালাক বলবৎ হবে'।[৬১]

বিচারের নমুনাঃ মনে করুন ২য় দলের ছেলের সাথে ৪র্থ দলের মেয়ের বিবাহ হ'ল। কিন্তু দু'বছর পরেই স্বামী তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিল এবং স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। অল্পদিন পরেই উভয়ের মধ্যে অনুশোচনা জাগলো এবং পুনর্বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ২য় দলের ছেলের পিতা তাহলীল-এর শর্ত আরোপ করেন। পক্ষান্তরে ৪র্থ দলের মেয়ের পিতা বিনা তাহলীলেই জামাইয়ের নিকটে মেয়েকে ফেরত দিতে চান। এমতাবস্থায় ইসলামী আদালতের বিচারক কি বিচার করবেন? কারণ ছেলে ও মেয়ের মাযহাব এক নয়। অথচ

৫৯. যাদুল মা'আদ ৫/২৪১; ইরওয়াউল গালীল হা/২০৬৩, ৭/১৩৯।
৬০. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ৩য় সংস্করণ ১৯৮৯) পৃঃ ৪০৭।
৬১. এস,বি, রহিম, মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স, ২য় সংস্করণ১৯৭৬, পৃঃ১৪৯।

দু'টি জীবন মিলেই একটি সংসার। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মাযহাবকে অক্ষুন্ন রাখতে গেলে সংসার জীবন বিপর্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় দেশের অধিকাংশ মুসলমান-এর মাযহাব অনুযায়ী গঠিত সংবিধান মোতাবেক যদি আদালত 'তাহলীল'-এর পক্ষে রায় দেন, তাহ'লে ৪র্থ দলের মেয়ের বাবা তাতে রাযী হবেন কি? অথবা আদালত দলমতের উর্ধ্বে উঠে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী তাহলীল ছাড়াই পুনর্বিবাহের নির্দেশ দিবেন। অধিকাংশের রায়-কে এড়িয়ে আদালত সে রিস্ক নিতে যাবেন কি-না, সেটাই বিচার্য বিষয়। দেশে ইসলামী বিধান জারি করতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলি বিষয়টি আগেই ফায়ছালা করুন।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলা চলে যে, তালাক দু'বার অর্থ কেবল মুখে বলা নয়; বরং সূরায়ে বাক্বারাহ ও সূরায়ে তালাক্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্যে তালাক দিতে হবে এবং ফিরে পাবার সকল সুযোগ খুলে রাখতে হবে। নইলে স্রেফ মুখে তালাক তালাক তালাক তিনবার বললে 'তালাকে বায়েন' হবে না। যেমন মুখে ছালাত ছালাত ছালাত পাঁচবার বললে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ফরয আদায় হয় না।

ইতিপূর্বে বর্ণিত বিদ্বানদের চারটি দলের মধ্যে প্রথম দল তালাকের সংখ্যাকে কোনই গুরুত্ব দেননি। এতে তালাকের সংখ্যাগত গুরুত্বকে লঘু করে দেখা হয়েছে। ২য় দল তালাক-এর সংখ্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে তালাকের নিয়ম-পদ্ধতিকে হালকা করে দেখা হয়েছে। ফলে তালাকের অন্তর্নিহিত সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে ও তালাকের কুরআনী পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। ৩য় দলের আলোচনা অগ্রহণযোগ্য। ৪র্থ দল সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে প্রচলিত তালাক বিধানের দিকে ফিরে গেছেন।

যেহেতু বিদ্বানগণ একত্রিত তিন তালাক-এর ব্যাপারে মতভেদ করেছেন ও কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়েছেন, সে কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং নিরপেক্ষতার দাবীও সেটাই। তাছাড়া তাতে পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ নিঃসন্দেহে বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً -

'যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই হবে উত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা' *(নিসা ৫৯)*। নইলে তিন তালাকের শব্দের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রীকে তাহলীলের মত নোংরা পথের দিকে ঠেলে দিতে হবে, যা কারু কাম্য নয়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। -আমীন!!

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন :৭৭ ৫৮ ০৫।

তাকবীরা-তুল ঈদায়েন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

[আত-তাহরীকের কুমিল্লার মুরাদনগর থানার কতিপয় পাঠক ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতঃ ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করলে তাদের উপর স্থানীয় পীর ছাহেবদের পক্ষ থেকে কঠিন প্রতিরোধ নেমে আসে। ফলে পাঠক ভাইদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি পুনরায় পত্রস্থ করা হ'ল। উল্লেখ্য যে, অত্র প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে 'তাকবীরের সমস্যা' শিরোনামে জানুয়ারী '৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। -সম্পাদক]

বারো তাকবীরঃ

ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা প্রথম রাক'আতে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট বারো। হাফেয ইবনু আবদিল বার্র বলেন, শক্তিশালী বা দুর্বল কোন সনদে এর বিপরীত কিছু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়নি এবং এর উপরেই প্রথম যুগের আমল প্রচলিত ছিল।[১] ১২ তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত আবুদাঊদ শরীফে ছহীহ ও হাসান সনদে ৪টি *(হাদীছ সংখ্যা ১১৪৯-৫২; ঐ ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০১৮-৩১)*, ইবনু মাজাহ শরীফে ৩টি (হা/১২৭৮-৮০) তিরমিযী শরীফে ১টি *(হা/৫৪২, ঐ, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২)* মোট ৮টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আমর বিন আওফ আল-মুযানী (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযী শরীফের হাদীছটি নিম্নরূপঃ[২]

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰه عليه وسلم كَبَّرَفِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْاُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ-

হাদীছটি উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حديث حسن وهو أحسن شيئ روى فى هذا الباب عن النبى (ص) وفى الباب عن عائشة وابن عمر وعبد اللّٰه بن عمرو

অর্থাৎ হাদীছটি 'হাসান' এবং এটিই অত্র বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত সর্বাপেক্ষা সুন্দর হাদীছ। অত্র বিষয়ে হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা রয়েছে'। তিনি বলেন যে, 'আমি ইমাম বুখারীকে অত্র বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ليس فى هذا الباب شيئ أصح من هذا وبه أقول অর্থাৎ 'এ বিষয়ে এই হাদীছের চাইতে ছহীহ কোন হাদীছ নেই এবং আমিও একথা বলি' *(বায়হাক্বী ৩/২৮৬)*। ইমাম আহমাদ ও আলী ইবনুল মাদীনীও হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন' *(তালখীছ-এর বরাতে তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, উক্ত হাদীছের টীকা দ্রষ্টব্য)*। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এর চাইতে বরং আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীছটি অধিকতর ছহীহ, যা আবুদাঊদে *(হা/১১৫১-৫২)* বর্ণিত হয়েছে *(তুহফা হা/৫৩৪-এর টীকা)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে আবুদাঊদে ছহীহ সূত্রে আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ জনৈক আলেম ও মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল (রহঃ) স্বীয় ছহীহ নামায শিক্ষা ২য় খণ্ডে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৩টি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত যথাক্রমে ২১টি ও ২২টি হাদীছ পেশ করেছেন। বরং সঠিক সংখ্যা তার চাইতে বেশী। বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফে ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, আহমাদ, বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী, দারাকুৎনী, হাকেম, দারেমী, মুসনাদে বাযযার, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, মুসনাদে আব্দুর রাযযাক, ত্বাহাভী, ইবনু 'আদী, ফিরিয়াবী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ সমূহে ১২ তাকবীরের পক্ষে বেশ কিছু 'ছহীহ' ও 'হাসান' এবং অনেকগুলি 'যঈফ' হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি 'শাওয়াহেদ' হিসাবে পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

১২ তাকবীরের উপরে চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ, মদীনাবাসী বিশেষ করে মদীনার শ্রেষ্ঠ সাতজন তাবেঈ ফক্বীহ, খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে শিহাব যুহরী, মাকহূল, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আওযাঈ সহ প্রায় সকল সালাফে ছালেহীনের আমল বর্ণিত হয়েছে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। দেওবন্দের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থে বলেন,

وإما ثنتا عشرة تكبيرة فجائز عندنا، عرف الشذى ص ٤١ অর্থাৎ 'বারো তাকবীর আমাদের নিকটে জায়েয আছে'।[৪]

ছয় তাকবীরঃ

ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে 'ছহীহ' বা 'যঈফ' সনদে কোন মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে কয়েকজন ছাহাবীর আমল বা 'আছার' বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে স্পষ্টভাবে ছয় তাকবীরের কথা নেই। যেমন (১) ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও হোযায়ফা (রাঃ)-এর আছার, যা আবুদাঊদে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে *(হা/১১৫৩; ঐ, ছহীহ-আলবানী হা/১০২২)*। উক্ত হাদীছে 'জানযার ন্যায় চার তাকবীর' বলা হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে যে, উক্ত চার তাকবীরের মধ্যে একটি হ'ল তাকবীরে

---

* প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১. ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রোঃ দারুল ফাৎহ, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।

২. তিরমিযী (দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭০; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত-আলবানী, হা/১৪৪১।

৩. আবুদাঊদ, 'ঈদায়নের তাকবীর' অধ্যায় হা/১১৪৯-৫০।

৪. মির'আত শরহে মিশকাত ২/৩৪০-৪১ পৃঃ।

তাহরীমা। বাকী তিনটি ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর। দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য অবশিষ্ট তিনটি তাকবীরের কোন উল্লেখ উক্ত হাদীছে নেই। ইমাম বায়হাক্বী বলেন যে, উক্ত হাদীছটি মরফূ নয় বরং মওকূফ এবং এ কথাই প্রসিদ্ধ যে, এটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিজস্ব 'রায়' মাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়'।[৫]

(২) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণিত আছার, যেখানে ৯ (নয়) তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই মর্মে যে, সেখানে প্রথম রাক'আতে পাঁচ-এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুকূ বাদে অতিরিক্ত তিন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার-এর মধ্যে তাকবীরে রুকূ বাদ দিলে অতিরিক্ত তিন। মোট তিনে তিনে ছয় হ'ল। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলি দিতে হবে। যদিও এসব কথার কোন দলীল নেই। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'একাধিক ছাহাবী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটি হ'ল কূফাবাসীদের আমল। সুফিয়ান ছওরীও অনুরূপ বলেন'।[৬] উক্ত আছারটিকে যহীর আহসান নীমবী স্বীয় 'আছারুস সুনান' কিতাবে 'ছহীহ' বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা এর সনদে আবু ইসহাক্ব সুবায়ঈ রয়েছেন, যিনি 'মুদাল্লিস' অর্থাৎ সূত্র গোপনকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে আলক্বামা ও আসওয়াদ হ'তে 'আন'আনা' সূত্রে বর্ণনা এসেছে। আছারটি মুসনাদে আব্দুর রাযযাকে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা 'যঈফ' (তুহফা)।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) থেকেও ৯ (নয়) তাকবীরের আমল বর্ণিত হয়েছে (তুহফা)। অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭,৯,১১,১২,১৩ তাকবীরের আমলও ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই। অতঃপর ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর আমল হিসাবে যে ছয় তাকবীরের কথা বলা হয়, তারও সনদ 'যঈফ'। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর আমলেও ছয় তাকবীর নেই, তা পরিষ্কার। আব্বাসী খলীফাগণ সকলেই ১২ তাকবীরের অনুসারী ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, ইবনু আব্বাসের নিয়মিত আমল ১২ তাকবীর ছিল *(বায়হাক্বী ৩/২৯১)*। তবে 'তিনি এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কিছুটা উদারতা দেখিয়ে থাকবেন'।[৮]

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর উক্ত (৫+৪) নয় তাকবীরের হাদীছটি বর্ণনা শেষে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هذا رأيٌ من جهة عبد الله رضى الله عنه والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع وبا لله التوفيق-

'এটা আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদের নিজস্ব রায়। অতএব মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারি আছে, তার অনুসরণ করাই উত্তম'।[৯]

(৪) ত্বাহাভী শারহু মা'আনিল আছারে 'জানাযার ন্যায় চার চার' বলে একটি মরফূ হাদীছ বর্ণনা শেষে সেটিকে 'হাসান' (حسن الإسناد) বলা হয়েছিল। কিন্তু মুহাদ্দেছীনের নিকটে তা 'যঈফ' বলে প্রমাণিত।[১০]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা চলে যে, ১২ তাকবীরের পক্ষে বেশ কিছু ছহীহ মরফূ হাদীছ যেমন রয়েছে, তেমনি বহু সংখ্যক যঈফ হাদীছ রয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈর আমল বর্ণিত হ'লেও তা স্পষ্ট নয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আচরিত ছহীহ মরফূ হাদীছের মোকাবিলায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ ১২ তাকবীরের পক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীন ও মদীনা বাসীর আমল বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য সহ অধিকাংশ বিদ্বানদের উক্তি ও আমল বর্ণিত হয়েছে। তার বিপরীতে ইবনু মাস'ঊদ, হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান (রাঃ) প্রমুখ কয়েকজন ছাহাবী ও কূফাবাসীদের ছয় তাকবীরের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) কর্তৃক নয় তাকবীরের অপর একটি বর্ণনায় প্রতি তাকবীরের মাঝে 'আল-হামদুল্লিলাহ' ও 'দরূদ' পড়তে বলা হয়েছে *(বায়হাক্বী ৩/২৯১-৯২)*, যা ছয় তাকবীরের উপরে আমলকারী কোন ব্যক্তি পাঠ করেন বলে জানা যায় না।

হাফেয আবুবকর আল-হাযেমী স্বীয় 'ই'তিবার' কিতাবে বলেন, 'যখন কোন বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল প্রমাণিত হবে ও অন্যটায় হবে না, সেক্ষেত্রে প্রথমটাই গ্রহণ করতে হবে' (তুহফা)। ১২ তাকবীরের পক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল প্রমাণিত রয়েছে *(মির'আত ২/৩৪০)*। সেকারণ নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষেত্রে সেটিই অগ্রাধিকার যোগ্য বলে প্রতীতি জন্মে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

[দুর্ভাগ্য এদেশের মুসলমানদের যে তারা স্ব স্ব দুনিয়াবী স্বার্থে যেমন বহু দলে বিভক্ত ও পরস্পরে মারমুখী। তেমনি ধর্মের নামে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়ে অন্যদের চাইতে আরও বেশী মারমুখী। এমনকি বছরের দু'টি প্রধান আনন্দ উৎসব ঈদের দিনেও এরা নিশ্চিন্তে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেও বাধা দেয়, যদি তাদের মাযহাব অনুযায়ী ৬টি তাকবীর থেকে আরও ৬টি তাকবীর বেশী বলা হয়ে যায়। বিভেদপন্থী কিছু মূর্খ মৌলবী ও পীরের সংকীর্ণচিত্ততা সমাজকে কোন কোন স্থানে চরমভাবে বিষিয়ে তোলে। এরাই নিজ স্বার্থে সাধারণ মুসলমানকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করতে বাধা দেয়। অথচ এর মধ্যেই নিহিত আছে মুসলিম উম্মাহর কাংখিত ঐক্য ও অগ্রগতি। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দিন- আমীন! -সম্পাদক]

৫. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৪ ও ২৫৬ পৃঃ, 'ঈদায়েন'-এর তাকবীর অধ্যায়।*
৬. *তিরমিযী, 'ঈদায়নের তাকবীর' অধ্যায়; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ (বোম্বেঃ ১৯৭৯) ২য় খণ্ড ১৭৩ পৃঃ।*
৭. *ত্বাহাভী ২/৪০১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১১-১২ পৃঃ।*
৮. *ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২ পৃঃ।*
৯. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।*
১০. *মির'আত শরহে মিশকাত ২/৩৪০ পৃঃ।*

ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ

*-ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান**

[২য় কিস্তি]

পরবর্তীকালে শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর শিক্ষকতার মসনদে আসীন তাঁর আদর্শের বাস্তব নমুনা ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইলমী মহীরুহ শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০) তাক্বলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন।-

১. **ওয়াজিবঃ** জাহেল ব্যক্তির জন্য। যে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন বিদ্বানের নিকট হ'তে প্রয়োজন মাফিক মাসআলা জেনে নিবে। তবে এই তাক্বলীদ হবে হাদীছের অনুকূলে হওয়ার শর্তসাপেক্ষে। যদি পরে দেখা যায় যে, ফৎওয়াটি ছিল হাদীছ বিরোধী, তবে তখনই সেটা পরিত্যাগ করে তার জন্য হাদীছের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য হবে।

২. **মুবাহঃ** কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করা এই নিয়তে যে, এই তাক্বলীদ কোন শারঈ বিষয় নয়। অন্য মাযহাবের হাদীছ সম্মত কোন মাসআলা ইনকার করবে না; বরং নিজেও কখনও কখনও তার উপরে আমল করবে।

৩. **হারামঃ** ওয়াজিব মনে করে কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে তাক্বলীদ করা।

৪. **শিরকঃ** অজ্ঞতার কারণে কোন একজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু পরে ছহীহ ও গায়র মানসূখ হাদীছ পাওয়া গেলেও তা প্রত্যাখ্যান না করা অথবা তাহরীফ ও তাবীল করে যেকোন ভাবেই হৌক হাদীছকে ঐ মুজতাহিদের কথার অনুকূলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনুসরণীয় বিদ্বানের কথাকে পরিত্যাগ না করা। মুক্বাল্লিদদের অধিকাংশই তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের অনুসারী।[১]

মুসলিম উম্মাহ এখন আর কেবল বিগত কোন মুজতাহিদের নির্দিষ্ট উছূলের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত নয়; বরং তারা এখন সরাসরি ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সমূহের অন্ধ তাক্বলীদ করছেন। ফলে একজন মুসলমান ধর্মীয় মতবাদে হানাফী, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী ও অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি হয়ে পড়েছেন। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও আয়েম্মায়ে দ্বীন সকলেরই শিক্ষা ছিল একটাই সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় ব্যক্তির তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া এবং সরাসরি সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ করা।[২]

মুক্তিপ্রাপ্ত দলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইহুদী ও খৃষ্টানরা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে। আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে এবং একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে পথে রয়েছি, এই পথে যারা থাকবে'।[৩] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই একমাত্র মুক্তি সম্ভব।

অন্যান্য সকল দল ও মাযহাব হ'তে আহলেহাদীছগণের পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরে হিজরী তৃতীয় শতকের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বাহ দীনাওয়ারী *(২১৩-২৭৬ হিঃ)* বলেন, 'যদি এ কথা বলা হয় যে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ আক্বীদা ও আমল সঠিক দাবী করে এবং অন্য দলকে বেঠিক ও ভ্রান্ত মনে করে থাকে, এমতাবস্থায় আহলেহাদীছ সম্পর্কে একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, তারাই মাত্র হক্ব-এর উপরে আছেন? তবে তার জওয়াবে একথা বলা হবে যে, সমস্ত দল বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হ'লেও একটি বিষয়ে তারা সকলে একমত যে, যে ব্যক্তি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে কুরআন ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে থাকবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আলোকপ্রাপ্ত হবে এবং তার জন্য হেদায়াতের রাস্তা খুলে যাবে। আর উক্ত বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছগণের জন্য কেউ অস্বীকার করবে না নিতান্ত হঠকারী কোন ব্যক্তি ছাড়া।[৪]

ইজতিহাদ আল্লাহ প্রদত্ত আর তাক্বলীদ অর্জিত বিষয়ঃ

আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করবেন। পৃথিবী কখনও এরূপভাবে শূন্য হবে না, যাতে সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী কেউ থাকবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে এরূপ একটি দল সর্বদা অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে, যারা রাসূল (ছাঃ) যে সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে[৫] এবং প্রত্যেক শতাব্দীর পুরোভাগে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে যে সকল আবরণ ও আবর্জনা স্তূপীকৃত হবে সেগুলি অপসারিত করার জন্য মুজাদ্দিদ প্রেরিত হ'তে থাকবে।[৬] এ সকল হাদীছ চিরকাল ইজতিহাদের বিদ্যমানতা, ইসলামের চিরঞ্জীবতা ও সর্বযুগীয় সমাধান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অবশ্য ক্বিয়ামতের প্রাক্কালের অবস্থা স্বতন্ত্র।[৭] চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বক্ষণে দুনিয়াবাসীর মধ্যে যখন আল্লাহ বলার মত তাওহীদবাদী লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না[৮] তখন মুজতাহিদ আলিম বিদ্যমান থাকার কথা ভাবাই অবান্তর। বাস্তব কথা এই যে, মানুষের জীবনে চিরকাল নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে, আর ইসলামের মূলনীতির আলোকে সেসবের সমাধানও চিরকাল দিয়ে যেতে হবে। নইলে

* *পোঃ বক্সঃ ২৬৩০, মানামা, বাহরায়েন।*

১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৬৭-৬৮।*
২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৭৩।*
৩. *ছহীহ তিরমিযী হা/৬১৬৭; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৪৮।*
৪. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ৫৩-৫৪।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় হা/১৯২০।*
৬. *আবুদাঊদ, 'কিতাবুল মালাহিম' ৪/১০৯ হা/৪২৯১।*
৭. *ছহীহ মুসলিম ৩/১৫২৫ পৃঃ, হা/১৯২৪।*
৮. *মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান' হা/২৩৪, মিশকাত 'ফিতান' অধ্যায় হা/৫৫১৬।*

মুসলমান বাতিলের অনুসারী হ'তে বাধ্য হবে- যা একেবারেই নিষিদ্ধ।[৯]

আহলেহাদীছগণের পরীক্ষণ পদ্ধতিঃ

মাননীয় প্রবন্ধকার বুঝাতে চেয়েছেন যে, আহলেহাদীছগণ ইজমা-ক্বিয়াস মানেন না। আসলে আহলেহাদীছগণ যেকোন মাসআলায় প্রথমে কুরআন, তারপর হাদীছ, অতঃপর ইজমায়ে ছাহাবা ও ক্বিয়াসে ছহীহাহ (ইজতিহাদ) মানেন। তাদের বক্তব্য হ'ল, ফিক্বহুল মাযহাব নয় বরং ফিক্বহুল হাদীছ। তাঁদের ইজতিহাদী জবাবগুলি কোন নির্দিষ্ট ফিক্বহী মাযহাবের কিতাবের সাথে কখনই মিলবে না। আর মাযহাবী ভাইদেরকে তাঁরা এদিকেই দা'ওয়াত দিয়ে থাকেন। আহলেহাদীছ মুজতাহিদগণ মুজতাহিদ ফিল মাযহাব না হয়ে মুজতাহিদ ফিল হাদীছ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মাযহাবী ভাইগণ মুজতাহিদ ফিল হাদীছ না হয়ে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব হয়ে থাকেন। শাহ্ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর মতে 'আহলে ফিক্বহের লোকদের উচিত হাদীছের ভান্ডারে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, যাতে করে তারা ছহীহ হাদীছের বিপরীত মত প্রদান থেকে বাঁচতে পারেন এবং যেসব বিষয়ে হাদীছ কিংবা আছার বর্তমান রয়েছে, সেসব বিষয়ে মত প্রদান থেকে মুক্ত থাকতে পারেন'।[১০]

মাননীয় প্রবন্ধকার 'তাকলীদ ও আহলেহাদীছ ফিতনা' শিরনামে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মাসআলায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছেন এবং সুকৌশলে সঠিক মাসআলা এড়িয়ে গেছেন। নিম্নে এর ধারাবাহিক জবাব বর্ণিত হ'ল।-

ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠঃ আলোচ্য মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে যেকোন অবস্থায়ই ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ ফরয। আহলেহাদীছগণের অভিমতও তাই। তাদের দলীলঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার ছালাতই হ'ল না'।[১১] ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অভিমত হ'ল, যেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ে সেরি ছালাতে পড়া। হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) *(হিদায়া, কিতাবুল আছার)*, শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলবী (রহঃ), আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী এবং রশীদ আহমাদ গাংগূহী (রহঃ) এই অভিমতকেই পসন্দ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া যরূরী নয়।

তাদের দলীলঃ সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াত অর্থাৎ 'যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাক এবং মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর'।

অতঃপর প্রবন্ধকার লিখেছেন, এমন কোন হাদীছ নেই যেখানে বলা হয়েছে 'যখন কুরআন পড়া হবে তখন তোমরা পড়'। মাননীয় লেখককে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, দৈনিক সতের রাক'আত ছালাত ফরয। এমন কোন হাদীছ আছে কি? যেখানে 'দিনের মধ্যে বিশ রাক'আত ফরয ছালাত পড়া যাবে না' বলা হয়েছে? এতে বরং একটা সুবিধা হবে যে, সব ওয়াক্তই চার রাক'আত করে পড়তে হবে। আমরা কিন্তু এভাবে পড়তে চাই না। আসলে দ্বীন অহিভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক নয়। তর্কের খাতিরে উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নিলেও এটা ইমাম যখন ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যেহরী ছালাতে। সেরি ছালাতে নয়। অর্থাৎ ইমাম যখন মনে মনে ক্বিরাআত পড়েন তখন কি করবেন? এখানে তো আপনাদের দাবী বাতিল রূপে পরিগণিত হবে। কারণ এখানে তো শোনা যায় না, চুপ থাকার প্রশ্ন কেন?

যদি উত্তরে বলা হয় হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, 'যার ইমাম আছে, তার ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত'।[১২] হাদীছটি ব্যাপক অর্থবোধক। আর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'সূরা ফাতেহা ছাড়া ছালাত হবে না' (বুখারী, মুসলিম) কে ব্যাপক অর্থবোধক বাণী থেকে খাছ করা হয়েছে। অতএব, যে কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। যেমন নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণীঃ 'আমার জন্য ভূমণ্ডলকে পবিত্র ও সাজদার স্থানে পরিণত করা হয়েছে'।[১৩] কিন্তু অপর হাদীছে আছে, 'কিন্তু কবরস্থান ছাড়া'।[১৪] তাহ'লে কবরস্থান সাজদার স্থান নয়। সেটি মাটি হওয়া সত্ত্বেও সাজদার স্থানের বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করা অংশটি 'মুক্তাদীর জন্য ইমামের ক্বিরাআতই যথেষ্ট হবে' এ থেকে বের হয়ে গেছে। আর এ হাদীছটিতে ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছু পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর 'জুযউল ক্বিরা'আত', ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)-এর 'কিতাবুল ক্বিরাআত', আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (রহঃ)-এর 'ইমামুল কালাম', আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-এর 'তাহক্বীকুল কালাম' দ্রষ্টব্য।

[চলবে]

---

৯. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৮৩-৮৫।*
১০. *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, বঙ্গানুবাদঃ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, অনুবাদঃ আবদুস শহীদ নাসিম (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশঃ অক্টোবর ১৯৯৭), পৃঃ ৬২।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ।*
১২. *ইবনু মাজাহ হা/৮৫০, দারাকুৎনী হা/১২২০; বায়হাক্বী ২/১৫৯-৬০ পৃঃ; হাদীছ যঈফ।*
১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৭৩৭ হাদীছ ছহীহ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

এক নযরে হজ্জ

*-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান**

(১) মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন (২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে 'রব্বানা আ-তিনা.....' পড়বেন (৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন (৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)*।

হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু.... ওয়াহদাহু' পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন। হজ্জ নিকটবর্তী না হ'লে এটিই উত্তম। অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা বরাবর চুল ছাঁটবেন (৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারী ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন (৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হবে এবং লাব্বায়েক... বলতে বলতে মিনার দিকে অগ্রসর হবে।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত প্রত্যেক ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থির ভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার দিকে যাত্রা শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত ক্বছর ও 'জমা তাক্বদীম' করে আদায় করবেন।

সূর্যাস্তের পর মুযদালেফার দিকে রওয়ানা দিবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। এ সময় মাগরিব তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ক্বছর ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর রাতে বিশ্রাম নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করে ফর্সা হ'লে মিনায় ফিরে আসবেন। মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে আসবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে প্রথমে 'জামরাতুল আক্বাবা'তে গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী থাকলে যবেহ করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটতে হবে।

(১১) অতঃপর হালাল হয়ে ইহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে আবার কা'বার দিকে রওয়ানা দিতে হবে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা' করার জন্য।

(১২) 'ত্বাওয়াফে ইফাযা' করে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীকে পরে ছাফা-মারওয়া সাঈ করতে হবে। আর হজ্জে ক্বিরান কিংবা ইফরাদ সম্পাদনকারী প্রথমে মক্কায় পৌঁছে 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা'র পর সাঈ করবেন না (১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে বিশ্রাম নিবেন ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কেবল কংকর নিক্ষেপ করবেন (১৪) ১১ তারিখে দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরাতে ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে (১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

* *গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়ায, সঊদী আরব ও সহকারী অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী* আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমে

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ড ফ্রেঞ্চ
ফ্রাঙ্ক, সুইস ক্রয়
বিক্রয় করা সার নগদ টাকায়
ক্রয় করা সহ এনডোর্সমেন্ট
করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

৭৫৯০২

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রাযযাক বি ইউসুফ*

(٤٢) عن ابن عباس مرفوعا: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ مَكَّةَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ-

(৪২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিন ও রাতে মক্কার মসজিদের অধিবাসীদের উপর ১২০টি রহমত অবতীর্ণ করেন। ৬০টি ত্বাওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি ছালাত আদায়কারীদের জন্য এবং ২০টি দর্শনার্থীদের জন্য। হাদীছটি যঈফ।[১]

(٤٣) عن ابن عباس مرفوعا: إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوْهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً وَالْمَاشِيْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا سَبْعَ مِائَةِ حَسَنَةٍ-

(৪৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যানবাহনে আরোহী হাজীর জন্য তার বাহনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ৭০টি করে নেকী রয়েছে এবং পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তির জন্য তার বাহনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ৭০০ নেকী রয়েছে। হাদীছটি যঈফ।[২]

(٤٤) عن أبى هريرة: الحج قَبْلَ التَّزَوُّجِ-

(৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'বিবাহের পূর্বে হজ্জ সম্পাদন করতে হবে'। হাদীছটি জাল।[৩]

(٤٥) عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قَالَ مَامِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلاَّ كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ-

(৪৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক সৎ ছেলে যদি তার পিতা-মাতার প্রতি সুদৃষ্টিতে একবার তাকায়, তাহ'লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক দৃষ্টিতে ক্ববুল হজ্জের নেকী দান করবেন। ছাহাবীগণ বললেন, যদি কেউ প্রতিদিন ১০০ বার সুদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে (তবুও কি এই নেকী প্রদান করা হবে)? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহ মহান ও পবিত্র'। হাদীছটি জাল।[৪]

(٤٦) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا-

(৪৬) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পৌঁছার পাথেয় ও বাহনের মালিক হয়েছে অথচ হজ্জ করেনি, সে ইহুদী কিংবা নাছারা হয়ে মৃত্যু বরণ করল, তাতে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না'। হাদীছটি যঈফ।[৫]

(٤٧) عن ابى هريرة مرفوعا: مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَّحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ-

(৪৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করার পূর্বে বিবাহ করবে, সে যেন পাপ শুরু করল'। হাদীছটি জাল।[৬]

(٤٨) عن جابر مرفوعا: اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ يَمِيْنُ اللّهِ فِى الْاَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ-

(৪৮) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হাজারে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহ্র ডান হাত। এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে মুছাফাহা করেন'। হাদীছটি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য।[৭]

(٤٩) عن ابن عمر مرفوعا: مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ-

(৪৯) ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার সাথে অসদাচরণ করল'। হাদীছটি জাল।[৮]

(٥٠) عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا: مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ-

(৫০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মরার পর আমার কবর যিয়ারত করবে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে আমাকে আমার জীবদ্দশায় দেখেছে'। হাদীছটি জাল।[৯]

(٥١) مَنْ زَارَنِىْ وَزَارَ أَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ عَامٍ وَّاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

(৫১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইবরাহীমকে একই বছরে যিয়ারত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। হাদীছটি জাল।[১০]

---

* সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ত্বাবারাণী, সিলসিলা যাঈফা হা/১৮৭।
২. ত্বাবারাণী, সিলসিলা যাঈফা হা/৪৯৬।
৩. সিলসিলা যাঈফা হা/২২১।
৪. বায়হাক্বী, আলবানী, মিশকাত হা/৪৯৪৪।
৫. তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/২৫২১।
৬. ইবনে আদী, সিলসিলা যাঈফা হা/২২২।
৭. ইবনে আদী, সিলসিলা যাঈফা হা/২২৩।
৮. ছান'আনী, সিলসিলা যাঈফা হা/৪৫।
৯. সিলসিলা যাঈফা হা/৪৭।
১০. সিলসিলা যাঈফা হা/৪৬।

মারইয়াম (আঃ)-এর সন্তান লাভঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি

*-আব্দুল গফুর**

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তাঁর এ কর্তৃত্বের কোন অংশীদার নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর খবর রাখেন। তার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলূক্বাত)। এই আশরাফুল মাখলূক্বাত জন্মগতভাবেই অর্থাৎ সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই সঙ্গপ্রিয়। মানুষের পক্ষে একাকী বসবাস করা সম্ভবপর নয়। মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী (Female partner) হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, এটা তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। ফলে মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না, বংশবৃদ্ধি ও বহুমুখী প্রয়োজনে শারঈ বিধান অনুযায়ী অথবা অবৈধ পন্থায় পরস্পর সঙ্গী হয়ে যায়। শুধুমাত্র মানুষ নয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও এই আকাঙ্খা কাজ করে। প্রতিটি জীবন্ত বস্তু তার পরবর্তী বংশধর (Next generation) টিকিয়ে রাখার জন্য বংশবৃদ্ধি করে। আর এর জন্য প্রয়োজন পরস্পর দুই বিপরীত লিঙ্গের (পুং ও স্ত্রী) মধ্যস্থতা। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম (আঃ)-এর গর্ভে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে প্রদান করেছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে। দুনিয়ার মানুষের কাছে এই ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলার অলৌকিকত্বের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। তার প্রেরিত গ্রন্থটিও নিঃসন্দেহে একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। আর কুমারী মারইয়ামের গর্ভে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মও তিনি কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, যেহেতু তিনি বিজ্ঞানময়। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হ'ল।-

আল্লাহপাক এরশাদ করেন,

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط إِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ-

'মারইয়াম বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি!' আল্লাহ বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়' *(আলে ইমরান ৪৭)*।

সূরা মারইয়ামে বলা হয়েছে, 'মারইয়াম বলল, কিরূপে আমার পুত্র সন্তান হবে, অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই? সে (ফেরেস্তা) বলল, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার' *(মারইয়াম ২০-২১)*।

মানব অস্তিত্বে কুমারীর গর্ভে সন্তান ধারণের ঘটনাটি অসাধারণ এবং ইহা বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা ব্যাখ্যা প্রদানও সম্ভব ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলছে সব বিষয়ে। কাজেই এদিকেও বিজ্ঞানীরা বসে নেই। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়েই অব্যাহত রেখেছেন। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আল-কুরআনের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে। ইতিমধ্যে অনেক কিছু উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। অনেক অমুসলিম বিজ্ঞানী গবেষণা করতে করতে মুসলমানও হয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হয়েছে। তাই আমরা পুরুষ সঙ্গী (Male partner) ছাড়াও সন্তান (Offspring) জন্মের রহস্য খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি। এটা অবশ্য আল্লাহ তা'আলার একটা বিশেষ রহমত যার দ্বারা আমরা জোরালো যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা দিতে পারছি।

আল্লাহপাক এই বিশ্বকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে তৈরি করেছেন। যেখানকার প্রতিটি উপাদান (জীব ও জড়) এই নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা যদি তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি জগতে পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত কোন জন্ম খুঁজি, তাহ'লে দেখতে পাই যে, Natural parthenogenesis বা প্রাকৃতিক কুমারী জন্ম।[১] এখানে Parthenogenesis শব্দটির সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এই শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ হ'তে উৎপত্তি হয়েছে। একটি Parthenos =Virgin, যার অর্থ হ'ল কুমারী; অপরটি genesis=origin অর্থাৎ উৎপত্তি বা জন্ম। অর্থাৎ Parthenogenesis অর্থ হ'ল কুমারী হ'তে জন্ম বা উৎপত্তি (Virgin birth)। সুতরাং পুরুষের শুক্রানু (Sperm) ছাড়াই স্ত্রীর ডিম্বানু (Ovum) হ'তে সন্তান (Offspring) উৎপত্তির প্রক্রিয়াকে Parthenogenesis বলে।[২] শুক্রানু ব্যতিরেকে শুধু মাত্র ডিম্বানু হ'তে সন্তান উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হ'লেও এটা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত।

আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে অস্বাভাবিক মনে হয়। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদ বিদ্যমান আছে, যাদের পুং ও স্ত্রী যৌনকোষ ব্যতিরেকেও ফল প্রদান করে। যেমন কলা, আঙ্গুর, আনারস ইত্যাদি। এসব ফলের সাধারণতঃ বীজ হয় না। কোন ক্ষেত্রে হ'লেও Sterile বা বন্ধ্যা হয়।

* *বি, এসসি, অনার্স (শেষ বর্ষ), উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

১. *Scientific Indication's in the Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, Second Edition: June, 1995). P. 98.*

২. *PETER H. RAVEN & GEORGE B. JOHANSON, BIOLOGY (Washington University, St. Louis, Missouri, TIMES MIRROR/MOBSY COLLEGE PUBLISHING -1986).*

সাধারণভাবে যেকোন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ডিম্বানু একটি নতুন জীবের সুপ্তাবস্থা ধারণ করে। যা পুরুষের শুক্রানুর সংস্পর্শে এসে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটি নতুন বংশধর বিকাশ লাভ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে বংশবৃদ্ধির এই পদ্ধতিটি হ'ল Sexual Reproduction বা যৌন প্রজনন। এই প্রক্রিয়া পুং গ্যামেট (শুক্রানু) ও স্ত্রী গ্যামেটের (ডিম্বানু) মিলনে অতি-আনুবীক্ষণীক ভ্রুনানু (Zygote) উৎপন্ন করে, যা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে একবার যৌন সঙ্গমে (Copulation) পুরুষের বীর্য স্খলিত হয় ৩-৫ মিলিলিটার। এতে ২০-৩০ কোটি শুক্রানু থাকে।[৩] সাধারণতঃ যার একটি শুক্রানু স্ত্রীর জরায়ুতে অবস্থানরত একটি ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়ে ভ্রুনানু (Zygote) উৎপন্ন করে। এখানে ২০-৩০ কোটি শুক্রানুর প্রতিটি জীবন্ত শুক্রানু স্ত্রী জরায়ুতে অপেক্ষমান ডিম্বানুটির সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু একটি মাত্র মিলিত হয়, যা মহান আল্লাহ্‌র একান্ত ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়।

কোন কোন সময় কিছু প্রাণীর ডিম্বানু কিছু সুনির্দিষ্ট অবস্থার ভিত্তিতে শুক্রানু দ্বারা নিষিক্ত হওয়া ছাড়াও একটি নতুন জীব develop করে। যাকে প্রাকৃতিক পার্থিনোজেনেসিস বলে। এই প্রক্রিয়া সাধারণতঃ কিছু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে দেখা যায়। বিশেষ করে Arthropods বা সন্ধিপদ যুক্ত প্রাণীতে। সুতরাং 'পার্থিনোজেনেসিস হ'ল যৌন প্রজননের একটি রূপান্তরিত অবস্থা (Modified form) যা শুক্রানু ব্যতীত ডিম্বানু বিকাশের মাধ্যমে ঘটে। ডিম্বানু বিকাশের এরূপ সুপ্তাবস্থা (Potentiality) পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির (Mechanism) মাধ্যমে মুক্ত (Release) করা যায়।[৪]

প্রত্যেকটি জীবন্ত জীবের (Living organism) ক্রোমোজম নাম্বার নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে জীব প্রেরণের সময় এই সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যার পরিবর্তন ঘটলে মৃত্যুই স্বাভাবিক পরিণতি। গ্যামেটোজেনেসিস বা যৌনকোষ (শুক্রানু ও ডিম্বানু) সৃষ্টির সময় এই ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক (n) হয়ে যায়। অর্থাৎ শুক্রানু ও ডিম্বানু হ'ল পুং ও স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ ক্রোমোজোম (2n) সংখ্যার অর্ধেক। পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের পর উভয়ের এই অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট যৌনকোষ একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ সেট (2n) ক্রোমোজোম বিশিষ্ট ভ্রুনানু (Zygote) গঠিত হয়, যা বিকাশ লাভের পর পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। যার ফলে প্রতিটি জীবে আদি ক্রোমোজম সংখ্যা সমান থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলি এত জটিল যে, বিধাতার নিপুণ হাত ছাড়া এগুলো বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চান। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৬)*।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষকে জননীর উদরে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণবিন্যাসে এমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, একজনের আকার-আকৃতির সাথে অন্যজনের কোনরূপ মিল নেই।

প্রকৃতিতে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে যে পার্থিনোজেনেসিস দেখা যায় তাতে ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক হয় না। অর্থাৎ শুক্রানুর মিলন না হয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে সন্তান বিকাশ লাভ করে। ইহা এক ধরনের Parthenogenesis। অন্য এক ধরনের Parthenogenesis হ'ল, এখানে কোষের হ্রাসকরণ বিভাজন হয়ে অর্ধেক ক্রোমোজম বিশিষ্ট যৌনকোষ (Sex cell) উৎপন্ন হয়, যা পুরুষের শুক্রানু দ্বারা নিষিক্ত হয় অথবা হয় না।

ডিম্বানু শুক্রানু দ্বারা নিষিক্ত না হ'লে পুরুষ প্রজাতি উৎপন্ন হয় এবং নিষিক্ত হ'লে স্ত্রী প্রজাতির প্রাণী উৎপন্ন হয়। এই ধরনের অদ্ভুত প্রজননের ঘটনা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। শুক্রানুর অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ অনিষিক্ত ডিম হ'তে পুরুষ প্রজাতির উৎপন্নের প্রক্রিয়াই Parthenogenesis। মৌমাছি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া পিপড়া, বোলতা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এসকল প্রাণীতে যৌন (Sexual) ও অযৌন (Asexual) প্রজনন একই সময়ে ঘটে।[৫]

জলজ Rotidera শ্রেণীর পোকামাকড় এবং মরুভূমির চাবুকের মত লেজবিশিষ্ট টিকটিকির পুরুষ প্রজাতি এখনও অজানা।, এসব প্রাণী পুরুষ ব্যতীত পার্থিনোজেনেটিকভাবে সন্তান উৎপন্ন করে।[৬]

এতক্ষণ আমরা প্রাকৃতিক পার্থিনোজেনেসিস সম্পর্কে জানলাম। নিম্নে কৃত্রিম সম্পর্কে কিছু জানব।-

বর্তমানে বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর কৃত্রিমভাবে পার্থিনোজেনেসিস প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা সফলতা অর্জন করেছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের হর্টিকালচার শাখায় এর ব্যবহার করা হয়। ১৯০০ সালের প্রথম দিকে জীববিজ্ঞানীরা প্রথম

৩. *GAZI AZMOL & GAZI ASMOT, ZOOLOGY (Gazi Publishers Banglabazar DHAKA-1100, APRIL-1995).*

৪. *Scientific Indication's in the Holy Quran, P. 99. Quoted from: Bealy, R.A. Parthenogenesis and poly-ploidy in Mammalion Dvelopment, (Cambridge University press, 1957).*

৫. *Scientific Indication's in the Holy Quran, P. 99. Quoted from: Storer T.I., Usinger, R.L, Stebins, R.C and Nybakken, J.W., General Zoology, (TMH edition: Tata Mcgraw Hill publishing Co. Ltd, New Delhi 199. 1975).*

৬. *HELENA CURITS BIOLOGY By SALLY ANDERSON, WORTH PUBLISHERS, INC, 444 PARK AVENUE SOUTH NEW YORK, NEW YORK-10016.*

কৃত্রিমভাবে (Aartificially) অমেরুদন্ডী প্রাণীর উপর গবেষণা করেছিল। কয়েক দশক পূর্বে মেরুদন্ডী প্রাণী এমনকি স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর (খরগোশ) নিষেক ব্যতীত কৃত্রিমভাবে বিকাশের জন্য গবেষণা চালানো হয়েছিল। এসব পরীক্ষার ফলাফল অসম্পূর্ণ বা কদাচিৎ ভ্রুনাবস্থার পর টিকেছিল।

শুধুমাত্র খরগোশ ব্যতীত অন্য কোন স্তন্যপায়ীতে পার্থিনোজেনেসিস প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যদিও মানুষের ক্ষেত্রে কুমারী হ'তে সন্তান জন্ম সাধারণতঃ ঘটে না, কিন্তু ইহা জীববৈজ্ঞানিকভাবে (Biologically) নিয়ম বহির্ভূত নয়।

পার্থিনোজেনেসিস যখন স্তন্যপায়ীতে সম্ভব, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে, মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহ তা'আলা তাঁর পার্থিনোজেনেসিস প্রক্রিয়া মারইয়াম (আঃ)-এর উপর প্রয়োগ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ হওয়া মাত্র মারইয়ামের ২৩টি (n) ক্রোমোজম (সম্ভবতঃ) অনুলিপন (Duplication) হয়ে দিগন্ত অর্থাৎ ৪৬টি (2n) ক্রোমোজম বিশিষ্ট ভ্রুনানু (Zygote) গঠিত হয়েছিল। সেখানে মানব রূহ বিদ্যমান ছিল। যা বিকাশ লাভের মাধ্যমে ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا-

'অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল' *(মারইয়াম ১৭)*।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছু নেই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছা ধ্বংস করেন। 'তিনি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' আর অমনি হয়ে যায়' *(আলে ইমরান ৪৭)*। যেহেতু তিনি মহা বৈজ্ঞানিক সেহেতু তার প্রতিটি কাজ নিশ্চয়ই কোন পদ্ধতির মাধ্যমে হয়। ঈসা (আঃ)-এর জন্মও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন শুক্রানুর মিলন ছাড়া। আর সেটা হ'তে পারে পার্থিনোজেনিসেস বা কুমারী হ'তে সন্তান (Offspring) জন্ম।[৭]

আমরা মানুষ। আল্লাহ্‌র তুলনায় আমাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত নগণ্য। তার জ্ঞানের বিশালত্বকে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তা যৎসামান্যই বলা চলে। তাঁর দেওয়া মহাগ্রন্থকে বেশী বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে আমরা তাঁর (আল্লাহ) ক্ষমতা সম্পর্কে ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব। আল-কুরআনকে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করি, তাহ'লে এই বিশ্বের বৈচিত্র্যতা সম্পর্কে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। আমাদের ঈমানী শক্তিও সুদৃঢ় হবে। তাই আসুন! আমরা কুরআনকে নির্দেশক হিসাবে সামনে রেখে বিজ্ঞান চর্চা করি এবং বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন বোঝার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক্ব দিন! আমীন!!

৭. *Scientific Indication's in the Holy Quran, P. 100.*

অর্থনীতির পাতা

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

*- শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

[৩য় কিস্তি]

৫. সম্পদের মালিকানাঃ

সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও তিনটি মতাদর্শের মধ্যে ঘোরতর পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদে ব্যক্তিই তার অর্জিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে। এই সম্পত্তি সে ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ব্যয়ও করতে পারে। চূড়ান্ত ভোগবিলাসের জন্যে ব্যক্তি তার সম্পদের পুরোটাই ব্যবহার করলেও তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। পক্ষান্তরে আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চিত করে কুকুর-বিড়ালকে সম্পদ দিয়ে গেলেও বলার কেউ নেই। মৃতের সম্পদের ওয়ারিছ তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা পরিবারের সবাই নয়; বরং ব্যক্তি যার নামে উইল করে যাবে বা যাকে নোমিনী করে যাবে সম্পদ সেই পাবে। অন্যথায় পাবে জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা। এ ব্যবস্থা ইনসাফ ও ইহসানবিরোধী।

সমাজতন্ত্রে সম্পদের উপর ব্যক্তির কোন স্থায়ী মালিকানা ও উত্তরাধিকারিত্বের স্বীকৃতি নেই। সে যা ভোগ করছে তার মৃত্যুর পর সবই পুনরায় রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে যাবে। তার স্ত্রী-পরিজনরা পুনরায় রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভের জন্যে নতুন করে আবেদন জানাবে। এ ব্যবস্থা মানবতা তথা ইনসাফ ও ইহসানবিরোধী। কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ঠেকে ঠেকে কিছু ছাড় দিলেও ঘর-বাড়ী বা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেই ছাড় প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পতনের পর এখন রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোয় ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্বাধীন ব্যবসা করা যায়, হোটেল চালানো যায়, ব্যাংক ব্যালান্সের মালিক হওয়া যায়, বাড়ী-ঘরের মালিকও হওয়া যায়। চীনেও এখন একই অবস্থা বিরাজমান। সেখানে এখন দ্রুত শিল্পপতি গড়ে উঠছে, ব্যবসায়ের বিত্তে কোটিপতি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে অগণিত মানুষকে জানমালের কি বিপুল খেসারতই না দিতে হয়েছে।

ইসলামে ব্যক্তি মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের যিম্মাদার। সে এই সম্পদ ভোগ-দখল করতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু তার অপচয় ও অপব্যবহার করতে পারবে না। উপরন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তা বন্টিত হয়ে যাবে তার ওয়ারিছদের মধ্যে। অবশ্য ঋণ রেখে মারা গেলে তা সবার আগে পরিশোধিতব্য। ইচ্ছা করলে স্বজনদের মধ্যে বিশেষ কাউকে সম্পত্তির অংশ বিশেষ দান করতেও পারবে, তবে কোনক্রমেই এক-তৃতীয়াংশের বেশী নয়। ব্যক্তি এখানে সম্পদের নিরংকুশ মালিক নয়, সে ব্যবহারকারী মাত্র। এই ধ্যান-ধারণা বা বোধ-বিশ্বাস জাগ্রত করা ও বাস্তব জীবনে

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

তার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী জীবনাদর্শের লক্ষ্য। দুনিয়াজোড়া যে হানাহানি ও রক্তপাত তার অধিকাংশের মূলেই রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা ও দখল নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ, সীমানা নিয়ে বিরোধ। সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি ইসলামের অনন্য অবদান। নারী শুধু তার পিতার সম্পত্তিরই অংশ পায় না, বিবাহিতা নারী স্বামীর সম্পত্তিরও অংশীদার। উপরন্তু সমাজসেবা ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করারও বিধান রয়েছে ইসলামে। জায়গা-জমি ভোগ-দখলের অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকলে যেমন উৎপাদন বাড়ে না, সমাজের অগ্রগতি ঘটে না, তেমনি এর অবাধ, অসীম ও নিরংকুশ মালিকানা লাভের উদগ্র লালসা সমাজে রক্তপাত, জিঘাংসা ও সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। ইসলাম এর প্রতিবিধানের জন্যেই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে সম্পত্তির মালিকানা, বন্টন ও উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে আদল ও ইহসানের যৌথ নীতি গ্রহণ করেছে।

৬. চিন্তার স্বাধীনতাঃ

সমাজের অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে চিন্তার স্বাধীনতা ও বিকাশের সুযোগ থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ নিজেই বারংবার আল-কুরআনে আহ্বান জানিয়েছেন তার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্যে, গবেষণার জন্যে। চিন্তাশীলদের আল্লাহ পসন্দ করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে চাই বিবেকের শাসন, সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলের দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বোপরি সুস্থ মানসিকতা। পুঁজিবাদের ইতিহাসে চিন্তার স্বাধীনতার নামে যেমন যা ইচ্ছা বলার অবারিত সুযোগ রয়েছে, ঠিক তার উল্টোটা ঘটে সমাজতন্ত্রে। সেখানে রাষ্ট্র, সরকার, পার্টি এবং সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের দর্শন নিয়ে সামান্য কটুক্তি দূরে থাক, বিন্দুমাত্র সমালোচনাও সহ্য করা হয় না। সমালোচনার পুরস্কার বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী জীবন যাপন অথবা কারান্তরালে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অন্তরীন হওয়া। খুবই সৌভাগ্যবান হ'লে দেশের বাইরে নির্বাসিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ জোটে। কিন্তু সবাই সোলঝেনিৎসিন হওয়ার ভাগ্য নিয়ে আসে না। কারাজীবন হ'তে মুক্তির জন্যে আন্দ্রে শাখারভের মতো সৌভাগ্য সকলের হয় না। এমনকি নোবেল পুরস্কার পেয়েও প্রত্যাখ্যান করতে হয় বোরিস পাস্তারনাকের মতো সাহিত্যিকদের। এর উল্টো চিত্রও আছে। সমাজতন্ত্রের বন্দনা করে গুণগান গাইলে, মহান লেনিন-স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভের জয়গাঁথা রচনা করলে, কুলাক বা গুলাগ নিধন ও বাশকিরীদের উচ্ছেদকে স্বাগত জানালে, চেচেন-ইংগুশদের ধ্বংস করলে, তুর্কী তাতারদের ভিটেমাটি হ'তে উচ্ছেদ সমাজতন্ত্রেরই মহান দায়িত্ব বলে গীত রচনা করলে অর্ডার অব লেনিনসহ নানা রাষ্ট্রীয় ভূষণ ও সম্মান তার পায়ে লুটোয়। অকবিও রাতারাতি সেরা কবি হয়ে যায়।

চিন্তার স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদী বিশ্বে যেভাবে ইসলাম বিরোধিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেভাবে তারা নিজেদের খ্রীষ্টধর্মকে সমালোচিত হ'তে দেয় না। খোদ ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্ম ও যীশুখৃষ্টকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ বা তীক্ষ্ণ সমালোচনা সে দেশের ব্লাসফেমী আইনে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেদেশেই ইসলামের জীবন দর্শন ও পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন নিয়ে *'স্যাটানিক ভার্সেস'* লিখলে মুরতাদ রুশদীর শাস্তি তো হয়ই না; বরং পুরস্কারের পাশাপাশি সরকারী নিরাপত্তা বা হেফাযত লাভের সৌভাগ্য জোটে। আল-কুরআনের শাশ্বত বিধানের অশোভন ও অরুচিকর সমালোচনা করলে, মুসলিম জীবনের মসীলিপ্ত ব্যঙ্গচিত্র আঁকলে বিদেশের সাহিত্য পুরস্কার জোটে, জোটে বিদেশের ইসলাম বিরোধীচক্রের সাদর আমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা ও আশ্রয়। সে সম্মান হ'তে বাংলাদেশী ললনাও বঞ্চিত নয়।

অপরপক্ষে চিন্তার স্বাধীনতার কথা সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। স্বাধীন চিন্তা দূরে থাক, ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা দূরে থাক, লেনিন, স্ট্যালিন, ক্রুশ্চেভ, ব্রেঝনেভ অথবা মাও ঝে দং, লিন পিয়াও, দেং জিয়াও পিং বা কিম ইল সুং-এর জীবন নিয়ে বেফাঁস কথা বললে দশ বছর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটানো মোটেই বিচিত্র নয়। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে পরিবর্তন যা এসেছে তা সেদেশের জনগণ বা বুদ্ধিজীবিদের চিন্তার ফসল হিসাবে নয়। সে পরিবর্তন এসেছে মুকাবিলার অসাধ্য অভ্যন্তরীণ সংকট ও অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার ও বাইরের দুনিয়ায় মিত্র অনুসন্ধানের স্বার্থে। সমাজতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে অকম্যুনিষ্ট বিশ্বের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি (যারা নব্য মার্কসবাদী বলে সাধারণ্যে পরিচিত) হাল আমলে বেশ লেখালেখি করে চলেছেন। এই দলে রয়েছেন অসভালদো সানকেল, সেলসো ফূর্তাদো, পল ব্যারন, আদ্রেঁ গুন্দার ফ্রাক, সামির আমীন প্রমুখ।

এর বিপরীতে ইসলামে বরাবরই সুস্থ ও গঠনমূলক চিন্তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইজতিহাদের বিধান এই চিন্তার স্বাধীনতারই স্বীকৃতি। সমস্যা মুকাবিলায় সঠিক পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিজ্ঞানের যে সূত্র আবিষ্কারের জন্যে প্রকাশ্যে গ্যালিলিওকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাঁদের কিন্তু সেজন্যে রাজদরবারে কৈফিয়ত দিতে দাঁড়াতে হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতার সুযোগ ইসলামে অবারিত রয়েছে বলেই শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ইসলাম অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। আল-কুরআন বা সুন্নাহ্র কোথাও আধুনিক ব্যাংক বা বীমার উল্লেখ নেই। কিন্তু সেজন্যে ইসলাম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং অর্থায়নের এই নতুন প্রক্রিয়াকে ইসলাম প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করে আত্মস্থ করেছে। ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ আল্লাহদ্রোহীতা বা তাগূতী শক্তির পক্ষে কলম চালানো নয়; বরং ইসলামী

সমাজ ব্যবস্থায় যা সত্য ও সুন্দর, মানবতার পক্ষে কল্যাণকর তার জন্যেই চিন্তাশীলরা কাজ করবে। বুদ্ধিজীবিরা সমাজের সচেতন লোক হিসাবে সে উদ্দেশ্যেই তাদের লেখনী পরিচালনা করবে। অন্যায় ও অসত্যকে নির্মূল করার জন্যে, সকল ইবলীসী তৎপরতার মূলোচ্ছেদের জন্যে এবং তাগূত্বী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই চিন্তার স্বাধীনতাকে কাজে লাগানো ইসলামে আচরিত ও স্বীকৃত উপায়।

৭. গণতন্ত্র বনাম প্রলেতারিয়েততন্ত্রঃ

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালিত হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলেই ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) এত গুরুত্ব। আধুনিক গণতন্ত্রের আন্দোলন সেই থেকে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। যদিও রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলা হচ্ছিল Necessary Evil বা প্রয়োজনীয় অশুভ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্যে সমকালীন ইউরোপে এর কোন বিকল্পও জানা ছিল না। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস হ'তে শুরু করে জন লক, জন স্টুয়ার্ট মিল, জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau), টমাস জেফারসন, হ্যারল্ড জে, লাস্কি, লর্ড ব্রাইস প্রমুখ ধনতান্ত্রিক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী দার্শনিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। অপরদিকে গণতন্ত্রের যারা চুলচেরা বিশ্লেষণ ও কঠোর সমালোচনা করে একে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, ঐতিহাসিক লেকী (Lecky), রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টেলির‍্যাণ্ড (Talley Rand), স্যার হেনরী মেইন, এমিল ফাগুয়ে (Emile Faguet) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

প্লেটো তার *'রিপাবলিক'* গ্রন্থে গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, সমাজে বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যাই বেশী। তাই সংখ্যাধিক্যের শাসনের অর্থ এদেরই শাসন। এমিল ফাগুয়ের মতে, বিজ্ঞ ও বিদগ্ধজনেরা নির্বাচনের হট্টগোলে যেতে নারাজ। দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে ভোট ভিক্ষাতেও তারা অসমর্থ। ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সত্যিকার বিজ্ঞজনদের অবদান রাখার কোনই সুযোগ নেই। টেলির‍্যাণ্ড গণতন্ত্রকে শয়তানের শাসন ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক লেকী বলেন, গণতন্ত্র কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠতম প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয় না। অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন স্যার হেনরী মেইন। উপরন্তু গণতন্ত্র শুধু অপচয়ধর্মী ব্যবস্থাই না, দুর্নীতির প্রশ্রয়দানকারীও বটে। পৃথিবীর যেকোন গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের প্রতি নযর দিলে এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। গণতন্ত্রে ধনীদের প্রভাব খুবই বেশী। নির্বাচনের সময় চাঁদা দিয়ে তারা দলের নেতাদের হাত করে এবং পরবর্তীতে তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে বাধ্য করে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে নিরন্তর প্রচারণা ও ক্ষেত্রবিশেষে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পসন্দসই লোককে ভোট দিতে সাধারণ ভোটারদের উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল অংকের চাঁদা দেয় যেন নির্বাচনে বিজয়ী দল তাদের স্বার্থবিরোধী কোন পদক্ষেপ নিতে না পারে। উপরন্তু নির্বাচনে বিজয়ী দল তাদের সমর্থকদের মধ্যে ঠিকাদারীর কাজ, লাইসেন্স, পারমিট ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করে। ফলে সরকারী তহবিলের পুরোটাই ব্যবহৃত হয় দলীয় স্বার্থে। এখানে সাধারণ জনগণের ঠাঁই কোথায়?

এতসব অসংগতি ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্বের কাছে তাদের আচরিত গণতন্ত্রকে তুলে ধরার এবং সেটিই যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে আব্রাহাম লিংকনের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী গঠিত সরকারই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ধারক ও বাহক। কারণ সে সরকার হ'ল জনগণের দ্বারা জনগণের জন্যে জনগণের সরকার (Government of the people, by the people and for the people)। এই সরকারই গণতন্ত্রের সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। কিন্তু বাস্তব চিত্র কি আসলে তাই? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে 'জনগণের ইচ্ছা' আসলে 'জনগণের'ও না 'ইচ্ছা'ও না। কতিপয় নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির গৃহীত ও চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তই জনগণের সিদ্ধান্ত বা রায় বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। উপরন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনী কর্মকাণ্ড এমন এক বিশাল ব্যয়বহুল ব্যাপার যে শুধুমাত্র ধনীরাই নির্বাচনের মতো বিলাসিতায় অংশ নিতে পারে। মার্কস যে বুর্জোয়া শ্রেণীকে তাঁর শ্রেণী সংগ্রামের অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন সেই শ্রেণী শত্রুরাই নির্বাচনে দাঁড়ায়। তাঁরাই হারে বা জেতে। নির্বাচনী কর্মকাণ্ড সেখানে দেশব্যাপী এক বিশাল হুলস্থুল ব্যাপার। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন হ'লে তার ব্যয়ভার বহন কোন প্রার্থীর একার পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়, দুঃস্বপ্নের শামিল। সে ব্যয় বহন করে দল। দল চাঁদা তোলে, হাযার ডলার দামের ডিনারে আমন্ত্রণ জানায় সমর্থকদের। মার্কিন মুলুকে রস পেরেট-এর মতো ধনীরাই শুধু নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। তাই নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেও নাম প্রত্যাহার করে নেয় মিসেস এলিজাবেথ ডোলের মতো প্রার্থীরা। খবরের কাগজে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন রিপাবলিকান দলের এই প্রার্থী- তার পর্যাপ্ত অর্থ নেই বলে নির্বাচনী যুদ্ধ হ'তে সরে দাঁড়ালেন।[১] কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া সর্বত্রই একই চিত্র দেখা যাবে।

নির্বাচনে যারা জেতে তারা কি প্রকৃত অর্থেই অধিকাংশ লোকের সমর্থন পেয়ে নির্বাচিত হয়? তারা কি সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের প্রতিনিধি? যদি তিন জন প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং একজন ৪০%, অপরজন ৩২% এবং বাকী অন্যজন ২৮% ভোট পায় তাহ'লে প্রথম জনই নির্বাচিত বলে স্বীকৃত হবে। তার সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে, চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। অথচ বাস্তবতা হ'ল তার পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অর্থাৎ ৬০% লোকেরই সমর্থন

১. *দৈনিক ইনকিলাব ১১ অক্টোবর, ১৯৯৯)।*

নেই। এই হ'ল গণতন্ত্রের ফাঁকি। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার এই পদ্ধতি না জনগণের বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম, না এখানে সৎ, দক্ষ ও যোগ্য লোকের মূল্য আছে, না রয়েছে বিত্তহীনদের জন্যে কোন সুযোগ। এরপরেও যদি কোন দেশে গণতন্ত্রের এই ভোটাভুটির মাধ্যমে এমন কোন দল ক্ষমতায় এসে যায় পুঁজিবাদের মোড়লদের কাছে যারা পসন্দনীয় হন, তাহ'লে তাকে উৎখাত করা হয় অস্ত্রের মুখে। জারী করা হয় সামরিক শাসন। তখন ঐ দেশের জন্যে গণতন্ত্রের চর্চা আর অনুমোদনযোগ্য থাকে না। আলজেরিয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের দ্বিচারণে অভ্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা। এজন্যেই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের পথ ধরে বা এই প্রক্রিয়ায় মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বা পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ক্বায়েম হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ইরানে ইসলামী বিপ্লব তথা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নয়, ইসলামী জিহাদের মাধ্যমে।

সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের নাম-নিশানাও থাকে না। বরং সেখানে চালু হয় একনায়কতন্ত্র যা আরও ভয়ংকর, আরও বিভীষিকাময়। সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের ধ্বজাধারীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র উচ্ছেদের ডাক দিয়ে 'যালিমশাহী নিপাত যাক' শ্লোগান দিয়ে, 'দুনিয়ার মজদূর এক হও' আওয়ায তুলে রক্তপাত, শঠতা ও ধূর্ততার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েই তাদের ভোল পাল্টে ফেলে। প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারাদের নামে দখল করা ক্ষমতায় আর কেউ যেন ভাগ বসাতে না পারে, সেজন্যে একদিকে যেমন চালু হয় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্র (যেমন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে হয়েছিল বাকশাল), তেমনি অন্যদিকে বিরোধীদের নির্মূল করার জন্যে চালানো হয় সাঁড়াশী অভিযান। পৃথিবীর কোন সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দেশে এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। এর বিপরীত উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নতুন এই শাসন ব্যবস্থার গালভরা নাম হয় 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র' বা Dictatorship of the Proletariat.

গণতন্ত্র দূরে থাকে, সত্যিকার অর্থে বিপ্লব দূরে থাক গৃহযুদ্ধ ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েমই হ'তে পারে না। খোদ লেনিনেরই কথা হ'লঃ.... "a Socialist revolution in particular, even if there were no external war, is inconceivable without internal war i. e., civil war" 'যদি বৈদেশিক যুদ্ধ নাও থাকে তাহ'লেও বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ ছাড়া অচিন্ত্যনীয়'।[২]

তিনি আরও বলেন, "The Soviet Socialist Democracy is in no way inconsistent with the rule and dictatorship of one person".[৩] 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কোনভাবেই একব্যক্তির একনায়কত্ব ও শাসনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়'। আসলেই প্রচণ্ড স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা না ক্বায়েম হ'তে পারে, না তা একদণ্ড স্থায়ী হ'তে পারে।

এজন্যেই যে মেহনতী জনতা হাতুড়ী-শাবল-কাস্তে দিয়ে রাজপ্রাসাদের বদ্ধ দুয়ার খুলেছিল তাদের আবার ফেরত পাঠানো হ'ল তাদের সাবেক জায়গাতেই। ক্ষমতার মসনদে আসীন পার্টি প্রধানরাই, ক্ষমতার মালিক হ'ল পলিটবুরোর সদস্যরা। একবার পলিটবুরোর সদস্য হ'তে পারলে সেখান হ'তে সরার আর কোন সম্ভাবনা নেই। একমাত্র গুপ্তহত্যা বা কয়েদ ছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যু হ'লে তবেই এর অবসান ঘটে। মাও ঝে দং, ভ্লাদিমীর ইলিচ লেনিন, যোসেফ ব্রজ টিটো, ফিদেল ক্যাষ্ট্রো, হো চি মিন, কিম ইল সুং, যোশেফ স্ট্যালিন, লিওনিদ ব্রেঝনেভ, এনভের হোক্সা (আনোয়ার হোজা), সকলেই আমৃত্যু থাকেন কমরেড কমাণ্ডার, দেশের সর্বময় হর্তাকর্তা।

এদের অনেকেরই গাঁটছড়া বাধা ছিল পুঁজিবাদের সাথে। কিন্তু পুঁজিবাদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর (বৃটেন কর্তৃক মিসরের সুয়েজ খাল দখল করে রাখা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ) তারা বিকল্প আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজতে থাকে। সেই সময়েই এরা সোভিয়েত কূটনীতির খপ্পরে পড়ে। দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয় এবং তারাই সুকৌশলে ক্ষমতা দখল করে। অথবা ক্ষতাসীন সরকার এদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় টিকে থাকে। তাই মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে ব্যক্তিজীবনে ইসলাম আচরণের সুযোগ থাকলেও সেসব দেশে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজতন্ত্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন। এসব দেশে পার্টি প্রধানরাই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকেন জামাল আবদুন নাছের, আনোয়ার সা'দাত, হাফিয আল-আসাদ, সাদ্দাম হোসেন, মুয়াম্মার গাদ্দাফী।

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে খিলাফত প্রথা উৎখাত করে তুরস্কেই সবার আগে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ইসলামের দুশমন মুস্তফা কামাল পাশা এই সর্বনাশা পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সর্ববিধ উপায়ে জীবনের সকল ক্ষেত্র হ'তে ইসলামকে উৎখাতের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। মসজিদে আযান দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়। সেই প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। তুরস্কের ইসলামবিরোধী রাষ্ট্রনেতাদের বড় সাধ ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য তাকে তাদেরই একজন বলে গ্রহণ করুক। কিন্তু দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলেই ময়ূর হয়ে যায় না। পাশ্চাত্য তাকে গ্রহণ করেনি। কারণ শত নির্যাতন, পীড়ন, দলন সত্ত্বেও তুরস্কে আজও ইসলাম তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়েই টিকে রয়েছে।

আসলেই মানুষের মনগড়া মতবাদে কোন কল্যাণ নেই,

---

২. *Lenin, Selected Works, Russian Edition, vol. 2, p. 278)*
৩. *Lenin, Collected Works, 1923 edition vol. xvii, p. 89)*

নেই আপামর জনসাধারণের সার্বিক স্বাধীনতা, নেই সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা। মানুষের তৈরী দু-দু'টো ভিন্নধর্মী ও বিপরীতমুখী রাষ্ট্রদর্শনের যাঁতাকলে পড়ে মানুষের নিষ্পিষ্ট হওয়ার কাহিনীতে ইতিহাস ভরপুর। ইসলামের পরামর্শ সভা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বা শূরা পদ্ধতি এ দু'য়ের প্রত্যেকটির চেয়েই উত্তম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সময় হ'তে। মহান খুলাফায়ে রাশেদার (রাঃ) যুগের শেষে শুরু হয় রাজতন্ত্র যা ইসলামে আদৌ কাম্য ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালের সুলতান ও আমীররা (যাদের অনেকেই খলীফা পদবী ব্যবহার করতেন) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে দেশের গুণীজনদের মধ্যে থেকেই লোক বাছাই করে তাদের পরামর্শ সভার সদস্য করেছেন। ইসলামের দাবী হ'ল তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) ও পরহেযগারীর ভিত্তিতে সর্বোত্তম লোকেরাই হবে সরকারের পরামর্শ সভা বা শূরার সদস্য। দেশ শাসনের জন্যে আল-কুরআন ও সুন্নাহই হবে আইনের উৎস। সকল ক্ষমতা, শক্তি ও আইনের উৎস হবেন মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। এই পথে না এগুবার কারণেই অর্থাৎ সঠিক শূরাভিত্তিক রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা না করার কারণেই মুসলিম মিল্লাতের আজ এই দশা। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রদর্শন (জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র যার অন্যতম ভিত) মুসলিম উম্মাহর জন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত। একইভাবে অনুপযুক্ত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের রাষ্ট্রদর্শন। মুসলমানের যথার্থ মুক্তি ও সাফল্য নিহিত রয়েছে রাসূলে কারীম (ছাঃ) প্রদর্শিত ও প্রবর্তিত রাষ্ট্র দর্শনে। পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদই এর সমকক্ষ নয়, তারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়নি।

কিন্তু সমাজতন্ত্র যেমন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা জীবন দর্শনকে মেনে নেয়নি তেমনি পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তি, বিশেষতঃ তার মোড়ল গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নকে বরদাশত করতে রাযী নয়। বরং সুকৌশলে এর বিরোধিতার জন্যে এবং একই সঙ্গে বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্যে জাতিসংঘকে তাদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। পাশ্চাত্য শক্তি কোন মুসলিম দেশকেই মাথা উঁচু করে দাড়াঁতে দিতে নারাজ। বরং সবাইকে সে অনুগত গোলাম করে রাখতে চায়। কিন্তু সুদান, লিবিয়া, ইরাক, ইরান তার গোলামী মেনে নেয়নি। সেজন্যে তাদের উপর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে আফগানিস্তান। আধুনিক সভ্যতার দাবীদার গোটা পাশ্চাত্যের সমাজ তাতে নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

[চলবে]

মহিলা ছাহাবী

হযরত আয়েশা (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যাঁরা সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতমা। যে সকল ছাহাবী অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করে পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অগ্রবর্তী সারিতে। শুধু ইলমে হাদীছেই নয়; বরং ইলমে ফিক্বহ ও ইলমে ফারায়েযেও তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় প্রজ্ঞা। তৎকালীন বিজ্ঞ ছাহাবায়ে কেরাম কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সঠিক সমাধান নিতেন। জ্ঞানে-গুণে, বুদ্ধিমত্তায়, আচার-ব্যবহারে ও চরিত্র-মাধুর্যে তিনি ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর এক অতুলনীয়া বিদুষী মহিলা।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ নাম আয়েশা, উপনাম উম্মু আব্দিল্লাহ। পিতার নাম আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)।[১] মাতার নাম উম্মু রূমান বিনতু আমের।[২] তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয়ঃ আয়েশা বিনতু আবি বকর আব্দিল্লাহ ইবনে আবি কুহাফা ওছমান ইবনে আমর ইবনে কা'ব[৩] ইবনে সা'দ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর আত্-তায়মী আল-ক্বারাশী।[৪]

জন্মঃ ইসলামী যুগে যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাদের একজন।[৫] তিনি নবুঅতের চার[৬] অথবা পাঁচ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আট বছরের ছোট ছিলেন।[৮]

শৈশবঃ হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বাহ (রাঃ)-এর বিবাহ শৈশবেই সম্পন্ন হয়। তাই তাঁর বিবাহ পূর্ব শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর বিবাহোত্তর

---

*. এম,এ শেষ বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪।

২. প্রাগুক্ত; হাফেয আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ ১৯৯০/১৪১১), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫।

৩. আবু নু'আইম আল-ইছফাহানী, মা'রেফাতুছ ছাহাবাহ, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল হারামাইন ১৯৮৮/১৪০৮), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯।

৪. শায়খ মুহাম্মাদ আল-খুযরী বেক, ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা (মিশরঃ মাকতাবুত তিজারিয়াতুল কুবরা, তা,বি,), পৃঃ ১৭।

৫. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারি আ'লামিন নুবালা (জেদ্দাঃ দারুল আন্দালুস ১৯৯১/১৪১১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।

৬. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জারদানী, ফাৎহুল 'আল্লাম বি শারহি মুরশিদুল আনাম (কায়রোঃ দারুস সালাম ১৯৯০/১৪১০), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

৭. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।

৮. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারি আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।

শৈশবের যে অবস্থা জানা যায় তা যথাস্থানে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে পরিণয়ঃ হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর মৃত্যুর ২ মাস পরে মহানবী (ছাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৯] অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর তিন বছর পরে মহানবী (ছাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ছয় বৎসর বয়সে মক্কা মু'আয্যামায় শাওয়াল মাসে[১০] নবুঅতের দশম বৎসরে সম্পন্ন হয়।[১১] হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রথম বিবাহ। এ বিবাহে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ৪০০ দিরহাম মোহরানা দিয়েছিলেন।[১২] এ বিয়ের ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হ'লেন হযরত ওছমান বিন মায'উনের স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতু হাকীম।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে হযরত খাওলা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি বিবাহ করবেন না? রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কাকে? খাওলা (রাঃ) বললেন, আপনি চাইলে কোন কুমারী মেয়েকে অথবা কোন বিবাহিতাকে। মহানবী (ছাঃ) বললেন, কুমারী মেয়েটি কে? খাওলা বললেন, সে হ'লঃ আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজির মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় আয়েশা বিনতু আবি বকর। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আর বিবাহিতা মহিলাটি কে? খাওলা (রাঃ) বললেন, সাওদাহ বিনতু যাম'আ, যে আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। তখন মহানবী (ছাঃ) বললেন, যাও! তাদের নিকট আমার প্রস্তাব পেশ কর।

অতঃপর প্রথমেই খাওলা (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন এবং উম্মু রূমানকে পেয়ে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছেন আয়েশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। তখন উম্মু রূমান বললেন, আমার অভিপ্রায় যে, আবুবকর আসা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। অতঃপর কিছুক্ষণ পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) আসলে খাওলা (রাঃ) তাঁর নিকট আগমনের কারণ বললেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আয়েশাতো তাঁর ভাতিজী, সে কি তাঁর জন্য বৈধ হবে? খাওলা (রাঃ) বলেন, একথা শুনে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবুবকর (রাঃ)-এর বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে আমার মুসলিম ভাই। কিন্তু তার কন্যা আমার জন্য বৈধ। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) এসে আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ দেন। এ সময় আয়েশা (রাঃ) মাত্র ৬ বছরের কিশোরী ছিলেন।[১৩]

শৈশবেই হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। তাই বিয়ের পরেও কিশোর মনের চঞ্চলতা তাঁকে পেয়ে বসত। খেলার প্রতি অতি আগ্রহ তাঁকে বিয়ের কথা ভুলিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে যেত। প্রতিবেশী অন্যান্য সমবয়সী কিশোরীদের সাথে সব ভুলে খেলায় মত্ত হয়ে যেতেন কখনো কখনো। এসব ঘটনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায়। তিনি বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বিবাহ করেন। তখন আমি ছিলাম মাত্র ৬ বছর বয়সের কিশোরী। মহিলারা আমার নিকটে আসত, আর আমি থাকতাম খেলায় মত্ত। কর্ণমূল পর্যন্ত লম্বিত ঘন চুল দুলিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়িয়ে খেলাধুলা করতাম। তখন মহিলারা আমাকে খেলা হ'তে নিবৃত্ত করে আমাকে সাজিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে যেত। কখনো কখনো আমি বালিকাদের সাথে খেলতে থাকতাম তখন আমার সাথী (রাসূল ছাঃ) আসতেন। মেয়েরা তাঁকে দেখে পালিয়ে আড়ালে চলে যেত। পরে যখন রাসূল (ছাঃ) চলে যেতেন তখন তারা আবার একে একে এসে আমার সাথে খেলায় যোগ দিত। একদা আমি মেয়েদের সাথে খেলছিলাম তখন রাসূল (ছাঃ) এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, এটা সুলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়া, যার পাখা ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) হাসলেন।[১৪]

তিনি আরো বলেন, আমি আমার সাথীদের সাথে খেলতাম। এমনকি কখনো আমার মা আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখতেন, যাতে আমি বাইরে যেতে না পারি।[১৫]

হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে মহানবী (ছাঃ) স্বীয় পত্নী হিসাবে বরণ করেন।[১৬] তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ বৎসর। দীর্ঘ তিন বৎসর পরে হিজরোত্তর ৮ম তথা শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে মহানবী (ছাঃ) বাসর যাপন করেন।[১৭] তখন তাঁর

৯. *মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৯৯১/১৪১১), ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭।*

১০. *আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনিল জাওযী, আল মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তা.বি.), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০২; আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন, ৪থ খণ্ড, পৃঃ ৫।*

১১. *ফাতহুল 'আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯; আবুল ফালাহ আব্দুল হাই ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাবা (মক্কাঃ দারুল ফিকর ১৯৭৯/১৩৯৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১।*

১২. *ফাতহুল 'আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯; কারো মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পূর্বে হযরত সাওদাহ (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হয় এবং তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে সাওদাহ (রাঃ)-এর সমপরিমাণ মোহর প্রদান করেন।*
দ্রঃ আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আম্বায়ে আবনাউয-যামান (কুমঃ মানশুরাতুশ শরীফ, ১৩৬৪ হিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬।

১৩. *আল-ইছাবাহ, ৪/১৩৯-৪০ পৃঃ।*

১৪. *নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারি আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২।*

১৫. *আল-মুন্তাযাম, ৫/৩০৩ পৃঃ।*

১৬. *আল-মুস্তাদরাক, ৪/৫ পৃঃ।*

১৭. *ঐ, ৪/৫ পৃঃ; কেউ কেউ বলেন, হিজরতের ১০ বা তার কয়েক মাস বেশী পূর্বে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়।*
দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা, ১/১১৯; তবে ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথে বাসর কাটান। আর এটা ছিল হিজরতের ৮ম মাসের প্রথমেই। কেউ কেউ বলেন, ২য় হিজরীতে বাসর হয়।
দ্রঃ আল-ইছাবাহ ৪/১৩৯; নুযহাতুল ফুযালা, ১/১১৯।

বয়স হয়েছিল ৯ বৎসর।[১৮] হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত মহানবী (ছাঃ) অন্য কোন কুমারী মেয়েকে বিবাহ করেননি।[১৯]

চরিত্র-মাধুর্যঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) কৈশোরের গন্ডিতে থাকলেও মহানবী (ছাঃ)-এর ঘরনী হওয়ার পর তিনি হয়ে উঠেন আদর্শ গৃহিণী। রূপে-গুণে[২০] তিনি যেমন ছিলেন অতুলনীয়া, চরিত্র-মাধুর্যেও তেমনি ছিলেন অনুকরণীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দানশীলা ও সমতা বিধানকারিণী।[২১] তাঁর চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নূরে ১০টি আয়াত নাযিল করেছেন।[২২] মূলতঃ এই আয়াতগুলি নাযিল হয়েছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের (ইফ্কের) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

ঘটনাটি হচ্ছেঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে বণী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন।[২৩] যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে বিশ্রামের জন্য কাফেলা থামলে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য স্বীয় হাওদাজ (পর্দা বিশিষ্ট আসন) থেকে বের হয়ে লোকান্তরালে গিয়ে প্রয়োজন সেরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলায় পরিহিত হারটি নেই। তখন তিনি হারানো হারটি খোঁজার জন্য হাওদাজ হ'তে বের হয়ে তথায় যান। ইতিমধ্যে সৈন্যদল রওয়ানা হয়ে যায় এবং আয়েশা (রাঃ) স্বীয় হাওদাজে আছেন মনে করে হাওদাজ নিয়ে সৈন্যরা চলে যায়। এদিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) ফিরে এসে দেখেন কাফেলা চলে গেছে। তখন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় ছাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল তথায় উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন সেনাদলের পিছুগমনকারী। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দেখে স্বীয় উটে চড়িয়ে নিজে উটের লাগাম ধরে হেঁটে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এটা দেখে মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সুলুল হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে অপবাদ রটনা শুরু করে। তার সাথে সরলপ্রাণ মুসলিম যায়দ বিন রিফ'আহ (রাঃ), হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ) মিসত্বাহ বিন আছাছাহ (রাঃ) ও হুমনাহ বিনতু জাহাশ (রাঃ)ও যোগ দেয়।[২৪] উক্ত অপবাদ থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে পবিত্র ঘোষণা করে এবং অপবাদ রটনাকারীদের নিন্দা এবং শাস্তির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহপাক সূরা নূরে আয়াত নাযিল করেন।[২৫]

প্রজ্ঞাঃ ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানে পারদর্শী এক অনন্য সাধারণ বিদুষী মহিলা ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি আরো বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। হিশাম ইবনু উরওয়া স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরআন, ইলমে ফারায়েয, হালাল-হারাম, কবিতা, আরব্য ঘটনাবলী, নসবনামা (বংশক্রম), বিচার ব্যবস্থা, চিকিৎসা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে কখনও আমি দেখিনি।[২৬] ছাহাবাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় ফক্বীহ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেনঃ

كانت أكبر فقهاء الصحابة كان فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرجعون إليها يروى عن قبيصة بنت ذؤيب ، قالت كانت عائشة أعلم الناس يسألها أكابر الصحابة –

'তিনি ছাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফক্বীহ ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর ফক্বীহ ছাহাবীগণ তাঁর নিকটে (মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য) আসতেন।[২৭] আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'আমাদের নিকট কোন হাদীছ বুঝতে সমস্যা হ'লে আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতাম। তখন আমরা তাঁর নিকট জ্ঞানের খোরাক পেতাম'।[২৮] তাঁর সম্পর্কে ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, 'যদি সমস্ত মানুষ ও মহানবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের ইলম একত্রিত করা হয় তবুও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জ্ঞান বেশী হবে'।[২৯] তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষিণী ছিলেন।[৩০] মূসা ইবনু ত্বালহা বলেন, 'হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ আরবী ভাষী আমি কাউকে দেখিনি'।[৩১]

তাক্বওয়া ও ইবাদতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু মহিলা।[৩২] তিনি ছাওমুদদাহার (সারা বছর ছিয়াম) পালন করতেন।[৩৩] তিনি অত্যধিক দানশীলা

১৮. *আল-মুস্তাযাম, ৫/১১৯; আল-ইছাবাহ ৪/১৩৯; নুযহাতুল ফুযালা ১/১১৯। কারু মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল ১০ বৎসর।*
দ্রঃ ফাতহুল 'আল্লাম, ১/২২৯।

১৯. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭; আল-ইছাবাহ, ৪/১৪০।*

২০. *হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা ও সুন্দরী। এ জন্য তাঁকে 'হুমাইরা' বলা হ'ত।*
দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা, ১/১১৯।

২১. *আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ (বৈরুতঃ দারুশ শুরুক্ব, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮৪/১৪০৫), পৃঃ ৩৬১।*

২২. *হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬/১৪১৬), ৩/৩৫৬।*

২৩. *মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৩/১৪০৩), ৬/৪৪৭।*

২৪. *ডঃ মুহাম্মাদ সুলায়মান আবদুল্লা-হিল আশকার, যুবদাতুত তাফসীর (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ৪৫৮।*

২৫. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ৬/৪৪৯।*

২৬. *আল-মুস্তাযাম, ৫/৩০৩; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারি আ'লামিন নুবালা, ১/১৩১; আল-ইছাবাহ, ৪/১৪০; আল-মুস্তাদরাক, ৪/১২।*

২৭. *আস-সীরাতুন নববিইয়াহ, পৃঃ ৩৬১।*

২৮. *আস-সীরাতুন নববিইয়াহ, পৃঃ ৩৬১; নুযহাতুল ফুযালা, ১/১৩০; আল-মুস্তাদরাক ৪/১২; আল-ইছাবাহ, ৪/১৪০।*

২৯. *মুস্তাদরাক ৪/১২, ইছাবাহ, ৪/১৪০; নুযহাতুল ফুযালা, ১/১৩১।*

৩০. *আলিউদ্দীন আল-খাত্বীব, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃঃ ৬১২।*

৩১. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন, ৪/১২ ফুটনোট।*

৩২. *তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আত্বরাফ, ১১/১১ মুক্বাদ্দামা।*

৩৩. *নুযহাতুল ফুযালা, ১/১৩২।*

ছিলেন। একদা মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর নিকটে এক লক্ষ দিরহাম পাঠালে দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি তা দান করে দেন। এমনকি সেদিন তিনি ছিলেন ছিয়াম পালনকারিণী। ইফতার করার মত ঘরে কিছুই ছিল না। তবুও তিনি নিজের জন্য কিছু রাখেননি।[৩৪] আতা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এক লক্ষ দিরহাম মূল্যমানের একটি হার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য প্রেরণ করলে তিনি তা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করে দেন'।[৩৫]

বুদ্ধিমত্তাঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। নিম্নোক্ত উদাহরণে তাঁর বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বল নিদর্শন ফুটে উঠে। একদা তিনি মহানবী (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনি এমন কোন উপত্যকায় অবতরণ করেন, যেখানে একটি গাছ পেলেন, যা থেকে ভক্ষণ করা হয়েছে এবং অন্য আরেকটি গাছ পেলেন, যা থেকে ভক্ষণ করা হয়নি। তাহ'লে আপনি কোন গাছটিকে আপনার উটের খাদ্য হিসাবে পসন্দ করবেন? উত্তরে মহানবী (ছাঃ) বললেন, যে গাছ থেকে ভক্ষণ করা হয়নি। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি ঐ গাছের মত। এর দ্বারা তিনি স্বীয় কুমারিত্বকে বুঝিয়েছেন।[৩৬]

এছাড়া ইফ্ক-এর ঘটনার সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত যুক্তি ও দৃঢ়তাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থবোধক, কঠিন অথচ বিনম্র ভাষায় রাসূল (ছাঃ)-এর কথার যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তাঁর অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মিলে।

ইফ্ক-এর ঘটনার সময় একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন আবুবকর ও উম্মু রূমান আয়েশা (রাঃ)-এর দু'দিকে সবা ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার সম্পর্কে এরূপ রটনা শুনতে পাচ্ছি। যদি তুমি পবিত্রা হও তবে অচিরেই আল্লাহ এ অপবাদ থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি এইরূপ কোন পাপাচারে জড়িত হয়ে যাক, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও এবং তা হ'তে ফিরে আস। কেননা কোন বান্দা যখন তার অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পিতা-মাতাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উত্তর দেওয়ার জন্য বললেন। তাঁরা উভয়েই বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কথার কি উত্তর দেব, তা আমাদের জানা নেই। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি অল্প বয়সী একজন বালিকা। কুরআনের বেশী জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু আল্লাহ্র কসম আমি জানি যে, আপনারা এই ঘটনা সম্পর্কে যা শুনেছেন তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন এবং একেই সত্য মনে করছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি পবিত্রা এবং আল্লাহ ও জানেন আমি পবিত্রা তবুও আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না এবং আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবেন না। আর আমি এই বিষয়টিকে যদি স্বীকার করি অথচ আল্লাহ জানেন আমি পবিত্রা তবুও আপনারা সেটাই সত্য মনে করবেন। এ মুহূর্তে আপনাদেরকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার মত এই কথা বলা ছাড়া আমার আর বলার কিছু নেই যে,

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ

'ধৈর্যধারণই এখন আমার জন্য সর্বোত্তম এবং তোমরা যা বল এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই আমার সাহায্যকারী' *(ইউসুফ-১৮)*।[৩৭] এই জওয়াব থেকেই হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ফিক্বহ ও হাদীছ শাস্ত্রে অবদানঃ ফিক্বহ শাস্ত্রে আয়েশা (রাঃ) যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এজন্য মনীষীগণ তাঁকে 'ফক্বীহা' (ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানে পারদর্শিণী) উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩৮] ছাহাবীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অধিক ফিক্বহী মাসআলা মুখস্থকারিণী ও ফৎওয়া প্রদানকারিণী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ১৩০ জনেরও অধিক নারী-পুরুষ ফৎওয়া হেফয (সংরক্ষণ) করেছেন।[৩৯]

হাদীছ শাস্ত্রেও হযরত আয়েশা (রাঃ) অতুলনীয় অবদানের স্বর্ণস্বাক্ষর রেখেছিলেন। অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ৭ জন ছাহাবীর মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অন্যতমা।[৪০] কয়েক সহস্র হাদীছ বর্ণনাকারী ৫ জনের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্থান দ্বিতীয়।[৪১] তাঁর থেকে ২২১০ টি হাদীছ বর্ণিত আছে।[৪২] তিনি অধিক সংখ্যক হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। এছাড়া স্বীয় পিতা আবুবকর, হযরত ওমর, হামযাহ বিন আমর আল-আসলামী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ, জুদামা বিনতু ওয়াহ্হাব আল-আসদিয়া এবং ফাতেমাতুয যুহরা (রাঃ) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন।[৪৩] ছাহাবী ও তাবেঈদের মধ্য হ'তে ২২৪ জন রাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৪৪]

মানাক্বিব (মর্যাদা)ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে মর্যাদার বিষয় ছিল তিনি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর উচ্চ মর্যাদার কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন-

ক. তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কুমারী মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেননি।

খ. কখনো কখনো মহানবী (ছাঃ)-এর উপর অহি নাযিল হ'ত, আর এমতাবস্থায় তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে একই বিছানায় শায়িত থাকতেন।

---

৩৪. আস-সীরাতুন নববিইয়াহ, পৃঃ ৩৬১; নুযহাতুল ফুযালা, ১/১৩২; আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন, ৪/১৫।
৩৫. নুযহাতুল ফুযালা, ১/১৩২।
৩৬. নুযহাতুল ফুযালা ১/১২৬।
৩৭. তাফসীরু ইবনে কাছীর, ৩/৩৫৮।
৩৮. তুহফাতুল আশরাফ ১১/১১ মুক্বাদ্দামা।
৩৯. শাযারাতুয যাহাব ১/৬২। ৪০. ঐ।
৪১. তুহফাতুল আশরাফ ১১/১০ মুক্বাদ্দামা।
৪২. নুযহাতুল ফুযালা ১/১১৯; তুহফাতুল আশরাফ, ১১/১১।
৪৩. তাহযীবুত তাহযীব ১২/৩৮৪।
৪৪. তুহফাতুল আশরাফ ১১/১০ মুক্বাদ্দামা।

গ. তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী।

ঘ. তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

ঙ. তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন। যে সৌভাগ্য রাসূল (ছঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রীর হয়নি।

চ. মহানবী (ছাঃ) তাঁর গৃহে মৃত্যুবরণ করেন এমতাবস্থায় যে, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কেউ সেখানে ছিল না।[৪৫] সর্বোপরি মহানবী (ছাঃ) তাঁর ফযীলত সম্পর্কে বলেন, 'সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'ছারীদ' (এক প্রকার খাদ্য বিশেষ)-এর স্থান যেমন সবচেয়ে ঊর্ধ্বে, মহিলাদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর মর্যাদা তেমনি সবার উপরে'।[৪৬]

ইন্তেক্বালঃ তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ৫৭ হিজরীর[৪৭] ১৫ ই রামাযান সোমবার দিবাগত রাতে বিতর ছালাতান্তে পার্থিব সকল বন্ধন ছিন্ন করে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন।[৪৮] তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর।[৪৯] হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান এবং ঐ রাতেই তাঁকে 'বাক্বীউল গারক্বাদে' সমাহিত করা হয়।[৫০]

সমাপনীঃ পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনাদর্শে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। বর্তমানে আধুনিকতার দোহাই পেড়ে নারী স্বাধীনতার নামে দেশে যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সয়লাব চলছে, নারীর আসল মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে তাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করছে, বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করছে, সমান অধিকারের নামে ঘর থেকে বের করে আনছে এবং ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই অধঃপতন থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হ'লে আমাদের মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মত চরিত্র-মাধুর্য এবং তাঁর মত আদর্শবতী হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। তবেই এ সমাজে সেই সোনালী যুগের শান্তি ফিরে আসবে। দাম্পত্য জীবনে আসবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সংসারে আসবে অনাবিল শান্তি। আল্লাহ আমাদের মা-বোনদেরকে আয়েশা (রাঃ)-এর মত আদর্শবতী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

---

৪৫. আল-মুস্তাদরাক ৪/১১; আল-ইছাবাহ ৪/১৪০-১৪১।
৪৬. নুযহাতুল ফুযালা ১/১২১; ফাতহুল আল্লাম ১/২৩০।
৪৭. আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছাহীহায়েন ৪/৫; কারো মতে তিনি ৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
দ্রঃ ফাতহুল আল্লাম ১/২৩১; ওফায়াতুল আ'ইয়ান ৩/১৬; শাযারাতুয যাহাব ১/৬১।
৪৮. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন ৪/৫; শাযারাতুয-যাহাব ১/৬১; কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু তারিখ ১৭ই রামাযান বলেছেন।
দ্রঃ আল-মুস্তাযাম ৫/৩০৩; আল-ইছাবাহ ৪/১৪১।
৪৯. নুযহাতুল ফুযালা ১/১৩৩; আল-মুস্তাযাম ৫/৩০৩; কারো মতে তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর।
দ্রঃ ওফায়াতুল আইয়ান ৩/১৬।
৫০. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন ৪/৫; ওফায়াতুল আ'ইয়ান ৩/১৬; আল-ইছাবাহ ৪/১৪১।

চিকিৎসা জগত

(ক) গবাদিপশুর নিউমোনিয়া

*-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী**

'নিউমোনিয়া' একটি অতি পরিচিত রোগ। যাকে ফুসফুস প্রদাহও বলা হয়। সাধারণতঃ শ্বাসনালী ও ক্লোমনালী প্রদাহ হিসাবে আরম্ভ হয়ে ফুসফুস পর্যন্ত প্রদাহ ছড়ায়। এই রোগ প্রাথমিক অবস্থায় মারাত্মক না হ'লেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপে মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং অনেকাংশে পশু মারা যায়। আমাদের দেশে গবাদিপশু প্রসবের সময় ভুল ধারণার কারণে অধিকাংশ বাচ্চাদের এই রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। প্রসবের সময় যদি বাচ্চার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তখন গ্রামের লোকেরা বাচ্চার নাভিতে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢেলে থাকে। তাদের ধারণা যে, এতে নিঃশ্বাস ফিরে আসে এবং বাচ্চা রক্ষা পায়। শুধু পশুর ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের বাচ্চার ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। এতে বরং বাচ্চার ফুসফুস ড্যামেজ হয়ে চিরদিনের জন্য দুর্বল হয়ে যায়। কারণ, মাতৃগর্ভে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে বের হওয়ার পরেই এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে- বাচ্চার মুখ ও নাকের ময়লা পরিষ্কার করে নাক ও মুখে ফুঁ দেওয়া। এতে দম বা শ্বাস খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই সাধারণ নিয়মটা জানা না থাকার কারণে বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়াও আর একটি সমস্যা দেখা যায় যে, গবাদিপশু যদি না খায় বা গায়ের লোম ফুলে থাকে, তখন একটি পাত্রে রসুন ও পিয়াজের খোসা, মরিচের গুড়া ইত্যাদি সহ আরও কিছু লতাপাতা একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে পশুর নাকে ও মুখে ধোঁয়া দেওয়া হয়। ধারণা করা হয় যে, এতে পশুর মাথা পাতলা হবে এবং চারা করবে। কিন্তু এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয় এবং ফুসফুস দ্রুত আক্রান্ত হয়। কাজেই আমাদের জেনে-শুনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কারণঃ

(১) বিশেষ করে নিমোকক্কাস ও ষ্টেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগ হয়।
(২) ভাইরাস দ্বারা এই রোগ হ'তে পারে।
(৩) ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হ'তে পারে।
(৪) কৃমি দ্বারা এই রোগ হ'তে পারে।
(৫) রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা এই রোগ হ'তে পারে।
(৬) ধুলা-বালি ও ঠাণ্ডাজনিত কারণে এই রোগ হ'তে পারে।

লক্ষণঃ

(১) প্রথমে পশুর জ্বর ও কাশি হয়।
(২) শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত হয় ও গায়ের রং কালচে হয়।
(৩) পশুর গায়ের লোম খাড়া থাকে ও মাথা ভারী থাকে।

** ডি,এইচ,এম-এস, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, হোমিও রিসার্চ কর্ণার, তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।*

(৪) খাওয়া ছেড়ে দেয় ও নাক দিয়ে শ্লেষ্মা পড়ে।
(৫) পশু সহজেই শুইতে চায় না এবং আক্রান্ত পার্শ্ব ফুলা থাকে।
(৬) পায়খানা শুকনো হয় এবং শ্লেষ্মা জড়ানো থাকে।
(৭) বুকে চাপ দিলে ব্যথা অনুভব করে।
(৮) চোখ বসে যায় ও অসহায়ের মত তাকায়।
(৯) স্টেথোস্কোপের সাহায্যে বক্ষ পরীক্ষা করলে শব্দ শুনা যায়।
(১০) গাভীর দুধ কম হয় এবং বাছুরকে দুধ খেতে দিতে চায় না।
(১১) পেট ফাঁপা থাকতে পারে।

নিউমোনিয়ার তিনটি অবস্থাঃ

প্রাথমিক অবস্থাঃ ১-৪ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এ সময়ে ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন হয়ে জ্বর ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পশু শুইতে চায় না।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ ৪-৬ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থা শুরু হয়। এ সময়ে ফুসফুস লিভারের মত শক্ত হয়ে যায় এবং শ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাপমাত্রা কমে যায়।

তৃতীয় অবস্থাঃ ৭-১০ দিনের মধ্যে তৃতীয় অবস্থা আসতে পারে। এ সময়ে ফুসফুসে পুঁজ জমা হয়ে পশু মারা যেতে পারে।

সেবা-যত্নঃ

গবাদিপশুর উপরোক্ত লক্ষণগুলি দেখার সঙ্গে সঙ্গে সহজ পাচ্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। পশুর শোয়ার স্থানে নরম খড়কুটা ও ছালা বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে পশুর শুইতে কষ্ট কম হয়। ঘরে যেন অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা না লাগে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষ্কার ও সামান্য গরম পানির ব্যবস্থা করতে হবে। অনভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না নিয়ে দ্রুত অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসাঃ

(ক) এ্যালোপ্যাথিকঃ

যে কোন এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায়। এন্টিহিষ্টামিনও প্রয়োজন হ'তে পারে। পশুর শরীরের ওযনের উপর নির্ভর করে ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এন্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে (১) **প্রোনাপিন ৪০ লক্ষ** (২) **রেনামাইসিন** (৩) ভেসাডিন বা যেকোন সালফা গ্রুপের ঔষধ কার্যকর। বড়ি বা ট্যাবলেট হিসাবে **ট্রিমাভেট, ট্রিনামাইড,** ভেসাডিন, **ট্রাই সালফা, ট্রাইভেট** ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

(খ) হোমিওপ্যাথিকঃ

(১) **Belladona ৩০/২০০ শক্তিঃ** প্রাথমিক অবস্থায়, যখন জ্বর, কাশি এবং নাক দিয়ে পানি পড়া, পশুর গায়ের লোম ফুলে থাকা, খেতে না চাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য।

(২) **Bryonia ৩০/২০০ শক্তিঃ** পায়খানা কষা, কাশিতে বুকে ব্যথা, নড়াচড়া করতে চায় না, দাঁড়িয়ে থাকতে চায় ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য।

(৩) **Antrimtert ৩x/৩০ শক্তিঃ** পশুর গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ থাকা, জিহ্বাতে ময়লা থাকা, বুকের মধ্যে কফ জমা আছে মনে হওয়া, শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য।

(৪) **Arsenic alb ৩০/২০০ শক্তিঃ** অস্থির ভাব, অধিক পিপাসা, গায়ের রং কালচে হয়ে যাওয়া, শ্বাস কষ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য।

(৫) **Cerbo veg ৩০/২০০ শক্তিঃ** পশুর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা সহ পেট ফাঁপা ও পাতলা পায়খানা, কাশি, চোখগুলি বসে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য।

(৬) **Merk sol ৩০/২০০ শক্তিঃ** পশুর পাতলা ও রক্ত আমাশয় যুক্ত পায়খানা সহ শ্বাসকষ্ট, মুখ দিয়ে লালা পড়া ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য। এতদ্ব্যতীত **ইপিকাক, ফসফরাস,** আর্স-আয়োড, **কষ্টিকাম** ইত্যাদি ঔষধ লক্ষণ ভেদে প্রয়োগ করা যায়।

ব্যবহারের নিয়মঃ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি ১০ ফোঁটা ঔষধ ১ পোয়া/২৫০ সি.সি পরিষ্কার পানির সঙ্গে মিশিয়ে ৩/৪ ঘন্টা পরপর খাওয়াতে হবে।

সতর্কতাঃ

(১) পশুকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও সেঁতসেঁতে স্থানে রাখা যাবে না।
(২) অতিরিক্ত রোদ থেকে এনেই সঙ্গে সঙ্গে গোসল করানো যাবে না। ঠাণ্ডা হওয়ার পরে গোসল করাতে হবে। গোসলের পানি পরিষ্কার হ'তে হবে।
(৩) ছাগল ও মুরগীকে পানিতে বা বৃষ্টিতে ভিজানো যাবে না। কারণ, এদের অল্পতেই শ্বাস কষ্ট হয়।
(৪) সদ্য প্রসূত বাচ্চার নাভিতে বা শরীরে পানি ঢালা যাবে না।
(৫) সর্দি ভাব দেখলে কোন প্রকার ধোঁয়া দেওয়া যাবে না।
(৬) কলা ও আলু গাছ খাওয়ানো যাবে না।
(৭) ছাগল ও বাছুরকে অতিরিক্ত কুয়াশার মধ্যে মাঠে খাওয়ানো যাবে না।

অতএব আসুন! গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী আমাদের মূল্যবান সম্পদ হেতু যথাসময়ে এদের যত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হই।

(খ) মোরগ-মুরগীর বসন্ত রোগ

বসন্ত একটি ভাইরাসজনিত রোগ। আমাদের দেশে শীতের শেষে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। গ্রামের কিছু লোকের ধারণা যে, সরিষা খাওয়ার কারণে এই রোগ হয়। এ ধারণা মোটেও সঠিক নয়।

রোগ বিস্তারঃ সাধারণত আক্রান্ত মোরগ-মুরগী থেকে বাতাসে ও সংস্পর্শে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

লক্ষণঃ

(১) হঠাৎ করে মুরগী খাওয়া কমিয়ে দেয়।
(২) গায়ে জ্বর থাকে ও নিস্তেজ মনে হয়।
(৩) চোখে-মুখে ও ঝুঁটিতে ফুসকুড়ি দেখা যায়।
(৪) মাথার ঝুঁটি কালো হয়ে যায় ও ঝুলে পড়ে।
(৫) ২/৩ দিনের মধ্যে ফুসকুড়ি পেকে যায় ও পুঁজ হয়।
(৬) চোখের মধ্যে ফুসকুড়ি হ'লে চোখ নষ্ট হয়ে যায়।
(৭) ডিম পাড়া মুরগী ডিম বন্ধ করে দেয়।
(৮) অবশেষে খাওয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

(১) প্রথমে আক্রান্ত মোরগ-মুরগীকে পৃথক করে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

(২) পটাশ পারমাঙ্গানেট অথবা মারকিউরিক্রোম মিশ্রিত পানিতে তুলা ডুবিয়ে আক্রান্ত মুরগীর মুখমণ্ডল এবং আক্রান্ত অন্যান্য স্থান দিনে ২/৩ বার মুছে দিতে হবে।

(৩) ঔষধের মাত্রা বুঝে ৩/৪ ঘন্টা পর পর ঔষধ খাওয়াতে হবে।

(৪) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি লক্ষণ ভেদে খাওয়ানো যায়।-

(ক) Acconite Nep (একোনাইট ন্যাপ) ৩০/২০০ শক্তিঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় যখন জ্বর থাকে, ঘন ঘন পানি খাওয়া বুঝা যায়, তখন খাওয়াবে।

(খ) Antrim tert (এন্ট্রিম টার্ট) ৬/৩০ শক্তিঃ গুটিগুলি বের হওয়ার সময় শ্বাসকষ্ট বুঝা গেলে এবং হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকলে প্রয়োগ করা যায়।

(গ) Kalimure (ক্যালিমিউর) ২০০ শক্তিঃ গুটিগুলি শুকিয়ে যাওয়ার জন্য খাওয়াবে।

প্রতিকারঃ

(১) ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Prevention is better the cure 'রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই উত্তম'। তাই সব সময় সুস্থ পশু-পাখীকে পৃথক রাখতে হবে।

(২) সুস্থগুলি যাতে আক্রান্ত না হয়, সে জন্য **ম্যালেনড্রিনাম ২০০ শক্তি** ঔষধ আগেই খাওয়াতে হবে। ৭ দিনে ১ বার হিসাবে ২/৩ বার।

(৩) মনে রাখা দরকার যে, যারা বসন্ত রোগাক্রান্ত পশু-পাখি বা মানুষের চিকিৎসা ও সেবাযত্ন করবেন তাদেরকেও ঐ ম্যালেনড্রিনাম ২০০ শক্তি ঔষধ খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন।

(৪) আক্রান্ত পশু-পাখির আবাসস্থল প্রতিদিন জীবাণু নাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

(৫) কোন সুস্থ পশু-পাখিকে হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে গেলে অথবা হাট থেকে কিনে আনলে পৃথক ভাবে ১০/১২ দিন রাখার পরে বাড়ীর অন্যান্য সুস্থ পশু–পাখির সঙ্গে মিশাতে হবে। কারণ, ক্রয়কৃত বা ফেরত পশু-পাখির আগত জীবাণু দ্বারা সুস্থ পশু-পাখি আক্রান্ত হ'তে পারে।

(৬) মোরগ-মুরগীকে সেঁতসেঁতে পরিবেশে রাখা যাবে না। আবদ্ধ ও খাঁচায় পোষা মোরগ-মুরগীকে সবুজ জাতীয় শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

(ক) লোভী বণিক

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

বাদশাহ হারূণুর রশীদ নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এক অন্ধ ফকীর তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইল। তিনি ফকীরকে ভিক্ষা দিলেন। ফকীর ভিক্ষা পাবার পর স্বীয় কপালে সজোরে আঘাত করতে বলল। বাদশাহ আঘাত করতে ইতস্ততঃ করলে, ফকীর বলল, কপালে আঘাত না করলে দান ফিরিয়ে নিন। বাদশাহ অগত্যা তার কপালে মৃদু আঘাত করলেন। বাদশাহ বুঝলেন, এ ফকীরের নিশ্চয়ই কিছু জীবনেতিহাস আছে। তাই তিনি দরবারে এসে ফকীরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভিক্ষা পাবার পর কপালে আঘাত করতে বললে কেন?'

ফকীর তখন তার জীবনের ঘটনা বলতে শুরু করল। ফকীর বলল, 'আমি এই বাগদাদ শহরের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলাম। ব্যবসা পরিচালনার জন্য আমার ৪০টি উট ছিল। একদিন আমি ৪০টি উটে মাল বোঝাই করে দূরের এক শহরে মাল বিক্রি করে ফিরছিলাম। দেখলাম, পথে একটি গাছের ছায়ায় একজন ফকীর বসে আছে। আমিও খাবার জন্য ঐ গাছের নীচে বসলাম। আমরা দু'জনে মিলে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ফকীরের সাথে আমার কিছুটা হৃদ্যতা হয়ে গেল। ফকীর বলল, সামনের ঐ পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রচুর গুপ্তধন রয়েছে। আমি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি এর সন্ধান জানে না। ফকীরের সাথে চুক্তি হ'ল যে, সে ২০টি উটে মাল বোঝাই করবে, আর আমি ২০টি উটে মাল বোঝাই করব। অতঃপর আমরা দু'জনে উটগুলি নিয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম এবং সুড়ঙ্গ পথে উটগুলি প্রবেশ করিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দেখলাম, সেখানে এত সম্পদ স্তূপীকৃত অবস্থায় রয়েছে যে, ৪০টি কেন ১০০টি উটও বহন করে নিতে পারবে না।

অতঃপর আমি ২০টি উটে মাল বোঝাই করলাম। ফকীরও ২০টি উটে মাল বোঝাই করল। হঠাৎ দেখলাম, ফকীর কৌটার মত কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল। আমরা বের হয়ে এলাম। পথ চলতে চলতে আমার মনে হ'তে লাগল, এ ভাগ ঠিক হয়নি। তাই আমি ফকীরকে বললাম, তুমি ফকীর মানুষ, এত সম্পদে তোমার কি কাজ? আমাকে ১০টি উট ফিরিয়ে দাও। ফকীর তৎক্ষণাৎ ১০টি উট দিয়ে দিল। ক্ষণিকপরে আবার আমার মনে হ'তে লাগল, ফকীরের অর্থের কি প্রয়োজন আছে? তাই তাকে বললাম, তুমি সংসারত্যাগী ফকীর। তোমার অর্থের কি দরকার? অবশিষ্ট ১০টি উট আমাকে দিয়ে দাও। ফকীর মোটেও আপত্তি করল না। আমি ৪০টি উট নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। ফকীর এত সহজেই আমাকে সবগুলি উট ফিরিয়ে দিল কেন? আমার মনে হ'ল, ফকীর যে কৌটাটা কুড়িয়ে পেয়েছে নিশ্চয়ই এর কিছু তাৎপর্য আছে। আমি ঐ কৌটার বিষয় জানতে ফকীরের নিকট ফিরে আসলাম এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ফকীর বলল, এই কৌটায় এক প্রকার মলম রয়েছে। যা ডান চোখে লাগালে মাটির অভ্যন্তরে কোথায় কি সম্পদ লুক্কায়িত আছে সবই স্পষ্ট দেখা যাবে। আবার বাম চোখে লাগালে সাথে সাথে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

* সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ- বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

কোন কিছুতেই তাকে আর ভাল করা যাবে না। পরীক্ষা স্বরূপ আমি ফকীরকে আমার ডান চোখে মলম লাগিয়ে দিতে বললাম। মলম লাগানোর পর মাটির অভ্যন্তরের লুক্কায়িত সম্পদ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এখন আমার মনে হ'ল, বাম চোখে মলম লাগালে ফল আরো ভাল হবে। তাই আমি আমার বাম চোখেও মলম লাগাতে বললাম। ফকীর রাযী হচ্ছিল না। কিন্তু কেন যেন আমার যেদ চেপে বসল। আমার পীড়াপীড়িতে ফকীর বাম চোখে মলম লাগিয়ে দিল। সাথে সাথে আমি দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললাম। আমি অন্ধ হয়ে পথে বসে রইলাম। এদিকে ফকীর আমার সব উট নিয়ে চলে গেল। এই বাগদাদেরই কতিপয় বণিক ঐ পথে ফিরছিল। আমার এই অবস্থার কারণ জানতে পেরে তারা আমাকে শহরে পৌঁছে দিল।

অতঃপর আমার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এল। কিন্তু আত্মহত্যা করতেও পারলাম না। আমার এই পরিণতির জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। নিজ কৃতকর্মের শাস্তি হিসাবে কপালে আঘাত গ্রহণ সাব্যস্ত করলাম। আঘাত না করলে কারু দান আমি গ্রহণ না করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হ'লাম।

(খ) মৃত্যু থেকে পালাবার পথ নেই

*-মুহিববুর রহমান হেলাল**

'তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর' (নিসা ৭৮)।

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে একটি দীর্ঘ গল্প হযরত মুজাহিদ (রাঃ)-এর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব যুগে একজন স্ত্রীলোক গর্ভবতী ছিল। সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল এবং স্বীয় ভৃত্যকে বলল, 'যাও, কোন জায়গা হ'তে আগুন নিয়ে এসো'। ভৃত্যটি বাইরে গিয়ে দেখে যে, দরজার উপর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'স্ত্রীলোকটি কি সন্তান প্রসব করেছে'? ভৃত্যটি বলল, 'কন্যা সন্তান'। লোকটি তখন বলল, 'জেনে রেখো যে, এই মেয়েটি একশ' জন পুরুষের সাথে ব্যভিচার করবে এবং অবশেষে এখন স্ত্রীলোকটির সাথে যে ভৃত্যটি রয়েছে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আর একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হবে'।

একথা শুনে ভৃত্যটি অত্যন্ত মর্মাহত হল। সে ফিরে এসে মেয়েটির পেট কেটে দিল এবং তাকে মৃত মনে করল পলায়ন করে। কিছুক্ষণ পরে তার মা এসে মেয়ের এ অবস্থা দেখে পেট সেলাই করে দিল এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। অবশেষে মেয়েটির ক্ষতস্থান ভাল হয়ে গেল এবং সে বেঁচে গেল। ইতিমধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়। মেয়েটি যৌবনে পদার্পণ করে। উল্লেখ্য যে, মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। অতঃপর এই বয়স হ'তে মেয়েটি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

এদিকে ভৃত্যটি সমুদ্র পথে পালিয়ে গিয়ে বহু অর্থ উপার্জন করে। অতঃপর দীর্ঘদিন পর প্রচুর ধন-সম্পদ সহ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। ফিরে এসে সে গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং এ মর্মে গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধার মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করে।

উল্লেখ্য যে, ঐ গ্রামে ঐ মেয়েটি অপেক্ষা সুশ্রী মেয়ে আর কেউ ছিল না। তাই বৃদ্ধাটি তাকেই বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং মেয়েটি প্রস্তাব সমর্থন করলে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

অতঃপর একদিন আলোচনার মাধ্যমে মেয়েটি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বলুনতো, আপনি কে? কোথা হ'তে এবং কিভাবে এখানে এসেছেন? আপনি তো এই গ্রামে ছিলেন না'। লোকটি তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বলল, 'এই গ্রামে আমি জনৈকা স্ত্রীলোকের ভৃত্য ছিলাম। তার মেয়েকে হত্যা করে এখান থেকে পালিয়ে যাই এবং বহু বছর পর আবার এই গ্রামে ফিরে এসেছি'।

তখন তার স্ত্রী বলল, 'যে মেয়েকে আপনি মারার জন্য পেট কেটে পালিয়ে গিয়েছিলেন আমিই সেই মেয়ে'। এই বলে সে তার ক্ষতস্থানের দাগ দেখিয়ে দিল। তখন লোকটির বিশ্বাস হ'ল এবং মেয়েটিকে বলল, 'তুমি যখন ঐ মেয়ে তখন তোমার সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা জানার আছে। তা এই যে, তুমি কি আমাদের বিবাহের পূর্বে একশ' জন লোকের সাথে ব্যভিচার করেছ'? মেয়েটি তখন বলল, 'কথা ঠিকই, কিন্তু আমার গণনা মনে নেই'। লোকটি বলল, তোমার সম্বন্ধে আমার আরও একটি কথা জানা আছে। আর সেটি হ'ল, একটি মাকড়সা তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। তবে তোমার প্রতি আমার প্রচণ্ড ভালবাসা আছে। কাজেই আমি তোমাকে একটি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করে দিচ্ছি। তুমি সেখানে অবস্থান করবে। তাহ'লে সেখানে কোন মাকড়সা প্রবেশ করতে পারবে না।

অতঃপর লোকটি তার স্ত্রীর জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করল এবং তাকে সেখানেই বাস করতে দিল। কিছুদিন পর একদা তারা স্বামী-স্ত্রী ঐ প্রাসাদে বসে আছে। এমন সময় হঠাৎ ছাদের উপর একটি মাকড়সা দেখা দিল। মেয়েটি বলল, মাকড়সা কিভাবে আমার প্রাণ নেয় দেখি। আমিই বরং তার প্রাণ নিব। এই বলে সে চাকরকে মাকড়সাটি ধরে আনার নির্দেশ দিল। অতঃপর মাকড়সাটি পায়ের নীচে ফেলে দলিত করে মেরে ফেলল। এতে মাকড়সা মরে গেল ঠিকই; কিন্তু মৃত মাকড়সার শরীরের নির্যাস তার পায়ে আক্রমণ করল। বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে পা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর মেয়েটি মৃত্যুবরণ করল।[১]

উপদেশঃ বন্ধুগণ! এই পৃথিবীর জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই পৃথিবীতে যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু অবধারিত। মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেকটি আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' (আলে-ইমরান ১৮৫)। মৃত্যু থেকে পালাবার কোন উপায় নেই। এ মর্মে কবি যুহায়র বিন আবি সালমা বলেন,

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ
وَإِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ[২]

'মৃত্যু থেকে যতই পালাও
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি
যদিও সুদূর আকাশ পরে
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি'।[৩]

[কাব্যানুবাদঃ মাওলানা নূরুদ্দীন আহমেদ]

অতএব, আসুন! দুনিয়ার মায়াবী কুহকী জালে আবদ্ধ না হয়ে মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ করি এবং পরকালে মুক্তির পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন! আমীন!!

---

* *আলেম ২য় বর্ষ, হাড়াভাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা, গাংনী, মেহেরপুর।*

১. তাফসীর ইবনে কাসীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (প্রকাশকঃ মুহাম্মাদ ইউসুফ সিদ্দীক, বিনোদপুর বাজার, মির্যাপুর, রাজশাহী, ১৯৮৭ ইং) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮-১৪০।

২. মহিউদ্দীন খান, মু'আল্লাকায়ে আরবা'আহ আস সাব'আ মু'আল্লাকাত মা'আ শরহে উরদূ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি) পৃঃ ১৩৩।

৩. ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট ১৯৮৪) পৃঃ ৪৪ গৃহীতঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭, পৌষ-চৈত্র সংখ্যা।

কবিতা

আলোর আলো

-শরীফুল ইসলাম মুহাম্মাদী
গ্রাম- জাইগীর গ্রাম
ডাক- কানসাট
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

আর কতদিন দেরী?
আসবে আমার কাছে, হয়ে আমারি,
হে মোর অদেখা বন্ধু প্রিয়, নাশিতে বিভাবরী,
আর কতদিন দেরী?
আর কতদিন দেরী?
ধর্মের নামে যত গায় কুহেলিকা
ম্লান করেছে আলোর আলোক দীপিকা
যায় না বুঝা শিরক, নিফাক্ব, বিদ'আত
একি মহা প্রলয়েরই আলামাত!
যতসব ধর্মের আবর্জনা একে একে,
দিনে দিনে থেকে থেকে,
তোমাকে
শুধু তোমাকে
দূর করতে হবে আলোক বিচ্ছুরি।
আর কতদিন দেরী?
আর কতদিন দেরী?
যালেমের যুলুম,
মযলূম ছাহেবে-মা'লূম,
নীরব সবাই, কহেনা কথা,
বুঝেও বুঝে না ব্যথা,
পারিনা সহিতে দেখে শুনে,
অনেক দিন হ'ল তোমার পথ চেয়ে আঁখি ঝরে।
কাটে সময়, দিন গণে গণে।
সাথী হও আমি একা,
দেখে যাও, লেখো লেখা!
অন্যায় যেখানে তোল প্রতিবাদ গগণ বিদারী!
আর কতদিন দেরী?
আর কতদিন দেরী?
গহীন সায়রে মহাসত্য সূর্য,
নিমজ্জিত প্রায় বাজে না তুর্য,
উঠেনা দিকে দিকে রনিরানি,
বাতাসে বাতাসে স্বনি স্বনি;
আবির ফাগে রক্তের পোষাক পরে,
চুপি চুপি বলছ মোরে,
সাত সাগর পাড়ি দিয়া,
রহ আসিছি হে মোর বন্ধু প্রিয়া
হয়ে দারুণ গর্ভে পুঞ্জিত সত্য লাভা
করতে উদগীরণ আগ্নেয়গীরি।
দেরী নাই, আর নাই দেরী!
প্রস্তুত থেক, হে দুর্দম সত্য স্বপ্নচারী!
আর নাই দেরী?
আর নাই দেরী।
সত্য পথের আমি নির্ভিক সেনানী,
কেবা আরবী, কেবা কেনানী,
আমার থাকবেনা বিচার, দেমাগ
সবার জন্য রবে আমার চিত্ত সজাগ
ধর্ম-দেশ-জাতি মুক্তির তরে,
বলব কথা নির্ভয়ে নির্ভরে,
জলোচ্ছাসে, ঘুর্নি ঝড়ে,
কী-দিন, কী অন্ধকারে,
আমি অতন্দ্র প্রহরী।
সাত সাগরের কান্ডারী
দেরী নয়, আসিছি বন্ধুমম, আঁধারের বোরকা উতারী।
আর নাই দেরী!!

***

আজকের শিশু

-আব্দুল মুনায়েম
সোনাডাঙ্গা জমিদারবাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

আজকের শিশু
উৎসুক চোখে টোকা মারে আকাশে
নেই কোন সাড়া শিশু বলে,
অহংকার কর ভাই! আমার আকাশ তুমি,
হতেও পার কার জমিন!
ডুব দেয় সাগরে,
কুঁড়ে আনে মণি-মুক্তা যহরত;
দেখে ইতিহাস, আজগুবি কথা সব
মিল নেই কোন খানে।
আমি বলি চেয়ে দেখ বাস্তবে
অপসংস্কৃতি আর বিদেশী সজ্জায়
গাল ভরা গল্পে, ছুটে চলে লুটেরা
চিনে রাখ আজকের শিশুরা।

***

হোটেল নাইম ইন্টারন্যাশনাল
(আবাসিক)
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ
- সুসজ্জিত এ্যাটাচ্‌স বাথ
- PABX টেলিকম

আন্তরিক আতিথেয়তার পূর্ণ নিশ্চয়তার নির্ভরযোগ্য আবাসিক হোটেল
গণক পাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ- ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮
ঃ ৮৮-০৭২১-৭৭৫৬২৫

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

হাইকোর্টের রায়

সকল প্রকার ফৎওয়া প্রদান নিষিদ্ধ!

নওগাঁর একটি 'হিল্লা' বিবাহকে কেন্দ্র করে হাইকোর্ট গত ১লা জানুয়ারী সকল ধরনের ফৎওয়া দানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নওগাঁ যেলার সদর থানার কীর্ত্তিপুর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত আতিথা গ্রামের সাইফুল তার স্ত্রী শাহীদাকে তিন তালাক দেয়। এরপরও তারা বিবাহিত জীবন-যাপন করছিল। পরে হাজী আযীযুল হক নামক এক ব্যক্তির ফৎওয়ার কারণে 'হিল্লা' করার উদ্দেশ্যে শাহীদাকে স্বামীর চাচাতো ভাই শামসুলের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। এ সংবাদ গত ২রা ডিসেম্বর ২০০০ইং ঢাকার দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লে হাইকোর্ট বিভাগ নওগাঁর যেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও যেলা প্রশাসকের প্রতি সুয়োমোট রুল জারি করেন। আর এই রুলের ভিত্তিতে হাইকোর্ট গত ১লা জানুয়ারী 'হিল্লা' বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করতঃ সকল ধরনের ফৎওয়াদানকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে।

আদালত বলেছে, মুসলিম দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে ধর্মীয় নেতারা 'হিল্লা' বিয়ের যে ফৎওয়া দিয়ে থাকেন, তা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিপন্থী। বিচারপতি গোলাম রব্বানী এবং নাজমুল আরা সুলতানার সমন্বয়ে স্পেশাল বেঞ্চ এ রায় প্রদান করে।

রায়ে বলা হয়, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯০ ধারার অধীনে আযীযুল হকের বিচার হবে। তার এ অপরাধ শাস্তিযোগ্য। বিচারপতিগণ এ ব্যাপারে সংসদে আইন প্রণয়নের জন্যও সুপারিশ করেছেন। আদালত যেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে ফৎওয়াবাজদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণেরও সুপারিশ করেছে। এছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অপশাসন দূর করতে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মাদরাসার পাঠ্যসূচীতে মুসলিম পারিবারিক আইন অন্তর্ভুক্তকরণ এবং জুম'আর খুৎবায় খত্বীবকে এ ব্যাপারে আইনগত বক্তব্য তুলে ধরার জন্যও সুপারিশ করেছে। এছাড়াও ফৎওয়া জারির ঘটনাগুলোকে যেন যেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা দ্রুত আমলে নেন, সেজন্য হাইকোর্ট তাদেরকেও সতর্ক করে দিয়েছে।

সবধরনের ফৎওয়া বন্ধের ব্যাপারে হাইকোর্টের প্রদত্ত রায় গ্রহণযোগ্য নয়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক বিবৃতিতে বলেন, নওগাঁয় একটি হিল্লা বিবাহের ফৎওয়া দানকে কেন্দ্র করে দেশের হাইকোর্ট যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে 'সবধরনের ফৎওয়া প্রদানকে নিষিদ্ধ' ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও সাথে সাথে দেশের ও প্রতিবেশী দেশের ইসলাম বিরোধী মহল সেটাকে নিয়ে যেভাবে লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করেছে, তাতে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, 'হিল্লা' প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা একটি জাহেলী প্রথা। 'রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারী ব্যক্তিকে ও যার জন্য হিল্লা করা হয়েছে, উভয়কে লা'নত করেছেন' (*দারেমী, মিশকাত হা/৩২৯৬, 'তিন তালাক' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ*)। অন্য হাদীছে হিল্লাকারীকে 'ভাড়াটে ষাঁড়' বলা হয়েছে (*হাকিম, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৭৩৬ হাদীছ ছহীহ*)। হিল্লা বিবাহের নামে মুসলিম সমাজে টিকিয়ে রাখা এই কু-রুচিকর প্রথাকে অবশ্যই বাতিল করা উচিত। দেশের মান্যবর আলেম সমাজকে এ বিষয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়ত বিষয়ক প্রশ্নের জবাবকেই 'ফৎওয়া' বলা হয়। যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমগণই ফৎওয়া দানের অধিকার রাখেন। মুসলিম উম্মাহ চিরকাল যোগ্য আলেমের নিকটে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করেছে, আজও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। এটা জনগণের চিরন্তন মৌলিক অধিকার। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারু নেই।

তিনি বলেন, ইসলামী শরীয়তের কোন বিষয়ে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের বিচারকদের কিছুই বলার নেই। কারণ, ইসলামী বিধান জারি করার মত সাংবিধানিক অধিকার তাদের নেই। অতএব ফৎওয়া নিষিদ্ধ করার বিষয়ে তাদের দেওয়া কোন রায় ঈমানদার জনগণ কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারে না।

তিনি মাননীয় আদালতকে ইসলামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে স্ব স্ব পরকালীন মুক্তির স্বার্থে দেশে পূর্ণভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার আবেদন জানান।

[বিবৃতিটি ১৪ জানুয়ারী দৈনিক সংগ্রাম ও ১৫ জানুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়।]

সাতক্ষীরায় ৮ লাখ বানভাসী তীব্র শীতে দিশেহারা ॥ সরকারী দলের লোকেরা বস্ত্র পেলেও দুস্থরা পায়নি

সাতক্ষীরা যেলায় প্রচণ্ড শীতে গরীব সাধারণ মানুষসহ ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। গত অক্টোবরে মাসব্যাপী ভয়াবহ বন্যায় সাতক্ষীরার প্রায় ৮ লাখ মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়ে। তারা তাদের আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় পোশাকও হারায়। সরকার যে বস্ত্র বিতরণ করেছে তা সর্বস্তরে পৌঁছেনি। সরকারী দলের সমর্থকরা কিছু বস্ত্র পেলেও প্রকৃত দুস্থ ও গরীব পরিবারের সদস্যরা বঞ্চিত হয়েছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যা থেকে সাতক্ষীরায় মারাত্মক শীত পড়ার কারণে বানভাসী পরিবারগুলো অসহায় হয়ে পড়ে।

শীতের প্রকোপে ছিন্নমূল মানুষ খড়-কুটোতে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করে। বেসরকারীভাবে বন্যার পর কিছু গরম কাপড় বিতরণ করা হয়েছিল। যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। বিশেষ করে বস্তিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনাতীত। বস্তিবাসীরা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কাজকর্ম যোগাতে না পেরে তাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

দেশে ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে কিন্তু মানা হচ্ছে পুঁজিবাদী নিয়ম

-মাওলানা উবায়দুল হক

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খত্বীব ও প্রাইম ব্যাংক শরীয়াহ কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান মাওলানা উবায়দুল হক গত রামাযান মাসে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছেন, দেশে ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে কিন্তু যথাযথ ইসলামী নিয়ম-কানুন না মেনে তদস্থলে পুঁজিবাদী নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পবিত্র রামাযান মাস হচ্ছে ইসলামী নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার মাস। তাই এ মাসেই সকলকে ঈমানদারীর মাধ্যমে সর্বত্র ইসলামী নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ অনুসরণ করে তা আত্মস্থ করার প্রয়াস চালাতে হবে।

বিশ্বব্যাংক ও উন্নত বিশ্বের প্রেসক্রিপশন বাংলাদেশের জনমানুষের কল্যাণে আসেনি

- সার্ক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম

বিশ্বব্যাংক ও উন্নত বিশ্ব কঠিন শর্তের ঋণ এবং জনস্বার্থবিরোধী প্রযুক্তি চাপিয়ে দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষণ করছে। বাংলাদেশও এই শোষণের শিকার। ভারত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জোরালো প্রতিবাদ করায় বাংলাদেশের চেয়ে কম শোষণের শিকার বলে 'সার্ক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম' গত ২২শে ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেছে।

সার্ক ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম এপেক্স বডির সেক্রেটারী জেনারেল এ,কে,এম,এ হামীদ, সংগঠনের কো-চেয়ারম্যান রফীকুল ইসলাম ভূঁইয়া, কাযী লুৎফর রহমান কবীর, এমএ মতীন, আইডিবি'র কর্মকর্তা মুহাম্মাদ শাফা'আত আলী, খুলনা, মাগুরা, গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট থেকে আগত আইডিবি'র সদস্যগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব এম,এ, হামীদ বলেন, উন্নয়নের নামে যোগাযোগ খাতে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট এবং বিদ্যুৎ ও পানি খাতে বিগত সময়ে চাপিয়ে দেয়া বিশ্বব্যাংক ও উন্নত বিশ্বের প্রেসক্রিপশন বাংলাদেশের জনমানুষের কল্যাণে আসেনি; বরং এক ধরনের ক্ষতির উপকরণে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সাতক্ষীরা অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ, ঢাকার পানিপ্রাপ্তির জন্য টিউবওয়েল পদ্ধতি এবং ওয়াসার জন্য জেনারেটর ক্রয়ের কথা উল্লেখ করেন।

পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে ছিনতাই হচ্ছে

-পুলিশ কমিশনার

রাজধানীতে ছিনতাইয়ের ভয়াবহতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার মতীউর রহমান। গত ২২শে ডিসেম্বর তিনি ওয়ারলেসে সকল পুলিশ অফিসারের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ছিনতাই বেড়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে ছিনতাই হচ্ছে। আপনারা আরো তৎপর হৌন। ছিনতাই প্রতিরোধ করুন'। পুলিশ কমিশনার যখন নিজেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তখন রাজধানীতে ছিনতাইয়ের ভয়াবহতা আসলেই কতটা প্রকট তা সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন রাজধানীর প্রায় প্রতিটি অলিতে-গলিতে ছিনতাই হচ্ছে। কোথাও কোথাও গণছিনতাইও হচ্ছে। জনসমাগম স্থলগুলোতে ও মার্কেট এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করায় সেসব এলাকায় ছিনতাই কমলেও বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইকারীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। ফলে মার্কেটের সামনে ছিনতাই না হ'লেও ক্রেতারা মার্কেটে যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ছে।

১০ মিনিটে ১৮ ছিনতাইঃ গত ২১শে ডিসেম্বর রাত পৌনে ৮টা থেকে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে মোহাম্মদপুর থানার শ্যামলী ও মিরপুর থানার কল্যাণপুর বক্স কালভার্ট সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে এই গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। একদল ছিনতাইকারী রাস্তার ওপর টেম্পো, বেবীট্যাক্সি, রিকশা আটকিয়ে যাত্রীদের মালামাল ছিনিয়ে নেয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই কমপক্ষে ১৮ জন ছিনতাইয়ের শিকার হন।

২০০০ সালে দেশে সাড়ে ৩ হাযার হত্যাকাণ্ড!

২০০০ সালে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৩ হাযার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সরকারের একজন যুগ্ম সচিবসহ চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি। এর মধ্যে যশোরে সাংবাদিক শামসুর রহমান, লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা এডভোকেট নূরুল ইসলাম, বাগেরহাটে এডভোকেট বড়াল, ঢাকায় বিএনপি নেতা এডভোকেট হাবীবুর রহমান, ব্যবসায়ী ইফতেখার আহমাদ শিপু, কলেজ ছাত্রী রুশদানিয়া বুশরা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রাজধানীতে বেশ ক'টি ডাবল ও ট্রিপল মার্ডার সংঘটিত হয়, যা অন্যান্য বছরের তুলনায় রেকর্ড পরিমাণ।

উক্ত বছরে সারাদেশে গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছে ৯ জনেরও বেশী। এ সময়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় ২৩৪ জন, সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলীতে নিহত হয় ৫৬ জন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫৩ জন ও জেল, কোর্ট, পুলিশ হেফাযতে ৭০ জন। বছরে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৮৬টি। পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৩ জন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, বিশ্বব্যাপী তিনি বন্ধু হারাচ্ছেন

-মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি স্পোকসম্যান ফিলিপ রিকার বলেছেন, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। বিশ্বব্যাপী তিনি বন্ধু হারাচ্ছেন। গত ১৮ই ডিসেম্বর পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং কালে এক প্রশ্নের জবাবে রিকার একথা বলেন। মিঃ রিকার আরো বলেন, ওয়াশিংটনে ক্লিনটন প্রশাসন থেকে নয়া বুশ প্রশাসনে উত্তরণের জোর প্রস্তুতি চলছে। বাংলাদেশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই মর্মে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, বুশ প্রশাসন দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের নীতিকে আরো জোরদার করবে। দক্ষিণ এশিয়াকে 'পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি অগ্নিগর্ভ স্থান' বলে মনে করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ওয়াশিংটন প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ মহল ও রাজনৈতিক পণ্ডিতরা মনে করেন যে, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সংযম অবলম্বন করা যরূরী এবং এই সংযম অবলম্বনই হবে একটি সুস্থ পদক্ষেপ। অন্যথায় সংবাদপত্র এবং বিচার বিভাগের উপর আক্রমণ চালানোর যে কোন অজুহাতই নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে। মিঃ রিকার বলেন, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য তিনি

কী পদক্ষেপ নেন, ওয়াশিংটন সেদিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে।

জেনারেল হারূণ নতুন সেনাপ্রধান

মেজর জেনারেল এম হারূণ-অর-রশীদ (বীর প্রতীক আরসিডিএম পিএসসি) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন। গত ২৪শে ডিসেম্বর তার নিয়োগ কার্যকর হয়। তিনি লেঃ জেনারেল মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান (বীর বিক্রম এনডিসি পিএসসিসি)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপন অনুসারে মেজর জেনারেল এম হারূণ-অর-রশীদ (বীর প্রতীক আরসিডিএস পিএসসি) কে ২৪শে ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল র‍্যাংকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রুড লবণের মারাত্মক সংকটে দেশের লবণ কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

ক্রুড লবণের মারাত্মক সংকট দেখা দেয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের ২২টি কারখানার মধ্যে ১৬টি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাকীগুলোও বন্ধ হওয়ার পথে। কারখানার মালিকরা সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে। ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজির কারণে কক্সবাজারের লবণ এখানে আসতে পারছে না। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, সরকার টিসিবিকে ২ লাখ টন ক্রুড লবণ আমদানীর অনুমতি দিয়েছে। ভারতীয় একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দেড় লাখ টন ক্রুড লবণ সরবরাহ করার জন্য টিসিবির সাথে চুক্তিবদ্ধ হ'লেও মাত্র ৫০ হাযার টন সরবরাহ করার পর লেনদেনে সন্তুষ্ট করতে না পেরে আর মাল সরবরাহ করেনি। টিসিবি উক্ত ৫০ হাযার টন মাল চট্টগ্রামে খালাস করে অর্ধেক মাল খোলা বাজারে বিক্রি করে। অথচ আয়োডিন যুক্তকরণ ছাড়া খোলা বাজারে লবণ বিক্রি দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ। কারখানা মালিকরা যে লবণ পেয়েছিল তা দিয়ে কিছুদিন কারখানা চালু থাকলেও অধিকাংশ কারখানা কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানা মালিকরা টিসিবিসহ সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে যে, এর মধ্যে ক্রুড লবণ না পাওয়া গেলে সকল কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

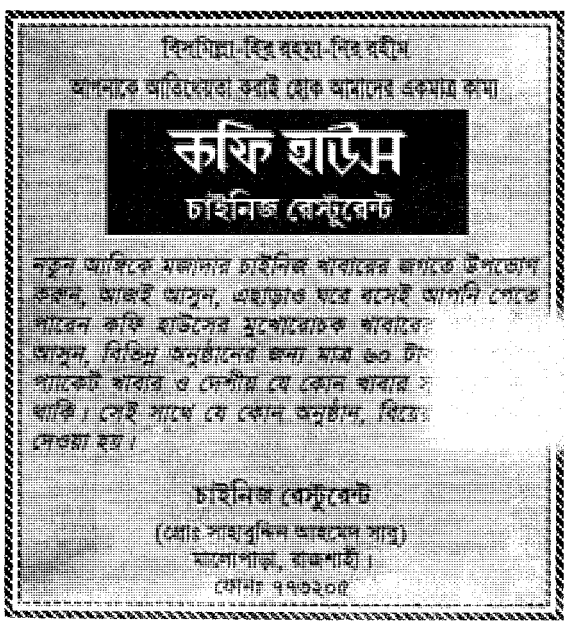

বিদেশ

ভারতে শিক্ষাবঞ্চিত শিশু শ্রমিক ১ কোটি ৩৯ লাখ

ভারতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬ ভাগ হচ্ছে শিশু। এদের মধ্যে বেশিরভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এরা ভারতের বিভিন্ন সেক্টরের কল-কারখানায় শিশু শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত। 'ইউনেস্কো'র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে ১ কোটি ৩৯ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। এসব শিশু শ্রমিকের বয়স ৫ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এরা শিশু শ্রমিক হিসাবে কর্মে নিয়োজিত থাকার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

২০০০ সালে বিশ্বে ৬২ জন সাংবাদিক নিহত

২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ৬২ জন সাংবাদিক কর্মরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বব্যাপী যে অপরাধ, দুর্নীতি অথবা রাজনৈতিক অসামান্যতা বিরাজ করছে, সাংবাদিকদের তা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হয়। আর এ কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করতে গিয়েই সাংবাদিকরা নিহত হয়েছেন। 'আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ফেডারেশন' গত ১৯শে ডিসেম্বর এ তথ্য প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে, এ বছরই বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশী সাংবাদিক দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

ভেঙ্গে দেয়া মসজিদের উপর মন্দির নির্মাণ ঠিক হবে না

-অমর্ত্য সেন

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, ভারতে ধর্মান্ধ রাজনীতির উত্থানের ফলে সে দেশে জ্ঞানার্জন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এক মৌলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত ২রা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতায় 'ভারত ইতিহাস কংগ্রেসে'র ৬১তম অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন, এ সংকীর্ণ রাজনীতির উত্থানের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘ মেয়াদী। তিনি বলেন, সব জায়গাতে রাজনৈতিক শক্তিগুলো দেশের মৌলিক ভিতে বিপজ্জনকভাবে আঘাত করতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, রামায়ণের মত মহাকাব্যকে ইতিহাসের দলীল হিসাবে নয়; বরং তাকে মহান সাহিত্য ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিভূ হিসাবে দেখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে নতুন করে ভেঙ্গে দেয়া মসজিদের ওপর মন্দির নির্মাণ ঠিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনেকটা একই কথা বলেন। তিনি বলেন, ভারতের নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী ইমারত দেশের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে এবং এসব ইমারত বিকৃত করায় রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে ঐতিহাসিকদের ব্যর্থ করতে হবে।

জাতিগত সংঘাতে শ্রীলংকায় ৬৪ হাযার লোক নিহত!

গত বছরে শ্রীলংকায় জাতিগত সংঘাতে প্রায় ৪ হাযার লোক নিহত হয়েছে। সামরিক বাহিনী বলেছে, এ নিয়ে ১৮ বছরের যুদ্ধে আনুমানিক ৬৪ হাযার লোক নিহত হ'ল। সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার সনৎ করুণারত্নে বলেছেন, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীসহ গত বছর নিরাপত্তা বাহিনীর ১ হাযার ৪ শ' ৬৪ জন

সৈন্য নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, একই সময়ে ২ হাযার ৪শ' ৩৩ জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছে। বিদ্রোহী 'লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম' (এলটিটিই) বলেছে, ১৯৮৩ সালে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংখ্যালঘু তামিলদের আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তক্ষয়ী অভিযান শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত তাদের ১৬ হাযার ৩শ' ৩৩ জন গেরিলা প্রাণ হারিয়েছে। উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকায় ১ কোটি ৯০ লাখ লোকের মধ্যে ১৯ শতাংশ তামিল।

পশ্চিমবঙ্গে যত্রতত্র ধূমপান করলে বা থুথু ফেললে ১ থেকে ৫ হাযার টাকা জরিমানা

পশ্চিমবঙ্গে আর যত্রতত্র ধূমপান করা চলবে না। চলবে না যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা। যত্রতত্র ধূমপান বা থুথু ফেললেই ১ হাযার থেকে ৫ হাযার টাকা জরিমানা হ'তে পারে। এমনকি তিন মাসের জেলও হ'তে পারে। শুধু তাই-ই নয়, ১৮-এর কম বয়সী কেউ সিগারেট বা তামাক জাতীয় কোন দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে না। করলে তাদেরও জরিমানা হবে। হ'তে পারে জেলও। তবে তাদের জরিমানার পরিমাণ হবে ১ থেকে ২ হাযার টাকা।

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রেলষ্টেশনে সিগারেট বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মস্থান, সরকারী ও বেসরকারী অফিস, হাসপাতাল, বাস, ট্রাক, এমনকি সভা-সমিতিতেও ধূমপান নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কলকাতা শহরের বেশ কয়েকটি জনবহুল এলাকাকে 'নো স্মোকিং জোন' করারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ ধূমপান এবং ফুৎকার বিরোধী আইন' খসড়া তৈরী হয়েছে। আগামী বিধানসভার অধিবেশনে ধূমপান বিরোধী এই বিলটি পেশ করবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে আসাম, তামিলনাড়ু, গোয়া, হিমাচল প্রদেশে এই আইন চালু করা হয়েছে।

বিল গেটস একাই দিলেন ১৪৪ কোটি ডলার

মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মাসহ বিশ্ব স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধের জন্য গত বছর ১৪৪ কোটি ডলার ব্যয় করেছেন। তিনি এখন এ খাতে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে আরও বড় অংকের অর্থের প্রতিশ্রুতি দেখতে চান। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো একত্রে যে ৫ শ' কোটি ডলার ব্যয় করেছে 'বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনে'র অনুদানের পরিমাণ এর একচতুর্থাংশের বেশী। বিল গেটস বলেন, এটা স্পষ্ট যে, ধনী দেশগুলো এ জন্য বেশী কিছু করছে না।

ওয়াশিংটনের রেডমণ্ড অফিস থেকে বোস্টন গ্লোবের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশ্ব তার সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাচ্ছে না। গত বছর ফাউণ্ডেশন ৬০টি পৃথক অনুদান দিয়েছে। গেটস বলেন, ফাউণ্ডেশন আমার জীবদ্দশায় ও তারপরও প্রতিবছর ১ শ' কোটি ডলার করে বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য অনুদান দিয়ে যাবে। ১৯৯৭ সালে বিল গেটস ও তার পত্নী এই ফাউণ্ডেশন গঠন করেন। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় বৈষম্য হচ্ছে এই যে, বিশ্বের ১শ' কোটি লোক চিকিৎসা ভোগ করে, কিন্তু তার সমপরিমাণ সুবিধা বাকী ৫শ' কোটি লোক ভোগ করে না। উল্লেখ্য, কম্পিউটার জগতে মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকান নাগরিক বিল গেটস এখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি।

প্রায় ৩০০ রোগীকে হত্যা করেছেন বৃটেনের এক ডাক্তার!

বৃটেনের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রায় ৩০০ রোগী হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ১৫ জন রোগিণী হত্যার দায়ে ইতিমধ্যেই উক্ত ডাক্তারের কারাদণ্ড হয়েছে। তদন্তে আভাস পাওয়া গেছে যে, ইতিপূর্বে তার হাতে আরও অন্তত ২৫০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক হিসাবে প্রমাণিত উক্ত বৃটিশ চিকিৎসকের নাম হ্যারল্ড শিপম্যান। গত ৫ই জানুয়ারী বৃটেনের সরকারী ঘোষণায় এ কথা বলা হয়। ডাঃ হ্যারল্ড শিপম্যান বৃটেনের বাণিজ্য কেন্দ্র ম্যানচেষ্টারের কাছে হার্ট-এর একজন জেনারেল প্রাকটিশনার ছিলেন। গত বছর ফেব্রুয়ারীতে ১৫ জন বয়স্ক মহিলাকে হেরোইন ইনজেকশন পুশ করে পর্যায়ক্রমিক হত্যার অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। বৃটেনে পর্যায়ক্রমিক হত্যার ইতিহাসে এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা হিসাবে মনে করা হচ্ছে। ৫৫ বছর বয়স্ক ডাঃ শিপম্যান প্রায় ২৪ বছর ধরে ডাক্তারী পেশার সাথে জড়িত। তদন্তে দেখা গেছে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ঐ এলাকায় অন্যান্য ডাক্তার যে মৃত্যুর রিপোর্ট দিয়েছেন, তাদের চেয়ে তিনি ২৯৭টি বেশী মৃত্যুর রিপোর্ট পেশ করেছেন। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তিনি সবার অজান্তে এত হত্যাকাণ্ড ঘটালেন কিভাবে? কর্তৃপক্ষ এর জন্য তদন্ত টিম গঠন করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তদন্তে আরও বেশী হত্যাকাণ্ডের তথ্য প্রকাশ হ'তে পারে। উল্লেখ্য, এই হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তার পর্যায়ক্রমিক হত্যাকাণ্ড বিশ্বরেকর্ডে স্থান পেতে পারে এবং সেজন্যই হয়ত তিনি এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

ইসরাঈল পানি শূন্য হয়ে যাচ্ছে?

পানি বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসরাঈল ২০১৫ সালে বা তারও পূর্বে পানি শূন্য হয়ে যাবে। সেদিন ইসরাঈলে কোন বিশুদ্ধ পানি থাকবে না। এমনকি কোন রিসাইকেল বা আবর্জনাশীল পানি ও কৃষি কাজ বা শিল্প কারখানার জন্য পাওয়া যাবে না। বন্য পশু-পাখি মারা যাবে। কূপগুলো শুকিয়ে যাবে। হ্রদগুলো পানি শূন্য হয়ে যাবে। নদী ও শাখা নদী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে প্রচণ্ড পানির অভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য অনেকের জানা নেই। প্রতিবছর ইসরাঈলে মোট ৫২৮ বিলিয়ন গ্যালন পানির প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিবছর উপযোগী পানি পাওয়া যায় ৪৭৫ বিলিয়ন গ্যালন। ঘাটতি রয়েছে ৫৩ বিলিয়ন গ্যালন। এছাড়া সেখানে যে পানি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রেট মিশ্রিত, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পানির জন্য ইহুদী ন্যাশনাল ফাণ্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ইসরাঈল অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক পানি সংকটে পড়তে যাচ্ছে। অনেকে এটাকে আল্লাহ্র দেয়া গযবের পূর্ব সংকেত বলে মনে করছেন।

সুদের হার কমানোর পক্ষে আইএমএফ!

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল 'আইএমএফ'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোস্ট কোহলার যুক্তরাষ্ট্রের কর হ্রাস ও সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। গত ৮ জানুয়ারী লন্ডনের ফিনেন্সিয়াল টাইমস পত্রিকা লিখেছে, বিশ্ব অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আশ্বস্ত করে কোহলার বলেন, বিশ্ব

অর্থনীতির এই মুহূর্তে কাজ হচ্ছে প্রবৃদ্ধিকে রক্ষা করা। এটা আমাদের আশার কথা যে, একটু দেরীতে হ'লেও পাশ্চাত্য শক্তিগুলি 'মানব বিধ্বংসী সুদী ব্যবস্থার' কুফল বুঝতে পেরেছেন।

এল সালভাদরে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত আড়াইশ' ॥ হাযার হাযার নিখোঁজ

গত ১৩ই জানুয়ারী মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে এল সালভাদরেই কমপক্ষে আড়াই শতাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে এবং হাযার হাযার লোক নিখোঁজ হয়েছে। ভূমি ধ্বসের ফলে প্রায় ২৬০টি বাড়ী-ঘর মাটিচাপা পড়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানা গেছে। সালভাদরে যরূরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সালভাদর কর্তৃপক্ষ যরূরীভাবে আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৭। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গত ২০ বছরে এ অঞ্চলে এত বড় ভূমিকম্প আর হয়নি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই দেশটি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতি জানা যায়নি।

খরা ও যুদ্ধই হবে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ

জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী গত ৮ জানুয়ারী এই পূর্বাভাস দিয়েছে যে, এ বছর যুদ্ধ ও খরাই হবে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ এবং এর ফলে বিশ্বে লাখ লাখ লোক দুর্ভোগের শিকার হবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন বাতিনি বিশ্বের দুর্ভিক্ষের মানচিত্র তুলে ধরে বলেন, আজকে বিশ্বের প্রায় ৮৩ কোটি লোক পুষ্টিহীনতার শিকার এবং এদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী। রোম ভিত্তিক সংস্থার প্রধান বাতিনি বলেন, আমরা সবচেয়ে মারাত্মক প্রবণতা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে সুদান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, সিয়েরালিয়ন, গিনি ও তাজাকিস্তানসহ সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোতে যেখানে একই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্টি উভয়বিদ সংকটজনক অবস্থা বিরাজ করছে। খরাপীড়িত দেশগুলির অধিকাংশই এশিয়ার, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। সবচেয়ে বেশী সংকট আফ্রিকার দেশগুলির। সেখানে প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের খাদ্যাভাব রয়েছে।

ভারতে ভয়াবহ ভূমিকম্প ॥ হাযার হাযার লোকের মৃত্যু

গত ২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৮-৪৬ মিনিটে উপমহাদেশের ৪টি দেশ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে স্মরণকালের এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছে ভারতের গুজরাট রাজ্যের। এ ভূমিকম্প বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যা ২০ থেকে ৩০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। তবে আহমেদাবাদের নাগরিকরা জানান উক্ত ভূমিকম্প ৪৫ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। রিকটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। তবে স্থানভেদে এর মাত্রা বিভিন্ন রকমের। যেমন পাকিস্তানের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ২। এনজিআর আই পরিচালক হর্ষ কে গুপ্ত বলেন, এই প্রচণ্ড ভূমিকম্প সহ এ পর্যন্ত সেখানে ২৫০ বার ভূকম্পন হয়েছে। তার মতে তীব্রতার দিক থেকে ইহা বিশ্বের অন্যান্য ভূমিকম্পের মতই ভয়াবহ।

এই মারাত্মক ভূমিকম্পের ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রাণহানির সংখ্যা ২০ হাযার ছাড়িয়ে গেছে। তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ মৃতের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ভূমিকম্পে দু'লাখেরও বেশী লোক আহত হয়েছে। তবে বৃটিশ সরকার জানায় ৫ লাখ লোক গৃহহীন এবং ৫০ হাযার আহত হয়েছে। হাযার হাযার লোক এখনও ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকা পড়ে আছে। গুজরাট রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পাণ্ডে বলেন, এই রাজ্যে প্রায় ১০০ ভবন ধ্বংস হয়েছে। বিবিসি'র খবরে বলা হয়েছে, ভেঙ্গে পড়া ভবনগুলোর মধ্যে ৮/১০ তলা বা তদূর্ধ্বের বহুতল ভবনও রয়েছে। ধ্বংসস্তুপের শীর্ষে আছে গুজরাটের ভুজ ও আহমেদাবাদ শহর। ভুজে একটি বিদ্যালয়ে ৪শ' শিশু চাপা পড়ে মারা গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে এবং সেখানকার বিমান ঘাঁটিও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহমেদাবাদের মনিনগর এলাকায় একটি ভবন ধ্বংস হয়ে ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও বেশ কয়েকজন শিক্ষক নিহত হয়েছে। এই ভূমিকম্পের ফলে শহরে বিদ্যুৎ লাইন, টেলিফোন লাইন, পানির সংযোগ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

ভূমিকম্পে দুর্গতদের জন্য বিশ্বের বহু দেশ সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। পাকিস্তান ত্রাণসামগ্রীসহ একটি বিমান প্রেরণ করেছে। বৃটেন ৪৫ লাখ ডলার মূল্যের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী উদার হস্তে ত্রাণ তহবিলে দান করার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

MEATLOAF
Fast Food, Kabab & Ice-creem Parlor
এছাড়াও...
❑ বিভিন্ন প্রকার বার্থডে কেক ❑ বিরিয়ানী
❑ কাচ্চি বিরিয়ানী ❑ তেহেরী ❑ হালিম
অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।
নতুন বৎসরের শুভ কামনায় MEATLOAF
সাহেব বাজার (জিরো পয়েন্ট)
(সিনথিয়া কম্পিউটারের নীচে)
রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭৩২৮৭

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

মুসলিম জাহান

ঈদের ছালাত আদায়ে বাধা প্রদান ॥ গুলিতে নিহত ২৫, আহত শতাধিক

পবিত্র রামাযান মাসের ছিয়াম সাধনার পর বিশ্বের প্রায় সর্বত্র কোটি কোটি মুসলমান পরম খুশির 'ঈদুল ফিৎর' উদযাপন করলেও প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলের হাযার হাযার রোহিঙ্গা মুসলমান ঈদ উদযাপন করতে পারেনি। সীমান্তের ওপার থেকে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে একথা জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, মুসলিম প্রধান আরাকান রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বর্মী সামরিক জান্তা মুসলমানদের ঈদ সমাবেশে বাধা প্রদান করে। কয়েক স্থানে সামরিক বাধা উপেক্ষা করে মুসলমানরা ঈদের ছালাত আদায় করার জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করলে সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র মুছল্লীদের উপর গুলীবর্ষণ করে। এতে ২৫ জন নিহত এবং শতাধিক মুসলমান আহত হয়।

সূত্র মতে জানা গেছে, ঈদের দিন সকালে বুছিদং ও রাছিদং এলাকার ৯/১০টি গ্রামের কয়েক হাযার মুসলমান ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য জমায়েত হ'তে থাকলে শান্তি ভঙ্গের আশংকায় বর্মী সৈন্যরা তাদের বাধা দেয়। মুছল্লীরা সৈন্যদের মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ঈদগাহে জমায়েত হ'তে থাকলে সৈন্যরা তাদের উপর গুলীবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুসহ ২৫ জন নিহত এবং শতাধিক মুছল্লী আহত হয়।

ফিলিস্তীনী জনগণকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

-জিসিসি

তেলসমৃদ্ধ ৬টি উপসাগরীয় দেশ ফিলিস্তীন শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তীনীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং দাবী করেছে যে, ফিলিস্তীনী জনগণকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মানামায় উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ 'জিসিসি'র শীর্ষ বৈঠক শেষে চূড়ান্ত ঘোষণায় সঊদী আরব, কুয়েত, বাহরায়েন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃবৃন্দ মার্কিন উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনার কাঠামোয় কার্যরত ফিলিস্তীনী আলোচনাকারীদের প্রতি পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরাঈলের প্রতি ১৯৯১ সালের মাদ্রিদ সম্মেলনের নীতিমালা মেনে চলতে চাপ দেয়ার আহ্বান জানান। জিসিসি জনগণকে সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। ঘোষণায় অধিকৃত এলাকাগুলো থেকে ইসরাঈলীদের অপসারণের দাবী জানানো হয়। এতে উপসাগরীয় অঞ্চল ও মধ্যপ্রাচ্যকে পারমাণবিক বোমাসহ সব ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা করার দাবী জানানো হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম কার্পেট এখন ওমানে

৩১ কোটি টাকা মূল্যের বিশ্বের বৃহত্তম কার্পেট ইরান থেকে ওমানে পাঠানো হয়েছে। কার্পেটটির উপরিভাগ ৫ হাযার বর্গমিটার এবং এর ওযন হচ্ছে ২২ টন। প্রায় ৩১ কোটি টাকা মূল্যের এই বিস্ময়কর কার্পেটে রয়েছে ১৭০ কোটি গ্রন্থি। তিন বছরে ৫০০ বয়নকারী কার্পেটটি বুনেছে। ওমানের রাজধানী মসকটে কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদে এই কার্পেট ব্যবহৃত হবে। সম্পূর্ণ ইরানী ঐতিহ্যে তৈরী এই কার্পেটের নকশা করতে প্রায় ৮ মাস সময় লেগেছে। এতে রয়েছে ৪২টি খণ্ড। বৃহত্তম খণ্ডের মাপ ১২শ' বর্গমিটার এবং ক্ষুদ্রতম খণ্ডের মাপ ২৪ বর্গমিটার।

জর্দানের বাদশাহ নিজ জমি বিক্রি করে সৈন্যদের বর্ধিত বেতন দিবেন

জর্দানের ১ লাখ শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বর্ধিত খরচ মিটানোর লক্ষ্যে সে দেশের বাদশাহ আব্দুল্লাহ দ্বিতীয় কিছু নিজস্ব জমি বিক্রি করে তা পূরণ করবেন। এভাবে তিনি জাতীয় বাজেটের ৪০ কোটি দীনার (৫৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার) ঘাটতি পুষিয়ে নেবেন। এ খবরটি সে দেশের ৩টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের সেনাবাহিনী আধুনিক করণের বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা ২০০১ সালের বাজেটে অর্থাভাবে ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছে। কারণ বাজেটে ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য তিনি তার নিজস্ব জমি বিক্রি করবেন বলে জানান।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ব্যাপক অবরোধ আরোপ

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে গত ১৯শে ডিসেম্বর ব্যাপক ভিত্তিক অবরোধ আরোপ করেছে। এদিকে তালেবান কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের এই অবরোধকে প্রত্যাখ্যান করে এই সংস্থাকে ইসলামের শত্রু বলে বর্ণনা করেছে। নিরাপত্তা পরিষদ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ইতিমধ্যেই বিদ্যমান বিমান অবরোধ আরো জোরদার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যৌথভাবে জাতিসংঘের এই নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং ১৩-০ ভোটে তা গৃহীত হয়। চীন ও মালয়েশিয়া ভোট দানে বিরত থাকে। তাদের অভিমত হচ্ছে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সাধারণ আফগান নাগরিকদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘ বলেছে, ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর এবং সন্ত্রাসী ঘাঁটি বন্ধ না করা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

দাঁতে কত শক্তি!

মালয়েশিয়ার জনৈক ব্যক্তি দাবী করেছেন যে, দেশের মধ্যে তার দাঁতই সবচেয়ে বেশী শক্ত। দাঁত দিয়ে রেলওয়ের একটি কোচ টেনে তিনি স্থানীয় পর্যায়ে রেকর্ড সৃষ্টি করার পর তিনি এ দাবী করেন। ৩৫ বছর বয়স্ক ভি. রাধাকৃষ্ণন ৩৭.৩৫ টনের একটি কোচ ৮.৩৭ মিটার টেনে নিয়ে এই রেকর্ড গড়েন। এতে তিনি সময় নেন ৪ মিনিট। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের নিকটবর্তী ক্লাং শহরে হর্ষোৎফুল্ল দর্শকদের সামনে তিনি এ কাণ্ড ঘটান। এর আগে ১৯৯৫ সালে ১০.৮ টন ওযনের একটি বাস ৫.১২ মিটার টেনে নিয়ে তিনি প্রথম রেকর্ড তৈরী করেন। তার এই দু'টি রেকর্ডই মালয়েশিয়ার বুক অব রেকর্ড-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণন দাবী করেছেন, ঠাণ্ডায় আক্রান্ত না হ'লে তিনি ঐ রেলওয়ের কোচটি আরও খানিকটা টেনে নিতে পারতেন। এবার তিনি এ ব্যাপারে গড়া বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে ফেলতে পারবেন বলে আশা করছেন। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড এর রেকর্ড অনুযায়ী একজন বেলজিয়াম নাগরিকের অধিকারে রয়েছে বিশ্বরেকর্ড। ঐ ব্যক্তি ১৯৯৬ সালে একসাথে রেলওয়ের ৮টি কোচ ৩.২ মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সার প্রতিরোধে মুরগীর ডিম

ক্যান্সার প্রতিরোধে বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি আরেকটি ওষুধ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন। এই ওষুধটি তৈরী হচ্ছে মুরগীর ডিম থেকে। তবে আমরা যেসব মুরগী বর্তমানে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছি সেসব মুরগী নয়। এ প্রজাতির মুরগী জেনেটিক উপায়ে পরিবর্তিত। এডিনবরার নিকটস্থ রোজলিন ইনস্টিটিউটের যেসব বিজ্ঞানী ভেড়া ডলিকে ক্লোন করেছিলেন তারাই এ প্রজাতির মুরগীর উদ্ভাবক। এরা বছরে প্রায় ২৫০টি ডিম দিতে সক্ষম। এদের ডিমের সাদা অংশে প্রোটিন মেলানোমাস নামক এক ধরনের উপাদান রয়েছে, যা ডিম্বাশয়, টিউমার ও স্তন ক্যান্সার চিকিৎসায় সহায়ক। মার্কিন বায়োটেক কোম্পানী 'ভিরাজেন ইনকর্পোরেশন' ও 'রোজলিন ইনস্টিটিউট' যৌথভাবে এটি সম্প্রতি আবিষ্কার করে। এ ধরনের প্রতিটি ডিমে ন্যূনতম ১০০ মিলিগ্রাম প্রোটিন বিদ্যমান থাকে।

মশা তাড়াবে গাছ!

সম্প্রতি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার পর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এক প্রকার বিশেষ গাছ, যা মশা তাড়াতে সক্ষম। সবুজ শ্যামল এই বৃক্ষটির নাম দেয়া হয়েছে Citroncl1a। গাছটি শুধু মশাই তাড়াবে না, পরিবেশের সৌন্দর্যও ছড়াবে। মশা তাড়াতে প্রশাসন যখন ব্যর্থ, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কৃত এই গাছটি জনগণের নতুন আশা হয়ে কাজ করবে।

যে মাছ শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারে!

'উড়ক্ক' নামের এক ধরনের মাছ পানিতে বাস করে। কিন্তু এ প্রজাতির মাছ পানির চেয়ে শূন্যে চলাফেরা অর্থাৎ উড়তেই বেশী পারদর্শী। ইংরেজীতে তাদের নামকরণ করা হয়েছে "Flying Fish"। আর এ মাছের গতিবেগও রীতিমত অবিশ্বাস্য। এরা অনায়াসে ঘন্টায় ৩৫ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে।

ধানের খড়কুটো থেকে উৎপন্ন হবে বায়োগ্যাস

খড়কুটো হ'তে বায়োগ্যাস উৎপাদন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজিক্যাল এণ্ড এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এর বিজ্ঞানীরা। খড়কুটো থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে অ্যানেরবিক ফেজের সলিড ডাইজেস্টার পদ্ধতি। আর এ পদ্ধতিতে বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য নাইট্রোজেনে উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যামোনিয়া গ্যাস।

সবচেয়ে ছোট আকৃতির মাছ!

বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষুদ্রাকৃতির মাছের নাম 'ডুয়ার্ক গোবী'। এ তথ্য জানা যায় ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সের জয়েন্ট সার্ভিস চ্যাগোস রিচার্স এক্সপেডিশনের সংগ্রহ করা নমুনা সিরিজ হ'তে। এদের দৈর্ঘ্য পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীর যথাক্রমে ০.৩৪ ইঞ্চি ও ০.৩৫ ইঞ্চি। সচরাচর কোন এলাকায় এটি দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরের চ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত। মেরুদন্ডসম্পন্ন এই মাছটি বর্তমানে দখল করে আছে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মাছের স্থান।

কণ্ঠস্বরকে অক্ষরে রূপান্তরিত করবে যে মোবাইল

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এমন একটি ডিবাইস, যা কণ্ঠস্বরকে অক্ষরে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। আবার এটা ড্রাগনের ন্যাচারালি কথাও বলতে সক্ষম হবে। ১১০ গ্রাম ওজন সমৃদ্ধ ৪০ মিনিটের কথোপকথন ধরে রাখতে সক্ষম এ যন্ত্রটি আসলে একটি মোবাইল ফোন। এতে সংযুক্ত রয়েছে কণ্ঠস্বর শনাক্তকরণ সফটওয়্যার, মাইক্রোফোন এবং হেড ফোন সেট।

বিচিত্র এক রাবারের পর্বত

শুনতে বিচিত্র মনে হ'লেও বাস্তবে সত্যি যে, ব্রাজিলের মিনাস জারাযেস অঞ্চলে রয়েছে এমন একটি পর্বত, যা রাবারের মত নরম আঠালো পদার্থ দিয়ে তৈরী। পর্বতটির নাম 'ইটাকোলোমী'। পৃথিবীতে এ ধরনের বিচিত্র পর্বত বিরল। এই পাহাড়ের পাথরগুলো টেনে লম্বা করা যায় এবং চেপে বাঁকা করা যায়। ছোট আকৃতির পাথরগুলোকে যেমন ইচ্ছা তেমন দুমড়ানো-মোচড়ানো যায়।

কৃত্রিম মস্তিষ্কের মানুষ!

স্ট্রোক, দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে সে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে কোষের পরিবর্তে কম্পিউটার চিপস ব্যবহার করা হবে। এ কম্পিউটার চিপস ব্রেন সেলের মতই কাজ করতে পারবে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পশুর মস্তিষ্কে কম্পিউটার চিপস ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হচ্ছে- ব্রেনের নিউরন এবং কম্পিউটার চিপস যদি ঠিকমত পারস্পারিক সংযোগ রক্ষা করতে পারে তাহ'লে কৃত্রিম মস্তিষ্কধারী 'বায়োনিক ম্যান' আর খুব দূরে নয়।

ম্যাডকাউ রোগের সংক্রমণ নরমাংস ভোজীদের মাধ্যমে ঘটেছে

ইউরোপ ম্যাডকাউ রোগ নিয়ে মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দু'টি সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কের রোগ পুনরায় আবির্ভাব হওয়ায় তারা অতীতের দুঃসহ স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয়েছে। ম্যাডকাউ রোগ মানুষের অনিরাময়যোগ্য মস্তিষ্ক রোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৪০, ৫০ ও ৬০-এর দশকে এই রোগ 'কুরুর অশ্রু' হিসাবে পরিচিত ছিল। পাপুয়া নিউগিনির পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চ ভূমিতে ফোর উপজাতীয়দের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে পড়ে। ৩৫ হাযার উপজাতি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। আক্রান্ত রোগী হাসতে হাসতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। প্রথমে শুকুরের মাধ্যমে এই রোগের উৎপত্তি হয়। পরে উপজাতীয়দের মধ্যে শুকুরের মাংস খাওয়ার মাধ্যমে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। গত দুই দশকে ৩ হাযারেরও বেশী লোক 'কুরু' রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। নরমাংসভোজী 'কুরু' উপজাতীয় মহিলারা সাধারণত অন্যান্য মানুষের মস্তিষ্ক ভক্ষণ করত। এ কারণে পুরুষের তুলনায় মহিলারা এতে আক্রান্ত হ'ত অধিকমাত্রায়। এক বছর পরে এই রোগে মানুষের মৃত্যু ঘটত। ১৯৭৬ সালে মাসদুসেক কুরু রোগ বিষয়ক গবেষণার ওপর নোবেল পুরস্কার পান। তিনি এই রোগের জন্য মানুষের মাংস ভক্ষণকে দায়ী করেন।

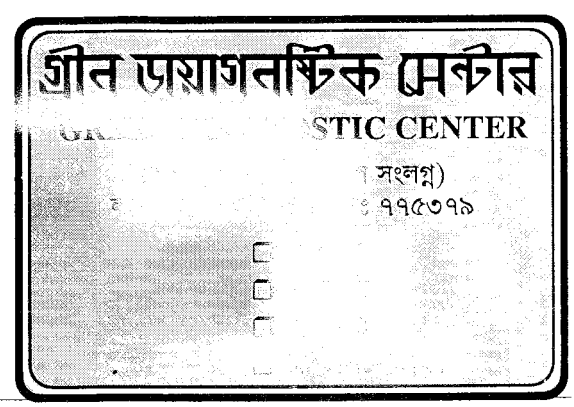

সংগঠন সংবাদ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজান

-আমীরে জামা'আত

বাঁকাল, সাতক্ষীরাঃ

গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০০০ মোতাবেক ২০শে রামাযান রবিবার পূর্বাহ্নে সাতক্ষীরা পৌরসভাধীন বাঁকাল ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত 'দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে' ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান।

ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় মরহুম পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (৯৪)-এর স্মৃতিচারণ করে বলেন, আজীবন শিক্ষাব্রতী, লেখক, বাগ্মী, সংগঠক ও সমাজ সেবক এই মহান সংস্কারক-এর মাধ্যমে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি এলাকায় শত শত আলেমে দ্বীন ও পরহেযগার ছাত্র মণ্ডলী সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও তাঁর উদ্যোগে ১১টি দ্বীনী মাদরাসা ও ৫৫টি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আহলেহাদীছদের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' ও 'ছালাতুন্নবী' তিনিই লেখেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ১২টি ও আজও অপ্রকাশিত ৪টি পাণ্ডুলিপিসহ মোট ১৬টি বই তাঁর ব্যস্ত জীবনের তপ্ত স্মৃতি হিসাবে আমাদের নিকটে রক্ষিত আছে। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত তামাক বিরোধী আন্দোলন, কবরপূজা বিরোধী আন্দোলন, বন্ধকী প্রথা বিলোপ আন্দোলন, আজও মুরব্বীদের স্মৃতিতে ভাস্বর হ'য়ে আছে। হুগলীর বাক্যেশ্বর বাহাছ, নিয়ত ও দরূদ নিয়ে নলতার খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ্‌র সঙ্গে হৃদয় গ্রাহী বিতর্ক, মাযহাবী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত কালিগঞ্জের বাহাছ প্রভৃতি তাঁর জীবনের সোনালী স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত আছে। জীবন সন্ধ্যায় তাঁর সর্বশেষ অবদান ছিল পশ্চিম বঙ্গের হাকিমপুর জিহাদী মারকাযের বিপরীতে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা। যা আজও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন তাঁকে হিংসুকদের কুটিল চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনোই প্রতিশোধ নেননি। তিনি উপস্থিত ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে এই মহান শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক-এর আদর্শ জীবন হ'তে উপদেশ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আবদুর রহমান, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বড় ভাই মৌঃ আবদুল্লাহিল বাকী, মাদরাসা কমিটির সহ-সভাপতি আলহাজ্জ এমদাদুল হক, যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল মান্নান ও মাওলানা আযীযুর রহমান সিদ্দীকী (খুলনা)। সভা পরিচালনা করেন মাদরাসার সুপার মাওলানা আহসান হাবীব।

প্রত্যেক গৃহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলুন

-আমীরে জামা'আত

কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরাঃ

অদ্য ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার বাদ আছর অত্র সীমান্তবর্তী গ্রামে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধনকালে আয়োজিত সুধী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুসলমানের ঘরে ঘরে আজ শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। মসজিদগুলি ইবাদত খানা হওয়ার সাথে সাথে বিদ'আতখানায় পরিণত হ'তে চলেছে। কোন কোন মসজিদে প্রতি জুম'আর ছালাতান্তে মীলাদের মজলিস চালু হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কুলখানি, কুরআনখানি, লাখ কলেমা, শাবীনা খতম, মৃত্যু বার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী শোকসভা ইত্যাদি সবকিছু এখন মসজিদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের মসজিদ গুলিকে এসব থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে। সেই সাথে গ্রাম্য দলাদলি ও রাজনৈতিক দলাদলি থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে। মসজিদ হবে ইবাদতের স্থান। শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান।

তিনি পার্শ্ববর্তী সোনাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইতিহাসখ্যাত জিহাদী মারকায পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী হাকিমপুরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই মারকায থেকে শুধুমাত্র ইংরেজ শাসন উৎখাতের সংগ্রাম চালানো হয়নি। বরং মুসলিম সমাজে জেঁকে বসা শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালানো হয়। তারই জীবন্ত ফসল হিসাবে হাকিমপুরের আশপাশের কয়েক মাইল এলাকা এবং সোনাই নদীর উভয় তীরবর্তী পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশ এলাকা আজও আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বিশাল এলাকা হিসাবে পরিচিত। সেদিনের জিহাদী স্মৃতিকে অম্লান রাখতে হ'লে আমাদেরকে অবশ্যই দাওয়াত ও জিহাদের আপোষহীন পথে ফিরে আসতে হবে। ধর্মের নামে রাজনীতির নামে অর্থনীতির নামে সমাজের বুকে জেঁকে বসা যাবতীয় ত্বাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি সেদিনের খৃষ্টান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ বর্তমানকালের খৃষ্টান এন,জি,ও-দের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে পরিচালিত শিক্ষা ও সমাজকল্যাণের নামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসণ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং সাথে সাথে নিজেদের গৃহগুলিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একেকটি দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আবদুর রহমান, সহ-সভাপতি মাওলানা ছহীলুদ্দীন, মাওলানা মুনীরুল হোদা ও দাতা সংস্থার চীফ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হানীফ। জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

MUKTI CLINIC (Pvt) Ltd.

Dr. S. M. A. MANNAN
M.B.B.S. BHS (Ex)
General Physician
FOUNDER & MANAGING DIRECTOR
Laxmipur, Rajshahi-6000, Bangladesh
Phone: 774337, 775447

Vice President: BPMA Central Executive Committee, Dhaka
General Secretary, BPMA, Rajshahi,
President, Greater Rangpur Samity, Rajshahi
General Secretary, Clinic Association, Rajshahi.

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৪১)ঃ যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে, নাকি দুই সালামে পড়তে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ফযলুর রহমান
রোডপাড়া, সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত বা দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া জায়েয আছে *(তিরমিযী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত 'সুনান' অনুচ্ছেদ, হা/১১৫৯-৬০)*। চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে ও দুই সালামে উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত যার মাঝে কোন সালাম নেই' *(ছহীহুল জামে' হা/৮৮৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৩১)*। তবে দুই সালামে চার রাক'আত আদায় করাও জায়েয আছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাক'আত করে' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩১, ৩৮৩২॥ দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯ সংখ্যা ১১/১৬১)*।

প্রশ্ন (২/১৪২)ঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এর ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে'। এখানে দলীল উল্লেখ করা হয়নি। তাই ছহীহ দলীল সহ উল্লেখের অনুরোধ রইল। সেই সাথে যদি মুক্তাদীগণ শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করেন তাহ'লে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈনিক মুহাম্মাদ যিয়াউল হক্ব সরকার
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন
বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ অবশ্যই দলীল রয়েছে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর ৬০ পৃষ্ঠায়। যোহর ও আছর ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ فِيْ الأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ... وهكذافى العَصْرِ متفق عليه– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন। কখনো কখনো আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। তিনি প্রথম রাক'আতে এতটুক দীর্ঘ করতেন, যা দ্বিতীয় রাক'আতে করতেন না। অনুরূপ করতেন আছরে ও ফজরে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ' নায়ল ৩/৭৬, ৪/২৪ পৃঃ)*। তবে শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেও ছালাত হয়ে যাবে। কেননা হাদীছে আছে, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত হ'ল না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (৩/১৪৩)ঃ নগদ টাকা-পয়সা বা ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। তবে জায়গা-জমি আছে। যা পরিবারের ভরণ-পোষণের চেয়েও বেশী। অতএব জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যাবে কি?

-হাদীকুল ইসলাম
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ টাকা-পয়সার ন্যায় জমিও সম্পদ। অতএব পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা মানুষের উপরে অবশ্য কর্তব্য, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের মধ্যে যার বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে, তার প্রতি হজ্জ ফরয' *(মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় পৃঃ ২৭-৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার এরাদা করে, সে যেন জলদী তা সমাধা করে' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৫২৪; মিশকাত হা/২৫২৩)*।

প্রশ্ন (৪/১৪৪)ঃ কুরবানীর বকরী ক্রয়ের কিছুদিন পর বকরীর পায়ের খুর বড় হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাটে। এমতাবস্থায় পায়ের খুর কাটা যাবে কি? অথবা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান বিশ্বাস
সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পশুর চলাফেরা যদি কষ্ট মনে হয়, তবে পায়ের বর্ধিত খুর কাটা দোষণীয় নয়। তাছাড়া নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরনো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তবে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী জায়েয হবে *(মির'আত ২/৩৬৩; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭৩৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৬)*।

প্রশ্ন (৫/১৪৫)ঃ জনৈক প্রবাসী সজ্ঞানে ৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে দেশে নিজ গৃহে অবস্থানরত স্বীয় স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক বায়েন প্রদান করে এবং মহরও পরিশোধ করে দেয়। উক্ত তালাক বৈধ হবে কি?

-নযরুল ইসলাম

পোষ্ট বক্স নং- ৬৩৫৭
সালমানিয়া, কুয়েত।

উত্তরঃ এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন কার্যকর হওয়ার কোন দলীল নেই। এক সাথে এক তুহরে শতাধিক তালাক প্রদান করলেও একটি মাত্র রাজঈ তালাকই কার্যকর হবে। নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বা তিন বছরের দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে মাত্র একটি রাজঈ তালাক ধরা হ'ত *(মুসলিম ৪৭৮ পৃঃ হা/১৪৭২॥ দেওবন্দ ছাপাঃ ১৯৮৬ সাল, 'তিন তালাক' অনুচ্ছেদ)*। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) যে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে তিন তালাকই কার্যকর করেছিলেন এটা ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতেহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান মাত্র। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। এই ইজতিহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুণভাবে অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়েদা হয়নি *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্ফান ১/২৭৬-৭৭)*।

অতএব, এই সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান কখনোই কুরআন ও সুন্নাহ্র স্থায়ী বিধানকে বাতিল করতে পারে না। সুতরাং উপরের তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সাধারণভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দত অতিক্রম হয়ে যায়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। *-বিস্তারিত দেখুনঃ নভেম্বর '৯৭ সংখ্যা ৯/২২ নং প্রশ্নোত্তর।*

প্রশ্ন (৬/১৪৬)ঃ গর্ভবতী মহিলা (১০ মাসের গর্ভবতী) মারা গেলে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা খালাস করা যাবে কি?

-নিলুফার ইয়াসমীন
কামালের পাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কোন গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে তার পেটে জীবন্ত বাচ্চা আছে বলে নিশ্চিত হ'লে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা খালাস করা যাবে *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২৬ পৃঃ)*। অন্যথায় সিজার না করে দাফন করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৭/১৪৭)ঃ যোহরের ফরয ছালাতের পর জনৈক মুফতী ছাহেব বললেন, ইমাম 'আল্লাহু আকবার'-এর 'বা' অক্ষরে এক আলিফ পরিমাণ টেনেছেন। সুতরাং আমাদের ছালাত হয় নাই। অতঃপর তিনি কতিপয় মুছল্লীকে নিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় করেন। এক্ষণে প্রশ্ন- উপরোক্ত ত্রুটির কারণে কি আমাদের ছালাত হয়নি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুখতার হোসাইন

হাঁসমারী, কাছিকাটা
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত সামান্য ত্রুটিজনিত কারণে ছালাত হয়নি বলা এবং পুনরায় ছালাত আদায় করা সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ইমামগণ যদি সঠিকভাবে ছালাত আদায় করেন তবে তা সবার জন্য। আর যদি ভুল করেন, তবে মুক্তাদীদের ছালাত হয়ে যাবে এবং ইমামগণের উপর ভুলের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ইমামের উপর যা করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে আছে, 'ইমাম হ'লেন যামিন। সুতরাং যদি তিনি ভালভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে সে ছওয়াব তার ও মুক্তাদীগণের। আর যদি মন্দভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে তা কেবল তারই প্রতিকূলে যাবে, মুক্তাদীর নয়' *(তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৭৮৬)*। সুতরাং আল্লাহু আকবা-র বলে এক আলিফ টানলে এই ভুলের জন্য শুধু ইমাম দায়ী হবেন। তবে সকলের ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৮/১৪৮)ঃ ফের্কাবন্দীর উৎপত্তি কখন থেকে? বিশেষ করে মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে এবং এর পরিণতি কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-এম,এস, রহমান
পইস্যকা, নরসিংদী।

উত্তরঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে বাহ্যিক মুসলমান ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-এর কুটচক্রে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাবাঈ ও ওছমানী দু'দলের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতে তৃতীয় খলীফা শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ ফের্কার উৎপত্তি হয় ও পরে এটি মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয়। এরপরে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়া মতবাদ ও তার বিপরীত অদৃষ্টবাদী জাবরিয়া মতবাদের জন্ম হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীদে প্রচলিত তাক্বলীদের উদ্ভব ঘটে এবং তা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয় *(দ্রঃ শাহ ওলিউল্লাহ, হুজ্জা-তুল্লাহিল বালিগাহ, 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' শীর্ষক অধ্যায়)*। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) (৯৩-১৭৯), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) (১৫০-২০৪), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)(১৬৪-২৪১) প্রমুখ ইমামগণ এজন্য দায়ী ছিলেন না; বরং তারা সকলেই তাদের অনুসারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে বলে গেছেন *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)*।

ফের্কাবন্দীর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বনী ইসরাঈলরা ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল; আর আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। এদের একটি দল

ব্যতীত সকল ফের্কা জাহান্নামে যাবে। নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপরে রয়েছি, সেই তরীকার যারা অনুসারী হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ হা/১৭২ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৯/১৪৯)ঃ আমার স্বামীকে 'টাই' ব্যবহার করতে নিষেধ করলে তিনি উত্তর দেন যে, এটি একটি পোষাক মাত্র। 'টাই' ব্যবহারে কোন দোষ নেই। অতএব টাই সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আগড়াকুন্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'টাই' অমুসলিমদের পোষাক। বিশেষ করে খৃষ্টানদের একটি ধর্মীয় পোষাক। সুতরাং অমুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয। নবী করীম (ছাঃ) 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর গায়ে দু'টি মোআছফার পোষাক (এক প্রকার লাল কাপড়) দেখে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এটি কাফেরদের পোষাকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি এ দু'টি পরিধান করবে না' *(মুসলিম হা/৪৩২৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ 'পোষাক' অধ্যায়)*। কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ও বর্ণিত দলীলের আলোকে মুসলমানদের 'টাই' না পরা উচিৎ।

অপরদিকে 'টাই' পরা খৃষ্টানদের নিছক কালচার নয় বরং তারা একে 'ক্রশ'-এর চিহ্ন হিসাবেও গলায় ঝুলিয়ে রাখে। অতএব একজন মুসলমানের জন্য টাই পরা কখনোই শোভনীয় হ'তে পারে না।

প্রশ্ন (১০/১৫০)ঃ খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ দবীরুদ্দীন
গ্রাম+পোঃ ভূষণছড়া
থানা- বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'মাররূয যাহরান' নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। সাথী লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আমি একে ধরে ফেললাম এবং আবু ত্বালহার নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সেটিকে যবেহ করলেন ও তার রান দু'টি কিংবা তার সামনের পা দু'টি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য 'হাদিয়া' স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন' *(বুখারী ২/৮৩০)*।

প্রশ্ন (১১/১৫১)ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে নিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে ক্ষমা করেন'। উক্ত হাদীছটিকে আপনারা যঈফ বলেছেন। হাদীছটি কিভাবে যঈফ হ'ল জানতে চাই।

-মাওলানা ছানাউল্লাহ
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী
ডেমরা রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) যে সনদে বর্ণনা করেছেন তা হ'ল এই যে, আমার নিকট আহমাদ বিন মানী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট ইয়াযীদ বিন হারূণ খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট হাজ্জাজ বিন আরত্বাত বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবী কাছীরের নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীছ উদ্ধৃত করে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) লিখেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছ আমরা এই সনদ সহকারে জানি, যার একজন রাবী হ'লেন হাজ্জাজ। আর আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, তিনি এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর উরওয়া থেকে শোনেননি। সেজন্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর থেকে শোনেননি *(তিরমিযী, আবওয়াবুছ ছাওম নিছফে শা'বানের রাত্রির আলোচনা, যঈফ তিরমিযী হা/১১৯; বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৬; আলবানী-মিশকাত হা/১২৯৯-এর টীকা 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

অর্থাৎ এই হাদীছ সনদের দিক থেকে দু'জায়গায় বিচ্ছিন্ন। এক- হাজ্জাজ ও ইয়াহইয়ার মধ্যে এবং দুই- ইয়াহ্‌ইয়া ও উরওয়ার মধ্যে। সেকারণ তাদের বর্ণনা বাদ পড়বে দলীলযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যঈফও বলেছেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলা যাঈফা, ঐ)*।

প্রশ্ন (১২/১৫২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত কি হজ্জের অন্তর্ভুক্ত? অনেক হজ্জ শিক্ষা বইয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বহু হাদীছ লিখা আছে। যেমন مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ ইত্যাদি। এ ধরনের ফযীলতের হাদীছগুলি কি ছহীহ না যঈফ? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ খায়রুযযামান
মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা হজ্জের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করাও উচিৎ নয়। বরং কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেউ ইচ্ছা করলে যিয়ারত করতে পারেন *(শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, আত-তাহক্বীক্ব ওয়াল ঈযাহ লে কাছীরিম মিম মাসায়েলিল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ওয়ম যিয়ারাহ ৮৮ পৃঃ)*। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ

(রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত সবগুলি হাদীছ জাল ও যঈফ *(ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া ১/২৩৪; ঐ, তাহক্বীক্ব ও ইযাহ পৃঃ ৯০॥ বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলা যাঈফা ১ম খণ্ড পৃঃ)*। প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(দেখুন, সিলসিলা যাঈফাহ ১/৬৪ পৃঃ; যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর ৫/২০২ পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১/২৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৫৩)ঃ মুক্তাদীর ছালাত আদায় করা অবস্থায় ইমাম যদি মুক্তাদীর দিকে মুখ করে বসে থাকেন, তবে মুক্তাদীর ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
সহকারী শিক্ষক
চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
ডাকঘরঃ ঝগড়ারচর, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় ছালাত হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সামনে রেখে ছালাত আদায় করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৯ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৫৪)ঃ বন্যাদুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী-গরীব সকলেই কি রিলিফ নিতে পারেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বন্যাদুর্গত এলাকার কোন ধনী ব্যক্তি যদি রিলিফ গ্রহণের উপযুক্ত হন, তবে তিনি রিলিফ গ্রহণ করতে পারেন। এতে শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা বন্যা এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে, এলাকার ধনবান ব্যক্তিটিও এই চরম দুর্দিনে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি অথৈ পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় তাকেও পরিবার-পরিজন নিয়ে আশ্রয় শিবিরের শরণাপন্ন হ'তে হয়। এমত পরিস্থিতিতে তিনিও অন্যদের ন্যায় রিলিফ বা যে কোন ধরনের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলাও ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/ ৪৯৫৮ 'আদব' অধ্যায়, সৃষ্টির প্রতি দয়া করা অনুচ্ছেদ)*। তবে যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের পক্ষে কোনমতেই হাত পাতা জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম' ( )।

প্রশ্ন (১৫/১৫৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি পুকুর পাড়ে বাথরুম করেছেন এবং এর পাইপ পুকুরের দিকে সংযোগ দিয়েছেন। পুকুরের বদ্ধ পানিতে এভাবে পেশাব-পায়খানার পাইপ সংযোগ দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন
সাং- গোড়খাই
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুকুর পাড়ে টয়লেট নির্মাণ করে তার পাইপ পুকুরের বদ্ধ পানিতে সংযোগ দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫, 'তাহারাত' অধ্যায়, 'পানির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৬/১৫৬)ঃ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বিবাহ সম্পাদনকারী জনৈক আলেম বরকে শোকরানা দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে বলেন এবং হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন। উক্ত বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
গ্রাম- মেহেরচণ্ডি (চকপাড়া)
খড়খড়ি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহের পর শোকরানা দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বিবাহ পড়ানোর পর খুৎবা পাঠ ও বরকে দো'আ করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ الْخَيْرِ (বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বারাকা আলায়কুমা ওয়া জামা'আয় বায়নাকুমা ফিল খায়ের) *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৫ 'দো'আ' অধ্যায়, 'সময়ানুযায়ী পঠিত দো'আ' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং এতদ্ব্যতীত যা করা হবে সবই বিদ'আত। বিবাহের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন বা অন্যকে করতে বলেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন (১৭/১৫৭)ঃ সহো সিজদায় কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার দো'আ পড়তে হবে, নাকি ছালাতের সিজদার দো'আ পড়তে হবে? আর ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ১ম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে কি করতে হবে?

-আব্দুস সাত্তার
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতের সিজদায় যে দো'আ পড়তে হয় সহো সিজদাতেও ঐ দো'আ পড়তে হয়। অপরদিকে কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার জন্য বিশেষ দো'আ রয়েছে। যা তেলাওয়াতের জন্যই নির্ধারিত। অন্য স্থানে এই দো'আ পড়ার হুকুম হাদীছে আসেনি। আর ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ১ম দু'রাক'আত পর আত্তাহিইয়াতু পড়তে ভুলে

গেলে ৪ রাক'আত পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সহো সিজদা দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৭; 'ছালাত ভুল হওয়া' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৩-৮৫)*।

প্রশ্ন (১৮/১৫৮)ঃ ১০ই মুহাররমে বিশেষ ধরনের খানাপিনার আয়োজন করা এবং দান-খয়রাত ও কবর যিয়ারত করা কি শরীয়ত সম্মত? ৯ ও ১০ বা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালনের কি কোন দলীল আছে? দলীল উল্লেখ পূর্বক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সইবুর রহমান
বন্দরটিলা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মুহাররম মাসে আশূরার দু'টি ছিয়াম পালন ব্যতীত যা কিছু করা হয়, সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন। তিনি বলেন, صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا اَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا 'তোমরা ১০ই মুহাররমের আগে একদিন অথবা পরে একদিন শাহাদাতে হুসায়নের নিয়তে ছিয়াম পালন কর' *(আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১ পৃঃ সনদ হাসান, হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০)*। তবে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐদিন ছিয়াম পালন করা শরী'আত বিগর্হিত কাজ। এইরূপ ছিয়ামের কোন ছওয়াব আশা করা যায় না। বরং বিদ'আতী আমলের কারণে পরকাল হারানোর সম্ভাবনাই বেশী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০-৪১, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম পালন করতেন এবং ছাহাবীদেরকেও নির্দেশ দিতেন। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম আশূরার ছিয়াম পালন করতেন। সুতরাং মুহাররাম মাসে আশূরার দু'টি ছিয়ামই শরী'আতসম্মত ও ফযীলতপূর্ণ *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৪৪, ২০৬৯-৭০)*। এতদ্ব্যতীত বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করা দান-খয়রাত ও কবর যিয়ারত ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম শরী'আত বিগর্হিত কাজ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন! আমীন!!

প্রশ্ন (১৯/১৫৯)ঃ কুরবানীর পশু ডান কাতে শুয়ায়ে, না বাম কাতে শুয়ায়ে কিবলামুখী করে যবেহ করতে হবে? কোন কোন আলেম ডান কাতে শুয়ায়ে ক্বিবলামুখী করে যবেহ করা মুস্তাহাব বলেছেন। দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
গ্রাম- বরকামতা
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কুরবানীর পশুকে ডান বা বাম কাতে শুয়ায়ে যবেহ করার প্রমাণে তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন এবং পশুর চোয়াল বাম হাত দ্বারা চেপে ধরে ধারালো ছুরি দিয়ে যবেহ করতেন *(নায়ল ৬/২৪৫-৪৬)*। এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পশুকে বাম কাতে শুয়াতেন। অতঃপর স্বীয় বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল ধরতঃ ক্বিবলামুখী হয়ে ধারালো ছুরি দ্বারা ডান হাতে যবেহ করতেন। কেননা বাম হাতে চোয়াল ধরে ক্বিবলামুখী হয়ে ডান হাতে যবেহ করতে হ'লে পশুকে বাম কাতেই শুয়াতে হয় *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৯)*। তাছাড়া বাম কাতে শুয়ায়ে যবেহ করা সহজ হয় *(সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭; মির'আত ২/৩৫১)*।

প্রশ্ন (২০/১৬০)ঃ কেউ কারো মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর কিভাবে দিতে হবে?

-ওবায়দুল্লাহ
নওদাপাড়া মাদরাসা
রাজশাহী।

উত্তরঃ কেউ কারো মাধ্যমে সালাম দিয়ে পাঠালে তার উত্তর মাধ্যম ব্যক্তিকে এবং সালাম প্রেরণকারীকে অথবা শুধুমাত্র সালাম প্রেরণকারীকে দেওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) একদা মাধ্যম ব্যক্তি এবং সালাম প্রেরণকারী দু'জনকেই সালাম দেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। অতএব, عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (আলায়কা ওয়া 'আলাই হিস সালামু) বলা যাবে। একদা নবী করীম (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, জিবরাঈল (আঃ) তোমাকে সালাম প্রদান করেছেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ অর্থাৎ শুধুমাত্র জিবরাঈল (আঃ)-কে উত্তর দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৮১; 'রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৯৬)*।

প্রশ্ন (২১/১৬১)ঃ পুনরায় উত্তর প্রাপ্তির আশায় বক্তাদের ২য় ও ৩য় বার সালাম প্রদান শরীয়ত সম্মত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাদী
নলছীয়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চলন্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজনের সালাম প্রদান করাই যথেষ্ট এবং যারা বসে থাকবে তাদের পক্ষ থেকে একজনের উত্তর প্রদান করাই যথেষ্ট' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৮ 'সালাম' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। তবে বক্তাগণ শ্রোতাগণও নেকীর উদ্দেশ্যে জবাব দিবেন। কারণ প্রতি সালামে দশটি করে নেকী হয় (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪)। উত্তর প্রাপ্তির আশা করায় যদি নেকীর উদ্দেশ্য থাকে, তাহ'লে তা মোটেই অন্যায় নয়। শ্রোতাদেরকে

লক্ষ্য করে তিনবার পর্যন্ত সালাম প্রদান করতে পারেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২২/১৬২)ঃ সালামের পর মুছাফাহা করলে কোন নেকী আছে কি?

-মেছবাহুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সালাম পর মুছাফাহা করলে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে সালাম প্রদানের পর মুছাফাহা করলে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়' *(ছহীহ তিরমিযী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০০৩; মিশকাত হা/৪৬৭৯, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৩/১৬৩)ঃ কোন হিন্দুভাই সালাম দিলে উত্তর দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
বুকুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন হিন্দুভাই মুসলমানকে সালাম দিলে শুধুমাত্র 'ওয়া 'আলায়কুম' বলে উত্তর দিতে হবে। আবু আব্দুর রহমান জোহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ইহুদীদের সালাম প্রদান কর না। তবে তারা যদি তোমাদের সালাম প্রদান করে, তাহ'লে তোমরা শুধুমাত্র ওয়া 'আলায়কুম বল' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯৯৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৬৪)ঃ পুরুষগণ মহিলাদেরকে সালাম দিতে পারে কি?

-আব্দুল আহাদ
বুকুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ পুরুষগণ মহিলাদেরকে সালাম দিতে পারেন। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন এবং আমাদেরকে সালাম দিতেন *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০০১; মিশকাত হা/৪৬৪৭ হাদীছ ছহীহ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৫/১৬৫)ঃ জুম'আ ও ঈদের ছালাত একদিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে পাপ হবে কি?

-শমশের আলী
মল্লিকপুর
রহনপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আ ও ঈদ একদিনে হ'লে ঈদের ছালাত আদায় করার পর জুম'আর ছালাত আদায় করা ইচ্ছাধীন বিষয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈদ ও জুম'আ একদিনে হ'লে তিনি সকলকে নিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর বলতেন, জুম'আ পড়তে আসা আর না আসা তোমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৯১)*।

প্রশ্ন (২৬/১৬৬)ঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে আম বাগান বিক্রি করা যায় কি?

-হাফীযুদ্দীন
নওদাপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে কোন ফলের বাগান বিক্রি করা বৈধ নয়। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ২/৩ কিংবা ততোধিক বছরের জন্য ফলের গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬; নববী, মুসলিম ২/১০ পৃঃ; তিরমিযী তোহফাসহ হা/১৩২৭ ৪/৪১৫ পৃঃ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯ 'যা ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৭/১৬৭)ঃ যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না। শুধুমাত্র জুম'আর ছালাত আদায় হয়, সে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-এরশাদ আলী
সাং- খিরসিনটিকর পাড়া
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় না হ'লেও এমন মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করায় কোন দোষ নেই। তবে এলাকার মুসলিম জনগণের উপর যরূরী কর্তব্য যে, তারা যেন মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াযযিন নির্ধারণ করেন। যদি এরূপ সম্ভব না হয়, তাহ'লে জনশূন্য এলাকায় মসজিদ রাখা যাবে না; বরং তা স্থানান্তর করতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/১৬৮)ঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদের ছালাতের সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাতিমা
বি,এ (অনার্স)
আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে বসর (রাঃ) একদা লোকেদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার ছালাতে গেলেন এবং ইমামের দেরী করে ছালাত আদায় করাকে অপসন্দ করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আমরা এ সময়ে ছালাত আদায় শেষ করতাম। আর ছালাত আদায়ের সময় হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৯২; আহমাদ, আবুদাউদ ১/১৬১ পৃঃ 'ঈদগাহে বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৯/১৬৯)ঃ আমি পাখি শিকার করা ভালবাসি। অনেক সময় এমন পাখি শিকার করি, যা হালাল নয়। যেমন কাক, ঈগল ইত্যাদি। এগুলো শিকার করা জায়েয

হবে কি?

-আবু ত্বালেব
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ যেসব পাখি হালাল নয়, সে সব পাখি ক্ষতিকারক না হ'লে শিকার করা জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র ক্ষতিকারক পশু-পাখিকেই মারতে বলেছেন। যার মধ্যে ঈগল, বাজপাখি এবং এক ধরনের কাক রয়েছে। সাথে সাথে সকল প্রাণীর প্রতি দয়া পোষণ করা নেকীর কাজ বলে ঘোষণা করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০২ 'যাকাত' অধ্যায়, ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩০/১৭০)ঃ ঘুষখোর ব্যক্তি মসজিদে দান করলে নেকী পাবে কি এবং ঘুষখোরের টাকার জিনিস মসজিদে লাগানো যাবে কি?

-মুকাররাম হোসায়েন
শুকদেবপুর
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ঘুষখোর ব্যক্তি তার ঘুষ মিশ্রিত টাকা মসজিদে দান করলে নেকী পাবে না এবং ঘুষ মিশ্রিত টাকার জিনিস মসজিদে লাগানোও যাবে না। কারণ মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য *(জিন ১৮)*। আর আল্লাহ তা'আলা অবৈধ সম্পদ কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র পবিত্র বস্তুই কবুল করেন' *(মুসলিম, মিশকাত 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় হা/২৭৫৯)*। তবে টাকা পবিত্র কি অপবিত্র সেটা বাছাই করার দায়িত্ব মূলতঃ দাতার।

প্রশ্ন (৩১/১৭১)ঃ মাযহাবপন্থীদের আনুগত্য করা যাবে কি? আমার পিতা হানাফী এবং মাতা আহলেহাদীছ। আমি কার আনুগত্য করব?

-ইসরাঈল
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পিতা নেকীর কাজের আদেশ করলে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে হবে। শিরক-বিদ'আতের আদেশ দিলে তা মান্য করা যাবে না *(লুকমান ১৫)*। সর্বোপরি পিতা হিসাবে তিনি সর্বাবস্থায় সন্তানের আনুগত্য পাবার হকদার। আপনি পিতা ও মাতা উভয়ের যেকোন নেক আদেশের আনুগত্য করবেন।

প্রশ্ন (৩২/১৭২)ঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের সময় ইক্বামত দিতে হবে কি? এবং মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত দিনে আদায় করলে ক্বিরাআত জোরে করতে হবে কি?

-রুবেল, তরফসরতাজ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের সময় ইক্বামত দিতে হবে এবং মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত দিনে আদায় করলে ক্বিরাআত নীরবে করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ক্বাযা ছালাতের ইক্বামত দেন এবং ক্বিরাআত নীরবে করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৭৩)ঃ কোন মুসলমান মারা গেলে গোসলের আগে ও পরে কুরআন পড়া এবং মৃত ব্যক্তির নামে ৭ দিন পর ও ৪০ দিন পর কুরআন পড়া যাবে কি?

-হেলালুদ্দীন
মুর্দ্দবলাইল
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে গোসলের আগে ও পরে কুরআন তিলাওয়াত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয়' *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪/৩০০, ৪/৩৪২; যাদুল মা'আদ ১/৫২৭; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২ পৃঃ)*। ৭ ও ৪০ দিন পর তথা প্রচলিত কুলখানি ও চল্লিশা এবং কুরআন পড়ার অনুষ্ঠান রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। অতএব এগুলো শরী'আত বিগর্হিত কাজ। যা বর্জনীয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৯-১৩১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৭৪)ঃ বাচ্চা জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে ঐ বাচ্চার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-আব্দুল বারী
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বাচ্চা জন্মের সাতদিনের পূর্বে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাচ্চার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা নির্ধারণ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীকা' অনুচ্ছেদ হাদীছ ছহীহ; ছহীহ ইবনু মাজাহ, আক্বীক্বা অধ্যায়, হা/২৫৮০)*। ইমাম শাওকানী বলেন, সাতদিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৭৫)ঃ আমার ৫০ হাযার টাকা ঋণ আছে। পরিশোধের কোন ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় আমি মারা গেলে আমার কি হবে? 'শহীদ হ'লে ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়' এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-আমীনুল ইসলাম
বুবুরহাট, নরসিংদী।

উত্তরঃ এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব না হ'লে ঋণদাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজস্ব নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে ঋণদাতার পাপ গ্রহণ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায় 'যুলম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হ'লে ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়' হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।